NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি রবিবাসরীয় · সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য · মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি টাকশাল · বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি পথের পাঁচালী · বৃহস্পতি খেলার জগৎ গ্যালারি · শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ · শনি অর্বেক আকাশ চিত্রাঙ্গদা

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ পুলকারের নিয়মিত ফিটনেস পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করল পরিবহণ দপ্তর

মনরেগা-র কোটি কোটি টাকার হিসেব মমতার হাতে লুকানো: শুভেন্দু ২

কলকাতা ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ১৭৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.12.2025, Vol.19, Issue No. 179, 8 Pages, Price 3.00

ইন্ডিগো বিপর্যয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী

আইন জনগণের বোঝা নয়, সুবিধার হওয়া উচিত: মোদী

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: ইন্ডিগো বিপর্যয়ের দিন কয়েক পর ইন্ডিগো নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, এমন কোনও নিয়ম বা আইন থাকা উচিত নয়, যা সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ইন্ডিগো বিপর্যয় নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এনডিএ-র বৈঠকে তিনি সাংসদদের বলেন, 'এমন কোনও আইন বা নিয়ম থাকা উচিত নয়, যা সাধারণ নাগরিকদের অপ্রয়োজনীয় ভাবে কষ্ট দেয়। এটি হওয়া উচিত নয়। আইন জনগণের উপর বোঝা হওয়া উচিত নয়, বরং আইন বা নিয়ম সব সময় তাদের সুবিধার জন্য হওয়া উচিত।' লোকসভায় মঙ্গলবার ইন্ডিগো বিপর্যয় নিয়ে কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করেন নায়ডু। তিনি জানান, উড়ান বিপর্যয়ের কারণে ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে কঠোর এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যাত্রীদের টিকিটের ভাড়ার টাকা দেওয়ার কেন্দ্রের নির্দেশের কথা জানান নায়ডু। তিনি এ-ও উল্লেখ করেন, ইতিমধ্যে ৭৫০ কোটি টাকারও বেশি ভুক্তভোগী যাত্রীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে।

গত ১ ডিসেম্বর থেকে বিপর্যস্ত ইন্ডিগোর উড়ান পরিষেবা। একের পর এক উড়ান বাতিলে সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরা। ইন্ডিগো-বিপর্যয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে কেন্দ্র। দ্রুত পরিস্থিতি ঠিক করার নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নায়ডু স্পষ্ট জানান, এই অব্যবস্থার জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর নির্দেশেই চার সদস্যের কমিটি ইন্ডিগো বিপর্যয়ের তদন্ত করছে। ইন্ডিগোকে শো কজ নোটিস জারি করা হয়। সোমবার সেই নোটিসের জবাবও দেয় ইন্ডিগো।

মঙ্গলবার ডিজিসিএ ইন্ডিগোর পাঁচ শতাংশ পরিষেবা কমিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। ইন্ডিগোকে বুধবার বিকেল ৫টার মধ্যে নতুন সূচি প্রকাশের কথাও জানায় কেন্দ্র।

একশো দিনের কাজে ফের কেন্দ্রকে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী

একশো দিনের কাজ নিয়ে কেন্দ্রের শর্ত লেখা নোট সভামঞ্চেই ছিঁড়ে ফেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

'অপমানজনক' শর্তে নোট ছিঁড়ে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজ নিয়ে ফের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর এক বছর কেটে গিয়েছে। তার পরে কেন্দ্রের তরফ থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠিতে একশো দিনের কাজ নিয়ে বেশ কিছু শর্ত চাপানো হয়েছে বলে কোচবিহারের সভা থেকে দাবি করেন মমতা। কেন্দ্র কী কী শর্তের কথা বলেছে, তার কয়েকটি উল্লেখ করে মমতা স্পষ্ট করে বলেন, 'আমরা এই শর্ত মানি না। একশো দিনের কাজ বাংলাই করবে।' তার পরেই একশো দিনের কাজ নিয়ে কেন্দ্র যা বলেছে, তা যে কাগজে লিখে এনেছিলেন, সেটা সভামঞ্চেই ছিঁড়ে ফেলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার কোচবিহারে রাসমেলা ময়দানে রাজনৈতিক সভা করেন মমতা। সেই সভায় প্রথম থেকে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দাগেন। তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা। কোচবিহারের সভায় মমতা যে কাগজ নিয়ে এসেছিলেন তা দেখিয়ে বলেন, 'এটা আমার নোট, কেন্দ্রের কোনও অর্ডার নয়। আমি অর্ডারটা পড়ে দিলাম। এটা আমি ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। আমি মনে করি এটা অপমান, অসম্মান।' তার পরে মমতা ওই কাগজ মঞ্চ থেকেই ছিঁড়ে ফেলে দেন।

১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে ২০২১ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ বন্ধ রেখেছে রেন্দ্রীয় সরকার। মমতা বলেন, 'একশো দিনের কাজের টাকা দেওয়া চার বছর ধরে বন্ধ করে দিয়েছে। আবাস যোজনা বন্ধ। গ্রামীণ রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।' তার পরেই এই নিয়ে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কথা স্মরণ করেন মমতা।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের কোষাগার থেকে অর্থ দিয়ে মমতা 'কর্মশ্রী' নামে একটি বিকল্প প্রকল্প চালু করেন। সেই প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের শ্রমিকদের নির্দিষ্ট দিনের কাজ দেওয়া হয়। সেই প্রকল্পের সাফল্যের কথা মনে করিয়ে মমতা হুঙ্কার দিয়ে বলেন, 'আমরা কারও ভিক্ষা চাই না।' মমতা জানান, দিন দুয়েক আগে একশো দিনের কাজ সংক্রান্ত একটি চিঠি কেন্দ্রের থেকে পেয়েছেন। তাঁর দাবি, সেই চিঠিতে কেন্দ্র কিছু শর্তের কথা বলেছে। কেন্দ্রের চিঠির কিছু অংশ একটি কাগজে লিখে এনেছিলেন মমতা। সেই কাগজ থেকে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ত্রৈমাসিক শ্রমবাজেট দেখাতে হবে।' অর্থাৎ, একশো দিনের কাজ নিয়ে শ্রম দপ্তরকে ত্রৈমাসিক হিসাব দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। সেই কথা উল্লেখ করে মমতা বলেন, 'বাজেট দেখানোর সময় কোথায়? এটা ডিসেম্বর মাস। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন ঘোষণা।'

এ ছাড়াও, কেন্দ্রের দেওয়া আরও একটি শর্তের কথা উল্লেখ করে মমতা বলেন, 'বলা হয়েছে, একটা গ্রামসভায় মাত্র ১০ জন কাজ পাবে, এটা হয় কখনও? একটা পরিবারেই তো ১০টা গরিব লোক থাকে।' মমতা জানান, একশো দিনের কাজে প্রশিক্ষণের কথাও নাকি বলা হয়েছে। মমতা কথায়, 'বলছে ট্রেনিং দিতে হবে। বলছে না হলে নাকি জমির কাজ করা যাবে না।' তার পরেই মমতা তাঁর গলার স্বর কয়েক গুণ চড়িয়ে হাতের কাগজ দেখিয়ে বলেন, 'এটার কোনও ভ্যালু নেই। ভ্যালুলেস কাগজ।' মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, 'আবার আমরা ক্ষমতায় আসব। আসব। কর্মশ্রীতে এ বার ৭৫ দিন কাজ হয়েছে। একশো দিনের কাজ বাংলাই করবে। চাই না তোমাদের ভিক্ষা। বাংলা নিজের পায়ে হাঁটতে জানে।'

> **মমতা জানান, দিনদুয়েক আগে একশো দিনের কাজ সংক্রান্ত একটি চিঠি কেন্দ্রের থেকে পেয়েছেন। তাঁর দাবি, সেই চিঠিতে কেন্দ্র কিছু শর্তের কথা বলেছে। কেন্দ্রের চিঠির কিছু অংশ একটি কাগজে লিখে এনেছিলেন মমতা। সেই কাগজ থেকে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ত্রৈমাসিক শ্রমবাজেট দেখাতে হবে।' অর্থাৎ, একশো দিনের কাজ নিয়ে শ্রম দপ্তরকে ত্রৈমাসিক হিসাব দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। সেই কথা উল্লেখ করে মমতা বলেন, 'বাজেট দেখানোর সময় কোথায়? এটা ডিসেম্বর মাস। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন ঘোষণা।'**

'বঙ্কিমদা'য় মোদীকে তির মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার লোকসভায় বন্দে মাতরম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তৃতায় বড় অংশ জুড়েই ছিল বাংলার কথা। সেই কথা বলতে গিয়ে বন্দে মাতরমের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে সম্বোধন করেন। মঙ্গলবার কোচবিহারের সভা থেকে মোদীর 'বঙ্কিমদা' সম্বোধন নিয়ে সরব হন মমতা। কোচবিহারের সভা থেকে মমতা বলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বললেন বঙ্কিমদা। যেন মনে হচ্ছে শ্যামদা, হরিদা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি জাতীয় গান রচনা করেছিলেন, তাঁকে এইটুকু সম্মান দিলেন না! আপনাদের তো মাথা নিচু করে নাকখত দেওয়া উচিত জনগণের কাছে। তাতেও ক্ষমা হবে না। দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাসকে অসম্মান করেছেন।'

এসআইআর আবহে মানুষের পাশে থাকতে ফের জেলাসফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অনুযায়ী সোমবারই দুপুরে কোচবিহার পৌঁছন তিনি। প্রশাসনিক বৈঠকের পর আজ মঙ্গলবার রাশমেলার মাঠে জনসভায় বক্তব্য রাখেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আর সেই সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে সরব হন তিনি। একইসঙ্গে লোকসভায় সাহিত্যসম্রাটকে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'বঙ্কিমদা' বলে সম্বোধন করেছেন তা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন। এই প্রসঙ্গে নাম না করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে একহাত নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, 'দেশের সংস্কৃতি, আন্দোলন এবং ইতিহাসকে অসম্মান করা হচ্ছে।' পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অবদানের কথাও এদিন তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলার মনীষীদের অপমান নিয়েও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হন। তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, 'রাজা রামমোহন রায়কে বলে দিলেন তিনি নাকি দেশপ্রেমী নন। সন্ত্রাসবাদী বলে দেওয়া হল ক্ষুদিরাম বসুকে। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙলেন।' মানুষ এর জবাব দেবে বলেও মন্তব্য তাঁর।

বন্দে মাতরমে শাহি নিশানায় কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে মঙ্গলবার আলোচনা চলে রাজ্যসভায়। সংসদের উচ্চকক্ষে হওয়া এই আলোচনায় কেন্দ্রের তরফে নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান, বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কোনও সম্পর্ক নেই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম পশ্চিমবঙ্গে হলেও বন্দে মাতরমের আবেদন গোটা বিশ্বে রয়েছে বলে জানান তিনি।

সোমবার লোকসভায় বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনায় কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা দাবি করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই এই নিয়ে বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমরা কেন বন্দে মাতরম নিয়ে বিতর্ক করছি? কারণ শীঘ্রই বাংলার নির্বাচন আসছে। সরকার চায়, আমরা যেন অতীত নিয়েই মগ্ন থাকি, কারণ তারা বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে চায় না।' মঙ্গলবার রাজ্যসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে প্রিয়াঙ্কার অভিযোগ উড়িয়ে দেন শাহ।

প্রিয়াঙ্কার নাম না-করে তিনি বলেন, 'কয়েক জন মনে করেন, বাংলায় ভোট আসছে বলে বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আসলে তারা বন্দে মাতরমের গরিমাকে নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত করতে চায়।' একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংযোজন, 'এটা ঠিক যে, বন্দে মাতরমের স্রষ্টা বঙ্কিমবাবুর জন্ম হয়েছিল বাংলায়। কিন্তু বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে যখন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আত্মগোপন করে থাকতেন, তখন তাঁরা বলতেন বন্দে মাতরম। এমনকি এখনও যখন আমাদের সেনা সীমান্তে বা অন্যত্র দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তারক্ষায় জীবন বিসর্জন দেয়, তখন তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় বন্দে মাতরম।'

কংগ্রেসকে আক্রমণ করে শাহ দাবি করেন, তোষণের জন্য বন্দে মাতরমকে টুকরো না-করলে দেশ দু'টুকরো হত না। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও দাবি করেছিলেন, কংগ্রেস বন্দে মাতরম গানের একাংশ বাদ দিয়ে দিয়েছিল। মঙ্গলবার শাহ বলেন, 'কংগ্রেস যদি তোষণের জন্য বন্দে মাতরমকে ভাগ না-করত, তা হলে দেশটা দু'টুকরো হত না। প্রধানমন্ত্রীর মতোই শাহও জরুরি অবস্থার জন্য কংগ্রেসকে তোপ দাগেন। দাবি করেন, জওহরলাল নেহরু থেকে গান্ধি পরিবারের বর্তমান সকলে বন্দে মাতরমকে ধারাবাহিক ভাবে অপমান করে চলেছেন।

বৃহত্তম পেমেন্ট সিস্টেম ইউপিআই: আইএমএফ

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: ডিজিটাল পেমেন্টের দুনিয়ায় গোটা বিশ্বে সাড়া ফেলে দিয়েছে 'ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস' । ভারতের তৈরি অভিনব এই প্রযুক্তি এই মুহূর্তে ব্যবহার করছে পৃথিবীর বহু দেশ। এহেন ইউপিআই-কে এবার স্বীকৃতি দিল 'ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড'। আন্তর্জাতিক এই সংস্থা স্বীকার করে নিয়েছে বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রিয়েল টাইম পেমেন্ট সিস্টেম হল ভারতের ইউপিআই। সোমবার সংসদে এই তথ্য প্রকাশ করে খোদ কেন্দ্রীয় সরকার।

কেন্দ্রীয় অর্থপ্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী সোমবার লোকসভায় বলেন, আইএমএফের রিপোর্ট অনুযায়ী এই মুহূর্তে ইউপিআই বিশ্বে সবচেয়ে বেশি রিয়েল-টাইম লেনদেনকারী সিস্টেম। জুন ২০২৫ সালের রিপোর্টের ভিত্তিতে এই স্বীকৃতি দিয়েছে আইএমএফ। এর পাশাপাশি এসিআই ওয়ার্ল্ডওয়াইড-এর ২০২৪ সালের রিপোর্টে ১২৯.৩ বিলিয়ন লেনদেন এবং ৪৯ শতাংশ বৈশ্বিক বাজার শেয়ারের সাথে ইউপিআইকে বিশ্বব্যাপী শীর্ষে স্থান দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ব্রাজিল দ্বিতীয়, থাইল্যান্ড তৃতীয় এবং চিনকে রাখা হয়েছে চতুর্থ স্থানে। মন্ত্রী আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকার আরবিআই এবং এনসিপিআই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ডিজিটাল পেমেন্ট গ্রহণে সহায়তা করতে লাগাতার পদক্ষেপ করছে।

বিএলওদের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্য না-দেখলে নিদান দেবে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাব তলব করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এর আগে গত ৪ ডিসেম্বর বিএলও-দের উপর চাপ কমাতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ একাধিক নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্যকে। সুপ্রিম কোর্টে বিএলও প্রসঙ্গ উঠেছিল তামিল অভিনেতা বিজয়ের দল টিভিকের আবেদনে। তামিলনাড়ুর ওই দলের দাবি ছিল, এ পর্যন্ত ৩৫,৪০ জন বিএলও-র মৃত্যু হয়েছে। টিভিকের আইনজীবী শীর্ষ আদালতে দাবি করেন, এই মৃত্যুর দায় নিতে হবে রাজ্য সরকারকে। নির্বাচন কমিশনও পাল্টা দাবি করে, টিভিকের দাবি, 'সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।'

এর পরেই দুই বিচারপতির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, এসআইআরের কাজে যেখানে ১০ হাজার জন বিএলও-কে নিয়োগ করা হয়েছে, সেখানে আরও ৩০ হাজার জনকে নিয়োগ করা যেতেই পারে। তাতে চাপ কমতে পারে বিএলও-দের। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে বলে, কোনও বিএলও কাজ থেকে অব্যাহতি চাইলে, বিশেষত কেউ অসুস্থ হলে, তাঁকে ছুটি দেওয়া হোক। সেই বিএলও-র বদলে নতুন বিএলও নিয়োগ করা হোক। এই নির্দেশ শুধু তামিলনাড়ু নয়, সব রাজ্যের জন্যই প্রযোজ্য বলে জানায় সুপ্রিম কোর্ট।

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'অবশ্যই কমিশনকে পদক্ষেপ করতে হবে। না হলে অরাজকতা তৈরি হতে পারে। এর আগে আমরা বিএলও নিয়ে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম, তা সব রাজ্যের জন্যই প্রযোজ্য।' দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যায় পড়লে বিএলও-রা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) এবং জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে অভিযোগ জানাতে পারবেন। তাঁদেরকে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ওই বিষয়ে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত পদক্ষেপ করেন।

দুই বিচারপতির বেঞ্চের কথায়, নির্বাচন ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ কমিশনের অধীনে আসে না। এর পরেই বিচারপতি বাগচী জানতে চান, অন্য রাজ্যগুলিতে কী পরিস্থিতি? শুধু কি পশ্চিমবঙ্গেই বিএলও-রা হুমকির মুখে পড়ছেন? না কি অন্য রাজ্যেও একই সমস্যা হচ্ছে? বেঞ্চ আরও জানিয়েছে, কোনও রাজ্যের সরকার যদি বিএলও-দের নিরাপত্তা দিতে সহযোগিতা না করে, তা হলে তা সুপ্রিম কোর্টকে জানাতে হবে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে সেই মতো রাজ্যকে নির্দেশ দেবে শীর্ষ আদালত। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে। কমিশনের তরফে জানানো হয়, তারা শীঘ্রই রাজ্যকে চিঠি দেবে বিএলও-দের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে।

বুথ হবে না বহুতলের আবাসনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বহুতল আবাসনগুলিতে ভোটকেন্দ্র বুথ তৈরির সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে এল নির্বাচন কমিশন। এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আবাসনে বুথ তৈরির জন্য সোমবারের মধ্যে জেলাশাসকদের কাছ থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র দু'টি জেলা থেকে রিপোর্ট এসেছে। তাঁর কথায়, 'জেলাশাসকরা জানিয়েছেন যে রাজনৈতিক দল এবং আবাসনগুলির তরফে এ ব্যাপারে তেমন কোনও আগ্রহ দেখানো হচ্ছে না। তাই আবাসনে বুথ তৈরির পরিকল্পনা কার্যকর করা হচ্ছে না।'

বহুতলে বুথ তৈরিতে কমিশন সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হঠা নিয়ে রাজ্যের পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'শুধু সরকার বা প্রশাসন নয়, আবাসনের বাসিন্দারাই প্রথম আপত্তি তুলেছিলেন। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা, শান্তির পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার ভয়, সব মিলিয়ে বহু আবাসনেই নেতিবাচক সুর শোনা গিয়েছে। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আবাসন প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকেও উঠে এসেছে এই আপত্তি।'

ফিরহাদের কথায়, বহুতলে থাকা বহু ভাষা, জাতি ও ধর্মের মানুষেরাও এ বিষয়ে অসন্তোষ জানিয়েছেন। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দু'বার চিঠি লিখে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত বদলে যাওয়ায় ফিরহাদের মন্তব্য 'আবাসনের অনীহা, বহুমাত্রিক আপত্তি এবং মুখ্যমন্ত্রীর চিঠির পরই কমিশন বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত সংশোধন করেছে।'

এসআইআরে ভুয়ো নথিতে কঠোর শাস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর পর্বে ভুয়ো নথি জমা দিলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর প্রাসঙ্গিক ধারা উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনের তরফে মঙ্গলবার সতর্কবার্তাও জারি করা হয়েছে।

কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এসআইআর চলাকালীন যদি কেউ ভুয়ো নথি বা জাল পরিচয়পত্র জমা দেন, তা হলে তা গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৩৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, আদালতের নথি, সরকারি পরিচয়পত্র, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, জন্ম-মৃত্যু বা বিবাহের নথি কিংবা কোনও সরকারি কর্মীর জারি করা শংসাপত্র জাল করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সর্বোচ্চ সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানার মুখে পড়তে পারেন।

নির্বাচন কমিশনের কর্তাদের বক্তব্য, এসআইআর-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি করাই উদ্দেশ্য। সেই কারণেই নথি যাচাইয়ে কোনওরকম ছাড় দেওয়া হবে না। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ভুয়ো নথি জমা দিলে বা তথ্য গোপন করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্তরে নথি যাচাই প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়েছে। আধার ডেটাবেস, জন্ম-মৃত্যু নথি এবং অন্যান্য সরকারি রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়ে প্রতিটি আবেদন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলকারের নিয়মিত ফিটনেস পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করল পরিবহণ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে একের পর এক পুলকারের দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর নতুন করে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে। এবার থেকে পড়ুয়া পরিবহণে ব্যবহৃত বেসরকারি গাড়িগুলিকেও নিয়মিত ফিটনেস পরীক্ষার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতদিন মূলত হলুদ নম্বরের গাড়ির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম কার্যকর ছিল। পরিবহণ দপ্তর জানিয়েছে, পড়ুয়া পরিবহণে যুক্ত বেসরকারি গাড়িগুলির একটি ডাটাবেস তৈরি করা হবে। সেই তালিকার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফিটনেস পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। পাশাপাশি, যেসব গাড়ির মালিক চাইবেন, তাঁরা দ্রুত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাণিজ্যিক রেজিস্ট্রেশনে রূপান্তরের আবেদন করতে পারবেন। পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, দু'বছর আগেই স্কুল, পুলকার মালিক ও অভিভাবকদের জন্য নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু সব পক্ষ নিয়ম না মানার ফলেই এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। উলুবেড়িয়ার ঘটনাকে 'বেদনাদায়ক' বলে উল্লেখ করে তিনি জানান, ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, সে জন্য সব পক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসে এই সব সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উলুবেড়িয়ায় গত ২৪ নভেম্বরের দুর্ঘটনায় তিন পড়ুয়ার মৃত্যুর পর স্কুল বাস, পুলকার ও অভিভাবকদের দায়িত্ব ও ভূমিকা নিয়ে ফের প্রশ্ন ওঠে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে পুলকার সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসে এই দপ্তর।

পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার থেকে পড়ুয়া পরিবহণে ব্যবহৃত বেসরকারি গাড়িগুলিকেও নিয়মিত ফিটনেস পরীক্ষার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতদিন মূলত বাণিজ্যিক হলুদ নম্বরের গাড়ির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম কার্যকর ছিল। তবে বাস্তবে বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাদা নম্বরের গাড়িতে পড়ুয়াদের স্কুলে যাতায়াত করানো হয়, যেগুলির নিয়মিত ফিটনেস পরীক্ষা হয় না। বৈঠকে পরিবহণমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানান, গাড়ির নম্বর রং নয়, গাড়ির ফিটনেসই আসল বিষয়। তিনি জানান, ভবিষ্যতে যাতে এমন দুর্ঘটনা না ঘটে, সে জন্যই আবার সব স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিবহণ দপ্তর জানিয়েছে, পড়ুয়া পরিবহণে যুক্ত বেসরকারি গাড়িগুলির একটি ডাটাবেস তৈরি করা হবে। সেই তালিকার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফিটনেস পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। বৈঠকে পুলকার মালিকরা আর্থিক সমস্যার কথাও তোলেন। তাঁদের দাবি ছিল, স্কুলের বাইরে সময়ে অন্য কাজে গাড়ি ব্যবহারের অনুমতি দিলে ঋণের কিস্তি মেটানো সহজ হবে। পরিবহণমন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই সেই অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং তা বহাল থাকবে। অন্যদিকে, পরিবহণমন্ত্রী বলেন, সব পরিবার পুলকারের খরচ বহন করতে পারেন না। কেউ ব্যক্তিগত গাড়ি বা টোটো ব্যবহার করলেও, সেগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই সরকারের দায়িত্ব। শুধু বিকল্প বন্ধ করে দেওয়াই সমাধান নয়, সচেতনতা ও ফিটনেস পরীক্ষাই মূল লক্ষ্য।

পুলকার ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুদীপ দত্ত জানান, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা সাদা নম্বরের গাড়িতে পুলকার পরিষেবা দেওয়ার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনছিলেন। মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, গাড়ির কাগজপত্র ও অবস্থা; দুটোই খতিয়ে দেখা হবে। এই বৈঠকে পরিবহণ দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহন, ট্রাফিক পুলিশের আইজি সুকেশ কুমার জৈন সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।

১০৩ বছরের পার্বতীর স্বাধীনতার আগে জন্ম, আজও ভোটের অধিকার রক্ষায় অটল 'দেশমা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার রামরাজাতলা মোড়। রামচরণ শেঠ রোডের সরু গলি পেরোলেই দেখা মিলবে এক শতাধিক বছরের ইতিহাসের পার্বতী দাস। জন্ম ১২ অগস্ট ১৯২৩। অর্থাৎ ভারত তখনও ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে বন্দি। সেই সময়ের জন্ম নেওয়া এই প্রবীণা আজও ভোটার তালিকায় অটুট, সচল এবং নিজের অধিকার নিয়ে সমান সচেতন।

শিবপুর বিধানসভার ২২৭ নম্বর বুথ এলাকার বাসিন্দা পার্বতী দেবীর স্বামী বহু আগেই প্রয়াত। সংসারে ছেলে, বৌমা, আর কিছু আত্মীয়-স্বজনকে নিয়েই তাঁর দিনযাপন। বয়সের ভারে হাঁটাচলায় অসুবিধা, দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ। তবু কথায় স্পষ্টতা আছে, স্মৃতিতে নেই মেঘ।

মঙ্গলবার সকালে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যায় বিএলও দল। গলায় উত্তরীয়, হাতে ফুল;সম্মান জানিয়ে জমা ও আপলোড করা হয় তাঁর এনুমারেশন ফর্ম। এমন মুহূর্তে আবেগ চেপে রাখতে পারেননি পার্বতী দেবী। শান্ত গলায় বললেন, দেশের ভালো চাই বলেই ভোট দিই। যদি বাড়ি থেকে ভোট দেওয়ার সুবিধা হয়, আমায় আনন্দ দেবে। শরীর আগের মতো নেই, চোখ-পা দু'টোই দুর্বল হয়েছে। তবু মন তো একই আছে। বিএলও রূপা লাহিড়ি এই দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে যেন খুঁজে পেয়েছেন জীবন্ত ইতিহাস। তাঁর কথায়, জন্মসনদ দেখতে গিয়ে বুঝলাম;একশোর ওপর বয়স। আমরা সকলে ওঁকে চিনি, কিন্তু বয়স এতটা জানতাম না। ১৯২৩; সংখ্যাটা দেখেই বুঝলাম, ওঁই এই এলাকার বরিষ্ঠতম ভোটার। ২০০২-এর তালিকাতেও নাম আছে। মাথা এখনও তীক্ষ্ণ, দেশ নিয়ে ভাবনাই তা প্রমাণ করে।

ভোটের দিন বুথে পৌঁছতে পারবেন না; এ কথা জানেন পার্বতী দেবী। কিন্তু তাঁর একটাই ইচ্ছে; যেভাবে হোক, ভোট দেবেনই। কারণ তাঁর ভাষায়, দেশ বাঁচলে তবেই তো আমরা বাঁচব। এক শতকের পথ পেরিয়েও গণতন্ত্রের প্রতি এই নিষ্ঠা যেন বলে দেয়, দেশের ভবিষ্যত নির্ভর করে বয়সে নয়, বিশ্বাসে।

মনরেগা-র কোটি কোটি টাকার হিসেব মমতার হাতে লুকানো: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনরেগা তহবিল নিয়ে বক্তব্যের জবাবে কড়া আক্রমণ চালালেন। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যের জনগণের জন্য বরাদ্দ করা কেন্দ্রীয় তহবিলের হিসেব এখনও রাজ্য সরকার প্রকাশ করেনি, যা প্রকৃতপক্ষে ভুয়ো জবকার্ড ও দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ হয়েছে।

শুভেন্দু বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই দাবি করেন যে রাজ্যের টাকা দিয়েই সব কাজ সেরে ফেলবেন। অথচ বাস্তবে সেই কেন্দ্রীয় তহবিল ছাড়া আপনার সরকার কিছু করতে পারছে না। ২০১৪ থেকে ২০২২ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে ৫৪,৬০০ কোটি টাকারও বেশি মনরেগা তহবিল দিয়েছে। কিন্তু সেই অর্থের হিসেব আজও রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে দিতে পারেনি।

তিনি আরও বলেন, আগে যখন আধার-জবকার্ড সংযুক্তি শুরু হয়, তখন প্রায় ১ কোটি ভুয়ো জবকার্ড বাতিল হয়। বর্তমানে জবকার্ড হোল্ডারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৩। কেন্দ্রের নির্দেশে কেওয়াইসি প্রক্রিয়া চালু হলে দেখা যায় মাত্র ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬৯৫ জনের প্রমাণীকরণ সম্পন্ন, যা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন, মাত্র ৬২.৯ শতাংশ। সরকারি নথিতেই প্রমাণিত; রাজ্যের বিশাল সংখ্যক জবকার্ড ভুয়ো।

শুভেন্দু আরও উল্লেখ করেন, এই ভুয়ো জবকার্ডের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা অবৈধভাবে উত্তোলন হয়েছে। এমনকী কিছু অর্থ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছে। আপনার জনসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে বা নির্দেশিকাগুলোকে অমান্য করে কাগজ ছিঁড়ে ফেললে কিছু হবে না। বাস্তবতা হল, এই দুর্নীতিপূর্ণ হিসাবকেই কেন্দ্রের কাছে আপনাকে জমা দিতে হবে। তিনি সমালোচনামূলকভাবে বলেন, মঞ্চে যতই নাটক সাজান, জনগণ বুঝে গেছে; মমতার অসন্তোষের মূল কারণ একটাই আঙুর ফল টক!

এসআইআর প্রক্রিয়ার আরও কঠোর পর্যবেক্ষণ শুরু করল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আধার কর্তৃপক্ষ ও রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার থেকে পাওয়া মৃত ভোটারদের তথ্য বিশ্লেষণ করে নির্বাচন কমিশন এসআইআর প্রক্রিয়ার আরও কঠোর পর্যবেক্ষণ শুরু করেছে। ওই তালিকা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে পৌঁছে কমিশন তা বুথ লেভেল আধিকারিকদের মাধ্যমে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে। মৃত বলে চিহ্নিত প্রতিটি ভোটারের নামে কোনও এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করা হয়েছিল কি না, এবং সেই ফর্ম জমাও পড়েছে কি না তা ভালোভাবে খতিয়ে দেখা নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মৃত ভোটারের নামে ফর্ম জমা পড়ে থাকলে তা কীভাবে জমা পড়ল, কারা জড়িত; এসব নিয়েও আলাদা করে তদন্তের প্রস্তুতি নিয়েছে কমিশন।

কমিশন সূত্রে খবর, ২০০২ এর ভোটার তালিকার সঙ্গে মিল না পাওয়া ভোটারের সংখ্যাও আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে ২৯ লক্ষের বেশি হয়েছে। যাদের ঠিকানা, নথি বা পরিচয় তালিকাভুক্ত তথ্যের সঙ্গে মিলছে না, তাঁদের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন পাওয়া চূড়ান্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যেতে পারে এমন ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৭ লক্ষ ০১ হাজার ৫৪৮।

অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে প্রতিবাদী অবস্থান কলেজ স্কোয়ারে।

হাওড়ার রাস্তায় 'বিষধুলো'র দাপট! পরিস্থিতি সামলাতে কংক্রিট ব্লক বসানোর পথে কেএমডিএ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বর্ষার ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি হাওড়ার বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। কোথাও গভীর গর্ত, কোথাও ক্ষয়ে গেছে পুরো পিচের স্তর;আর সেই দুরবস্থাই এখন পরিণত হয়েছে দূষণের সবচেয়ে বড় উৎসে। প্রতিদিন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত ধুলোয় ঢেকে যাচ্ছে গোটা এলাকা, শ্বাসকষ্টে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সাম্প্রতিক সমীক্ষা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে রাস্তার এই বেহাল চেহারাই দূষণের বড় কারণ। রিপোর্ট সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন।

প্যাচ-ওয়ার্কের জোড়াতালিতে নয়, পুরো রাস্তাই নয়া করে বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ)। অধিকাংশ রাস্তায় বসানো হবে শক্তপোক্ত কংক্রিট ব্লক, আর যেখানে প্রয়োজন, সেখানে সীমিত অংশে করা হবে কংক্রিট ঢালাই। এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৬৪ কোটি টাকা। কেএমডিএ পরিষ্কার জানিয়েছে;নতুন বছরের শুরুতেই হাওড়ার রাস্তাগুলি ফিরে পাবে স্বাস্থ্যকর, ধুলোবিহীন, মসৃণ নতুন রূপ।

ইঞ্জিনিয়ারদের দাবি, দেবেন্দ্র গাঙ্গুলি রোড, ফোরশোর রোড, নৃসিংহ দত্ত রোড, বেনারস রোড, তাঁতিপাড়া রোড, কান্তপুকুর রোড, পঞ্চাননতলা রোড;এই সাতটি রাস্তার বিপজ্জনক অংশগুলিকে নতুন করে সাজানো জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রথম পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণ কংক্রিট ঢালাই। কিন্তু তাতে আশপাশের লেন ও উপরাস্তাগুলি নিচু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। বর্ষায় জল জমে তৈরি হত নতুন বিপদ। সঙ্গে রয়েছে ইউটিলিটি লাইন;বিদ্যুৎ, জল, ড্রেনেজের নেটওয়ার্ক;ছাপা ঢালাই রাস্তা ভাঙা মানেই বড়সড় দীর্ঘমেয়াদি জট।

এই সব কারণেই সিদ্ধান্ত বদল। বেশিরভাগ রাস্তা হবে কংক্রিট ব্লকে। সুবিধা হল;রাস্তা উঁচু হবে না, ধুলো কমবে, আর ভবিষ্যতে কোনোরকম মেরামতি বা পাইপ/কেবল বদলানোর কাজ হলে ব্লক খুলে নিয়ে আবার বসানো যাবে;ঢালাইয়ের মতো ভাঙচুরের প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

পাশাপাশি ছোট রাস্তাগুলির মেরামতিতে খরচ হচ্ছে আরও ২৫ কোটি টাকা। বড় রাস্তা শেষ করেই উপরাস্তাগুলিতে হাত দেবে কেএমডিএ।

এক আধিকারিক বললেন, এইবার আর পুরনো দিনের মতো প্যাচ-ওয়ার্ক হবে না। গোটা কাঠামোই নতুন করে দাঁড় করানো হচ্ছে। বর্ষার আগেই হাওড়ার বিপজ্জনক রাস্তাগুলি একেবারে ঝকঝকে হয়ে যাবে।

ফলাফল;দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমবে, যান চলাচল হবে মসৃণ, ধুলো কমায় বায়ুদূষণ নেমে আসবে উল্লেখযোগ্য ভাবে। শীতের কুয়াশা-দূষণ মিলে যে অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হয় প্রতি বছর, তা থেকেও মিলবে স্বস্তি। হাওড়ার রাস্তায় দীর্ঘদিনের দুরবস্থার পর অবশেষে 'স্থায়ী সমাধান'-এর পথে হাঁটল প্রশাসন;এটাই শহরের বাসিন্দাদের কাছে স্বস্তির বড় বার্তা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Name Change

I, **Giasuddin Purakait**, S/o- Akbar Ali Purakait, residing at Vill.- Mirzapur, P.O. & P.S.- Tarakeswar, Dist.- Hooghly, W.B. Pin-712410 declare that my actual name is **Giasuddin Purakait** & D.O.B.- 16.03.1976. That in my Passport (being no. N3677378, dt. 12.10.2015) my name has been recorded as **Giyasuddin Purakait**, D.O.B.- 27.03.1974 in place of **Giasuddin Purakait**, D.O.B.- 16.03.1976. That **Giasuddin Purakait** & **Giyasuddin Purakait** is the same and one identical person vide affidavit no. 15848, dt. 20.11.2025 sworn before in the Court of Ld. Executive Magistrate at Serampore Hooghly.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী মালা দাস, স্বামী শ্রী হীরেন্দ্র নাথ দাস, সাং- ১০, বোটানিক্যাল গার্ডেন লেন,পোঃ- বি.গার্ডেন, থানা-এ.জে.সি বোস বি.গার্ডেন সাবেক শিবপুর, জেলা হাওড়া,পিন-৭১১১০৩,মহাশয়ার একমাত্র বড় ভগ্নি,গীতা রায়,স্বামী মৃত মতিলাল রায় সাং-১৬৫, পূর্ব সিঁথি রোড,দক্ষিন দমদম, দক্ষিন ২৪ পরগনা,-৭০০০৩০, গত ইংরাজী ১৮/০১/২০২৩ তারিখে নিঃসন্তান অবস্থায় তাহার একমাত্র ভগ্নী শ্রীমতী মালা দাসকে অর্থাৎ আমাকে তাঁহার একমাত্র ওয়ারিশ রাখিয়া পরলোক গমন করেন। আমি ছাড়া আমার বড় ভগ্নীর আর কোন ওয়ারিশ নাই। যদি এই বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বা কোন দাবিদার থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি জারী হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। শ্রী অনীক নন্দী,এ্যাডভোকেট, হাওড়া ক্রিমিনাল কোর্ট বার লাইব্রেরি, রুম নং ৩, হাওড়া সদর। ফোন নং - ৯৮০৪০৮৬২৯৮

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি আনন্দময় দে সরকার, পিতা - শান্তিপ্রকাশ দে সরকার, সুমিতা দে স্বামী - অশোক দে উভয়ে জে.এল. নং - ৩৭, মৌজা মন্ডলাই, হাল - ১০২২ কৃঃ খতিয়ানে ২৪৯৬ দাগে ৯.৫০ শতক সম্পত্তিতে গত ইং - ১৬/০৮/২৪ তারিখে HOOGHLY D.S.R-1 অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৭৩২১ নং আমমোক্তার বলে সেখ সিরাজুল হক মন্ডল কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। উক্ত সেখ সিরাজুল হক মন্ডল গত ইং - ০৬/০৩/২৫ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১১৯৫ নং দলিল মূলে লাল বানু স্বামী - জিয়াদ আলি কে বিক্রয় করেন। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ডএল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

আনন্দময় দে সরকার
পান্ডুয়া, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ক্রয় বিক্রয়

আমি পূজা সর্দার, পিতা- গোপীনাথ সর্দার, সাং সাধনপাড়া, পোঃ- বহিরগাছি, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা-নদীয়া, আমার নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া থানার ০৩ নং সাধনপাড়া মৌজায় দাগ নং ৬৭১, শ্রেণী আউশ, পরিমাণ ৩৫ শতক জমি সত্বর বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং এই মর্মে গত ইংরাজী ২০-১১-২০২৫ তারিখে এই পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম যদি কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ উক্ত জমিটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়েন। কিন্তু অদ্যাবধি কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ তাহা কিনিতে আসেন নাই, তাই আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় আমি আমার উক্ত জমিটি অন্য সম্প্রদায়ের কাছে বিক্রয় করিতে চাই। যদি প্রকৃত ক্রেতা আমার উক্ত জমিটি ক্রয় করিতে রাজী থাকেন তাহলে আমার উপরোক্ত ঠিকানায় বা ৯৮৮৩৭৫৫৯৮১ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল বিনোদ সেন পিতা- পূর্ন চন্দ্র সেন, জাতি-হিন্দু, সাং- সিউড়ী, টিকাপাড়া, পোঃ ও থানা- সিউড়ী, জেলা- বীরভূম, নিম্ন তপশীল উল্লেখিত সম্পত্তি I-10924/2023 আমমোক্তার নামা দলিল বলে গনেশ চন্দ্র গুঁড়াই পিতা-মৃত সুধাকৃষ্ণ গড়াই সাকিম- সিউড়ী বারুইপাড়া, পোঃ ও থানা- সিউড়ী, জেলা- বীরভূম D.S.R Suri, Birbhum আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি I 14523/2025 ও I-14524/2025 D.S.R Birbhum দলিল বলে ক্রয় করেন। আগামীদিনে আমার মক্কেল বিনোদ সেন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তিটি নাম পত্তন করিতে চাই। উক্ত বিষয়ে কারোও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সিউড়ী BL&LRO Suri-1 নং অফিসে যোগাযোগ করুন।

তপশীল পরিচিতি

জেলা- বীরভূম, থানা- সিউড়ী, ব্লক- সিউড়ী-১, মৌজা- সিউড়ী, জে.এল নং- ০৮, দাগ নং-২৫৫০, ২৫৫০/২৮৭৯, খতিয়ান নং-২, জমির মোট পরিমান- ৪.৭৮ ও ১ শতক

Subhasis Chatterjee , Advocate
Dist. Judges' Court , Birbhum
Reg. No.- WB/707 of 1994
Mob. 9382094209

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, সপ্তগ্রাম ত্রিশবিঘা নিবাসী **শ্রী বলরাম দাস** , পিতা- মৃত প্রভাস চন্দ্র দাস মহাশয় বিগত ইং ১৭/০১/২০২৩ তারিখে (A.D.S.R. CHINSURAH) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-৩৪২/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী যোগমায়া দাস** , স্বামী- শ্রী বলরাম দাস, সাকিম- সপ্তগ্রাম ত্রিশবিঘা, এ্যাডকোনগর মগরা, হুগলী, পিন – ৭১২১২১ , মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **তপশীল**– জেলা- হুগলী, থানা– মগরা , মৌজা – ত্রিশবিঘা, জে. এল. নং – ৫০, হাল এল.আর. ৯৯ নং খতিয়ানভুক্ত , আর.এস. ও হাল এল.আর ২৩ নং দাগে কলা বাগান জমির পরিমান ১৯ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত সম্পত্তিটি বিক্রয় করিবার ঘোষণা করিলে আদিসপ্তগ্রাম, নিবাসী **শ্রী শ্যামল দাস**, পিতা–মৃত প্রফুল্ল কুমার দাস মহাশয়াকে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ১৯ শতক সম্পত্তি মধ্যে ৫ কাঠা ১২ ছটাক সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হন, আমার মক্কেল (A.D.S.R. CHINSURAH) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১৪৪৯৫/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে **শ্যামল দাস** মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্যামল দাস**, উক্ত তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন বা নাম খারিজ করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলীর সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন- প্রথম আদালত, চুঁচুড়া সদর
২০২২ সালের ৩১৮ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা
মলয় কুমার দাস .... বাদী
(বনাম)
বাসুদেব মিস্ত্রী দীং .... বিবাদী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে- জেলা-হুগলীর অধীন মগরা থানার অন্তর্গত, নতুন গ্রামের বাসিন্দা অধুনা মৃত সৌরেন্দ্র মোহন দাসের পুত্র **শ্রী মলয় কুমার দাস**, জেলা-হুগলীর থানা-মগরা, মৌজা- কোলা, জে.এল. নং-২০, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৫২, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৪৬,শালি জমি পরিমান ২৭ শতক, সম্পত্তি লইয়া **শিবপদ গাইন**, পিতা- অখিল গাইন, সাং- নতুনগ্রাম, বাবুপাড়া, পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১৪৮ এবং **স্বপন কুমার ঘোষ**, পিতা ৺কালিপদ ঘোষ, সাং- নতুনগ্রাম, বাবুপাড়া, পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১৪৮ ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে জেলা-হুগলীর সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন প্রথম আদালত চুঁচুড়াতে - ২০২২ সালের ৩১৮ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। যদি ঐ মোকর্দ্দমায় আপনাদের কিছু বলিবার থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হুজুর আদালতে উপস্থিত হইয়া আপনাদের বক্তব্য বলিবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানী হইবে।

বাদীর পক্ষে নিযুক্তীয়
অয়ন দত্ত (উকিলবাবু)

আদালতের আদেশানুসারে
সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদার)
জেলা-হুগলীর সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন- প্রথম আদালত, চুঁচুড়া, ০৫.১২.২৫

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর লারনেড প্রথম সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিসান আদালত
দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং-৬২৯/২০২৫
শ্রী অম্বরীশ ব্যানার্জ্জী দীং ..... বাদীপক্ষ
বনাম
ডঃ আব্দুল কাইউম খান দীং ....বিবাদীপক্ষ

এতদ্বারা চুঁচুড়া থানা ও হুগলী- চুঁচুড়া পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের কাপাসডাঙ্গা মহল্ল্যার ও জে.এল. নং-১০, কাপাসডাঙ্গা মৌজার অন্তর্গত চকবাজার রোডস্থিত "রোজ ভিলা"র নিকটস্থ অধিবাসীবৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার ১নং বিবাদী **ডা: আব্দুল কাইউম খান** মহাশয় কর্তৃক নালিশী (সি) তপশীলে বর্ণিত এল.আর. ৩১৪৬ (আর.এস. ১৩৯৩), নং দাগে পরিমান ০.০১৪ একর, যাহা পথ হিসাবে রেকর্ডভুক্ত এবং যাহার উপর দিয়া আর.এস, ১৩৮১ নং দাগে ও এল.আর. ৩৪৩১ নং দাগে যাতায়াতের জন্য রাস্তা আছে মর্মে রেকর্ডভুক্ত, উক্ত দাগের পথটি এনক্রোচ করিতে সচেষ্ট হওয়ার বিরুদ্ধে এবং উক্ত পথের উত্তর সীমানা হইতে মিউনিসিপ্যালিটির আইন মোতাবেক ৪' ছাড় না দিয়া বেআইনী কনস্ট্রাকসান নির্মান করিবার বিরুদ্ধে অত্র মোকর্দ্দমার বাদীগণ স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের পক্ষে রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্যাপাসিটিতে অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, কাপাসডাঙ্গা মৌজার এল.আর. ৩১৪৬ দাগের পথ যাহা এল.আর. ৩১৪৩, ৩১৪৩/৩৪৩০ এবং ৩১৪৩/৩৪৩২ দাগের অধিবাসীবৃন্দগণ ব্যবহার করেন।

সুতরাং আপনাদের এইমর্মে জানানো যাইতেছে যে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে আপনারা স্বয়ং বা উকিলবাবু মারফৎ অত্র মোকদ্দমায় বাদী হিসাবে পক্ষভুক্ত হইয়া অত্র মোকর্দ্দমা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

বাদীগনের পক্ষে উকিলবাবু
শ্রী রঞ্জন পাল

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলীর লারনেড প্রথম সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিসান আদালত, 06.12.25

নোটিশ

জেলা, হুগলী
হুগলী জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ২৭ / ২০১৯ (প্রবেট)

শ্রীমতী মনিদীপা মুখার্জী (ঘোষ), স্বামী- সাগরময় ঘোষ, পিতা- স্বর্গীয় রবীন্দ্র নাথ মুখার্জী, মাতা- স্বর্গীয় দিপালী মুখার্জী, সাকিম- সি / ই ৩২, রবীন্দ্রনগর, পোঃ- বড়তলা, থানা- রবীন্দ্রনগর, কোলকাতা - ৭০০০১৮

..... **দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারীর স্বর্গীয় মাতা স্বর্গীয় **দিপালী মুখার্জী**, স্বামী-রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী তাহার জীবদ্দশায় তাহার কনিষ্ঠ কন্যা **শ্রীমতী মনিদীপা মুখার্জী (ঘোষ)** কে হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়া থানার অধীন জে.এল. নং-৭, মৌজা- কেওটা, আর.এস. খতিয়ান নং- ৭৫২, এল.আর. খতিয়ান নং- ১০০৪, আর.এস. দাগ নং- ৩২১৪, এল.আর, দাগ নং- ৮৭৪৫, শ্রেণী- বাস্তু, পরিমান- ০.১০২ একর যাহার উপর ৩৮ বৎসর পুরাতন দ্বিতল পাকা গৃহাদি সহ ফাঁকা জমি সম্পত্তি গত ইং ১৭/০৭/২০১৩ তারিখে একটি উইল করিয়া যান, যাহা নোটারিয়াল রেজিষ্ট্রী হয় ইং ৩০/০৭/২০১৩ তারিখে। উক্ত উইলটি প্রবেট লইবার জন্য এ্যাক্ট ৩৯ এর মোকর্দ্দমা দায়ের হইয়াছে যাহা হুগলী জেলা জজ বাহাদুর এর আদালতে বিচারাধীন আছে। এবিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপণ প্রকাশ হইবার দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে নতুবা মোকর্দ্দমাটি একতরফা নিস্পত্তি হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
সৌম্য মণ্ডল (এ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমি Rejaul Haque পিতা- Jiyarul Islam Mandal ঠিকানা গ্রাম- Beler Dhanyakuria পোঃ- Sikra Kulingram থানা- Matia জেলা- 24 Pgs. (N) আমার জন্ম শংসাপত্র (নং-3092 তারিখ -28/11/95) এ আমার নাম লেখা আছে Rejaul Haq এবং আমার Aadhaar কার্ড (নং- 810657066720), Voter ID কার্ড (নং-AMT0856872) এ আমার পিতার নাম ভুলবশত লেখা আছে Jiarul Mondal এছাড়া UCO Bank Passbook (A/C No- 26773211040163) এ লেখা আছে Jiarul Islam Mondal, এবং ডিজিটাল Ration কার্ড (নং -SPHH 42844548) Md Jiarul Hawk এবং আমার জন্ম শংসাপত্রে Ziarul Mondal 14/11/2025 তারিখে Judicial Magistrate 1st Class Basirhat Court Affidavit আমি Rejaul Haque ও Rejaul Haq এবং আমার পিতা Jiyarul Islam Mandal ও Jiarul Mondal, Jiarul Islam Mondal, Md Jiarul Hawk, Ziarul Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ই ডিসেম্বর, ২৩শে অগ্রহায়ণ, বুধবার। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী বুধ র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

আজ শহীদ প্রফুল্ল চাকী র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। বিশ্ব মানবাধিকার দিবস।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বুধবার

শুভেন্দুর তোপ

■ ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া জোরদার হতেই রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন বিতর্ক। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ; খসড়া তালিকা প্রকাশের আগে রাজ্য সরকার অস্বাভাবিক তৎপরতায় একাধিক জাতিগত সনদ বিতরণ শিবির চালু করেছে, যার উদ্দেশ্য অযোগ্য ব্যক্তিদের ভোটার পরিচয় টিকিয়ে রাখা। কান্দি উন্নয়ন ব্লকের বিডিওর জারি করা ৪ ডিসেম্বরের নির্দেশ (মেমো ২৯৭২(৬)) তুলে ধরে শুভেন্দুর দাবি, ব্লকের গ্রামপঞ্চায়েত অফিসে পরপর তিনদিনে যেসব শিবির বসানো হচ্ছে, তা কাগজে-কলমে 'তথ্যসংযোজন' হলেও বাস্তবে ভোটব্যাংক রক্ষার মরিয়া প্রয়াস। তার অভিযোগ, অনেক মানুষের নাম ২০০২ সালের নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকার সঙ্গে মিলছে না। ফলে বিশেষ পুনর্বীক্ষণে বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই নাকি আবেদন যাচাই না করেই এসসি, এসটি ও ওবিসি সনদ দ্রুততার সঙ্গে তুলে দেওয়া হচ্ছে। শুভেন্দুর বক্তব্য, এই পদক্ষেপ প্রকৃত প্রান্তিক সম্প্রদায়ের অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে। তাঁর অভিযোগ; রাজ্য সরকার ইতিপূর্বেও নানা ধর্মীয় ভিত্তিতে ওবিসি ক্যাটেগরিতে অযোগ্য ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছে, যা বহুবার আদালতে খারিজ হয়েছে। তিনি নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানিয়েছেন, ২৪ জুন ২০২৫,এর পর জারি হওয়া প্রতিটি জাতিগত সনদকে আলাদা করে তদন্তের আওতায় আনা হোক, এবং কেন্দ্রীয় স্বীকৃত জাতিগত তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হোক।

সমালোচনায় শমীক

■ বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের প্রসঙ্গে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্কের সুর তুললেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য আরও একবার তৃণমূল কংগ্রেসকে ঘিরে সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এনে দিয়েছে। প্রতিবাদী সুরে শমীক বলেন, ঈশ্বরকে ডাকুন, আল্লাহকে ডাকুন;কিন্তু কেউই সর্বশক্তিমান নন। ভারতে সর্বশক্তিমান একটাই; ভারতের সংবিধান। তাঁর অভিযোগ, যারা দিনের পর দিন সংবিধানকে নিজেদের অস্ত্র বলে দাবি করেন, তাঁদের এখন চোখ খুলে দেখা উচিত পশ্চিমবঙ্গে ঠিক কী চলছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে বিজেপি সভাপতির বক্তব্য, পাকিস্তানি এজেন্ডাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জমি করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তিনি আরও বলেন, হুমায়ুন কবীরকে একা দোষ দিয়ে লাভ নেই। কে হুমায়ুন কবীর? তিনি তৃণমূলের বিধায়ক। মুখ্যমন্ত্রীর অতীত সমস্ত বক্তব্য একসঙ্গে রাখলে স্পষ্ট হবে; হুমায়ুন কবীর যা, তৃণমূল কংগ্রেসও তাই। শমীক ভট্টাচার্যের মন্তব্যে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে সংবিধান অবমাননা ও বিভাজনের রাজনীতি চর্চার তীব্র অভিযোগ উঠে এসেছে।

বিশেষ নির্বাচন শিবির

■ দু'দিনের বিশেষ শিবিরে সোনাগাছির প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল নির্বাচন কমিশন। যৌনপল্লির সংকীর্ণ গলিতে জমে ওঠে নির্বাচন দপ্তরের অস্থায়ী ব্যবস্থা। যাঁদের কাছে ফর্ম নেই, যাঁরা নথিহীন, বা পুরনো তালিকায় নাম না থাকায় ফর্ম পূরণে অক্ষম;সবাইকে সরাসরি সহায়তার আওতায় আনা হচ্ছে। এদিন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল উপস্থিত থেকে জানান, সোনাগাছির প্রায় বারো হাজার ভোটারের বড় অংশ নিয়মিত প্রশাসনিক পরিষেবা পান না। তাই প্রশাসন তাঁদের কাছে পৌঁছবে এই নীতি নিয়েই উদ্যোগ। বাধ্যতামূলক ১২টি নথির কোনওটিই না থাকলেও প্রান্তিকতার ভিত্তিতে বিশেষ বিবেচনার ইঙ্গিত দেন তিনি। অনেক মহিলা সরাসরি আধিকারিকদের সামনে আসতে সংকোচ বোধ করছেন তাঁদের বাড়িতেও পৌঁছে যাবে কমিশনের দল। ইতিমধ্যেই প্রায় ৩,৬০০ জন ফর্ম নেননি; বিএলও-রা তাঁদের হাতে ফর্ম তুলে দিয়ে পূরণ করিয়ে সংগ্রহ করবে।

চাষির ছেলেকে মেডিক্যালে ভর্তিতে বাধা? সিস্টেমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চাষির ছেলের চিকিৎসক হতে বাধা, নেপথ্যে কোন অদৃশ্য হাত, এমনই প্রশ্ন এবার উঠল কলকাতা হাইকোর্টে। কারণ, সুদূর ইসলামপুর থেকে চিকিৎসক হতে চেয়ে কলকাতা এসেছিলেন যুবক। কিন্তু ভর্তির হাজারও জটিলতায় শেষে আবেদন ফর্মটি পূরণ করতে পারেননি নাহিদ আলম। এরপর জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত। গোটা ঘটনায় বিস্মিত হাইকোর্ট। মঙ্গলবার সেই মামলা ওঠে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'সিস্টেম চাইলেও কোন অদৃশ্য হাত বারবার দরিদ্রদের বিরুদ্ধে কাজ করছে। সিস্টেমের মধ্যে থাকা সেই লোকগুলোই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

নাহিদ আলম সুদূর গোয়ালপোখরের বাসিন্দা। এবছর 'নিট'-এ পরীক্ষা দিয়ে চিকিৎসক হিসেবে বজবজের জগন্নাথ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগ পান তিনি। রাজ্যের অনুমোদিত বেসরকারি কলেজেটিতে ভর্তির ও পড়াশোনার জন্য মোট ২৫ লক্ষ টাকা ধার্য ছিল। ফর্মে কলেজে টাকা জমা দেওয়ার কথা থাকায় বজবজে আসেন তিনি। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন টাকা জমা দিতে হবে এসএসকেএম-এ। এরপরই বজবজ থেকে কলকাতায় এসে ১০ লক্ষ টাকা জমা দিতেও আসেন। তখন জানতে পারেন কোনও চেক নেওয়া হবে না। শুধু ড্রাফটের মাধ্যমে পুরো ২৫ লক্ষ টাকাই দিতে হবে।

এককালীন ওই টাকা সঙ্গে সঙ্গে জোগাড় করতে না পারায় তাঁকে ভর্তি নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এরপরই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন নাহিদ। নাহিদের বাবা গোয়ালপোখরের চাষি। নিজের জমি আর বাড়ি বন্দক রেখে টাকা জোগাড় করার জন্য ব্যাংকের দারস্থ হন। সেখানে দু'দিন পর তাঁকে বাকি টাকা দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ তাতে সায় দেননি।

বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর পর্যবেক্ষণ, 'চাষির বাড়ির ছেলের স্বপ্ন এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। আগামী দিনে এই ছাত্র দেশের নামকরা চিকিৎসক হতে পারেন। সিস্টেমে সাহায্যের আশ্বাস থাকলেও কয়েকজনের জন্য সেটা সম্ভব হয় না।' বৃহস্পতিবারই এই মামলার রায় দেবেন বিচারপতি। তার মধ্যে ড্রাফটের কাগজপত্র সহ যাবতীয় নথি দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মামলাকারীকে।

ছুটির তালিকা প্রকাশ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের, গরমের ছুটি ৬ দিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী বছরের স্কুলের ছুটির তালিকা প্রকাশ করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। মঙ্গলবার পর্ষদের তরফে যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে যথারীতি মোট ৬৫ দিন ছুটি দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে ছুটি থাকবে মোট ১৭ দিন। আবার মে থেকে অগস্ট পর্যন্ত ১৫ দিন ছুটি থাকবে। আর ৩৩ দিন ছুটি থাকবে সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে। পুজোয় ছুটি থাকবে ২৫ দিন। তবে এর মধ্যে রবিবার ধরা হবে না। আর খাতায়কলমে গরমের ছুটি মাত্র ছ'দিন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে যা গরম পড়ছে, তা আগেভাগেই ছুটি পড়ে যায়। এবারও সেরকম হওয়ার আশঙ্কা আছে।

আর এখানেই প্রশ্ন তুলেছে শিক্ষক মহল। শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেছেন, গ্রীষ্মকালীন ছুটি কমিয়ে মাত্র ছ'দিন করে দেওয়া হয়েছে। এটা কি বাস্তবসম্মত? বাস্তবে অপরিকল্পিতভাবে হঠাৎ দেড় মাসের বেশি ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। তাই আমরা বারবার দাবি জানিয়ে আসছি, পূর্বের ৮৫টি ছুটি ফিরিয়ে দিলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট ছুটি ব্যবহার করতে পারবে। এতে পরিকল্পনা মতো পঠন-পাঠন চালানো ব্যাহত হয় না।' শুধু তাই নয়, আরও একটি বিষয় নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে শিক্ষক মহল। শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, চিরাচরিত পদ্ধতিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তালিকায় তিনটি দিন ছুটি। আর অথচ পালনীয় বলা হয়েছে। পালনীয় হলে ছুটি কাটা হবে কেন? বিদ্যালয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস, নেতাজি জয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস গুরুত্ব দিয়ে যদি পালনীয় হয়, তাহলে অসুবিধা কীসের? ছুটি না দিয়ে গুরুত্ব দিয়ে পালন করা হোক। আরও একটি বিষয় আছে, রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন ছুটি দেওয়া হয়েছে অথচ সেই দিনটি বিদ্যালয়ে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হত। কয়েক বছর হল গ্রীষ্মাবকাশ পড়ে যাওয়ায় তা পালিত হয় না। কিন্তু পর্ষদ তালিকায় কীভাবে সেই দিনটাকে ছুটি ঘোষণা করল? আপাতত ছুটির যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, গ্রীষ্মাবকাশে ১১ মে থেকে ২৬ মে এবং পুজোর ছুটি হিসেবে ১৫ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) থেকে ১২ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত ছুটি থাকবে।

পুরসভাকে সতর্কবার্তা মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৭ ডিসেম্বর বি.বি গাঙ্গুলি রোডের ১০৭ নম্বরের শতবর্ষী তিনতলা বাড়ির নিচতলার মেঝে ভেঙে পড়তেই আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। একজন বাসিন্দা অসুস্থ হয়ে পড়েন। যদিও পূর্ব, পশ্চিম মেট্রোর টানেল খনন বহু আগেই শেষ, তবু কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি প্রকৌশলীরা। দ্রুত পৌঁছে অস্থায়ী সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করেন তাঁরা। পরদিন, ৮ ডিসেম্বর, মেট্রোর বিশেষজ্ঞরা ভবনটি পরীক্ষা করে স্পষ্ট জানান; ক্ষয়ক্ষতির মূলে টানেল খনন নয়, দীর্ঘদিনের অবহেলা ও বয়সজনিত ভগ্নদশাই দায়ী। ফলে মেরামত বা ক্ষতিপূরণের দায় মেট্রোর নয়। যেহেতু সমস্ত ভূগর্ভস্থ কাজ সম্পন্ন এবং ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক, তাই ভবিষ্যতে কোনো কাঠামোগত বিপর্যয়ের দায়ও তাঁরা নেবে না বলে জানিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। মেট্রো কলকাতা পুর নিগমকে দ্রুত ভবনটি পরিদর্শন করে জরুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছে। বিপদের ক্ষীণ পূর্বাভাসে মেট্রোর তৎপরতা থাকলেও, পুরনো বাড়ির দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা এখন সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় প্রশাসন ও বাসিন্দাদের দায়িত্বেই বলে জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

খড়দার গঙ্গার ঘাট থেকে উদ্ধার ওষুধ ব্যবসায়ীর দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দা থানার অন্তর্গত গঙ্গার জেটি ঘাট থেকে সোমবার বিকেলে পুলিশ ওষুধ ব্যবসায়ীর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। তাঁর পকেট থেকে পাওয়া এটিম কার্ড ও ভিজিটিং কার্ডের সূত্র ধরে পুলিশ মৃতের পরিচয় জানতে পারে। পরে মৃতের দাদা তাঁর ভাইয়ের দেহ শনাক্ত করেন। মৃতের নাম সুব্রত অধিকারী (৫৪)। নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়া পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোষপাড়া রোডের পিনকল মোড় সন্নিহিত পিৎজা হাট আবাসনের চারতলার একটি ফ্ল্যাটে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে নিয়ে তিনি থাকতেন। যদিও তাঁর আদিবাড়ি জগদ্দল থানার ভাটপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের গোলঘর পার্ক সন্নিহিত নিউ কর্ড রোডে। সেখানেই নিজাম বাবা ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থার প্রোটিন পাউডার থেকে শুরু করে ভেটেনারি ইনজেকশন-সহ পশু চিকিৎসা সংক্রান্ত ওষুধপত্রের পাইকারি বিক্রেতা ছিলেন। গোলঘরের বাড়িতেই অফিস বানিয়ে জমিয়ে ব্যবসা করছিলেন ওষুধ ব্যবসায়ী সুব্রত অধিকারী। তাঁর অফিসে ৬০ থেকে ৭০ জন কর্মচারী কাজ করেন। মঙ্গলবার সকালে কাজে এসে তাঁরা মৃত্যুর ঘটনা জানতে পারেন। শান্ত ও মিশুকে স্বভাবের ওষুধ ব্যবসায়ীর মৃত্যুর ঘটনায় শোকাহত পড়শি থেকে কর্মচারীরা। তবে কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েই গিয়েছে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন ওই ওষুধ ব্যবসায়ী। এমনকী মোবাইল ফোন তিনি বাড়িতে রেখে গিয়েছিলেন। অনুমান করা হচ্ছে, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। দাম্পত্য কলহের জেরে নাকি ব্যবসা সংক্রান্ত কারণে ওই ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। যদিও মৃতের পরিবারের তরফে কেউ মুখ খুলতে চাননি। ওষুধ ব্যবসায়ীর মৃত্যু নিয়ে ভাটপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর মনোজ গুহ বলেন, খুব মর্মান্তিক ঘটনা। অল্প সময়ের মধ্যে পরিশ্রম করে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছিলেন সুব্রত। তাঁর অফিসে কর্মচারীর সংখ্যা অর্ধশতাধিক। মনোজ বাবু জানান, দু'তিনদিন ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। সোমবার বিকেলে খড়দা থানার অন্তর্গত গঙ্গার একটি ঘাট থেকে পুলিশ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। তাঁর পকেট থেকে পুলিশ এটিএম কার্ড ও ভিজিটিং কার্ড পায়। ওই ভিজিটিং কার্ডে থাকা মোবাইল নম্বর দেখে পুলিশ মৃতের পরিবারকে দেহ উদ্ধারের বিষয় জানায়। পুলিশ ওই ব্যবসায়ীর মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে।

গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে আমিষ খাবার বিক্রেতাকে মারধরের ঘটনায় এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্রিগেডে গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে এক খাবার বিক্রেতাকে মারধরের ঘটনায় গণপিটুনির অভিযোগ দায়ের আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মঙ্গলবার ময়দান থানায় এই সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেন আইনজীবী। প্রসঙ্গত, সনাতন সংস্কৃতি সংসদের তরফে রবিবার ব্রিগেডের ময়দানে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়। সেখানেই এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ঘটনার একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়। তাতে নজরে আসছে, অনুষ্ঠানের মাঝে আমিষ খাবার বিক্রির 'অপরাধে' বিক্রেতাকে ব্যাপক মারধর, কান ধরে ওঠবোস করানো হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর টিনের বাক্স থেকে সমস্ত খাবার ফেলে দেওয়া হয়। যদিও ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন'। তবে ভাইরাল ভিডিও দেখে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। এনিয়ে ফুঁসে উঠেছেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'আমিষ খাবার যাঁরা খান না, তাঁরা কিনবেন না। কিন্তু বিক্রেতাকে মারধর করবে কেন? ওঁরা ওখানে নানা জিনিস বিক্রি করে আয় করেন। এরকম করা যায় না। তীব্র নিন্দা করছি।'

ঘটনায় নাম না করে বিজেপি এবং আরএসএসকে একহাত নিয়ে সায়নের অভিযোগ, 'এরা উত্তরপ্রদেশের গণপিটুনির কালচার পশ্চিমবঙ্গে আনতে চাইছে।' ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ যাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেয় সেই আবেদনও জানান আইনজীবী।

ঘটনাটি ঠিক কী ঘটে? ভাইরাল ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, এক বিক্রেতা চিকেন প্যাটিস ভর্তি টিনের বাক্স নিয়ে রবিবার বিক্রি করছিলেন। সে সময় সেখানে আরএসএস ঘনিষ্ঠ সংগঠন আয়োজিত গীতাপাঠের আসর সবে শেষ হয়েছে। এমন সময়েই দেখা গেল, ওই চিকেন প্যাটিস বিক্রেতাকে ঘিরে ধরে মারধর করছেন কয়েকজন। তাঁদের কারও কপালে তিলক, কারও গলায় উত্তরীয়। ওই বিক্রেতাকে কান ঘরে ওঠবোস করানোও হয়। তাঁর প্যাটিস ভর্তি টিনের বাক্স থেকে সমস্ত খাবার ফেলে দেওয়া হয়। ভিডিও ভাইরাল হতেই নিন্দার ঝড় ওঠে। আর এরপরেই এদিন ময়দান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন জনৈক ওই আইনজীবী।

রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য 'অপমানিত'

মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিচিতি ও মহান ব্যক্তিত্বদের মর্যাদা নিয়ে ফের সরব বঙ্গ বিজেপি। দলের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ শাসনকালে বারবার এমন পদক্ষেপ হয়েছে, যা বাংলার ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক অহংকারকে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করেছে। বিজেপির বক্তব্য, বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আচরণে এক ধরনের অবহেলা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্যের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। দলের তালিকা অনুযায়ী, প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার মাটি বাংলার জল'-এর রূপান্তরিত সংস্করণ প্রচারে এনে সরকারের সিদ্ধান্ত মানুষের মধ্যে ক্ষোভ উসকে দিয়েছিল। বিরোধীদের প্রশ্ন; বাংলার আবেগে হাত দেওয়ার প্রয়োজন কিসের? দ্বিতীয়ত, সরকারি প্রচারমাধ্যম ও অনুষ্ঠানের পোস্টারে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি থেকে শুরু করে অন্যান্য ইতিহাসগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে। বিজেপির অভিযোগ, এটি আত্মপ্রচারের এক স্পষ্ট প্রচেষ্টা, যা প্রকৃত মহাপুরুষদের মর্যাদাকে খাটো করে।

তৃতীয় অভিযোগ, সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই প্রতীক; সিধু ও কানু সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য। বিজেপির দাবি, এই মন্তব্য বিদ্রোহের শহিদদের প্রতি অসম্মান।

চতুর্থত, স্কুলের পাঠ্যবইয়ে ক্ষুদিরাম বসকে 'সন্ত্রাসবাদী' ভাবধারায় তুলে ধরা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিজেপি। তাদের অভিযোগ, তরুণ বিপ্লবীর ত্যাগকে বিকৃত করে দেখানো হয়েছে।

পঞ্চমত, দল অভিযোগ তুলেছে যে এক রাজনৈতিক সভায় রামঠাকুরকে লক্ষ্য করে মুখ্যমন্ত্রী অশালীন ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা বাংলার ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করেছে।

ষষ্ঠত, তাদের দাবি, সরকার-অনুকূল সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ও শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজির মতো ব্যক্তিত্বদের গুরুত্ব বারবার উপেক্ষিত হয়েছে; ইতিহাসকে রাজনৈতিক সুবিধামতো সাজানো হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, এসব ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়;এগুলো 'পরিকল্পিত প্রবণতা', যা বাংলার ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের রাস্তায় চালিত করছে। দল দাবি করেছে, বাংলার যে ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথ থেকে ক্ষুদিরাম পর্যন্ত গড়ে তুলেছেন, তা বিকৃত করা হলে তা গোটা রাজ্যের স্বাভিমানেই আঘাত। এই অভিযোগে রাজনৈতিক মহল সরগরম হলেও শাসকদল এখনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রকে ভুলে গিয়েছে তৃণমূল

বাংলার সম্মান রক্ষা করছে বিজেপি: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসম্মান রক্ষায় তাদের 'উদাসীনতা' নিয়ে ফের ক্ষোভ উগরে দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস কী বোঝায়; তা আমজনতা আজ ভালো করেই বুঝে গিয়েছে। প্রচার আর নাটক ছাড়া তাদের আসলে কিছুই দেওয়ার নেই।

সুকান্তবাবুর দাবি, বাংলার গর্ব বঙ্কিমচন্দ্রকে রাজ্য সরকার চিরকালই অবহেলা করেছে। তিনি বলেন, ওড়িশার ভুবনেশ্বরে বিশাল-বিশাল বঙ্কিমচন্দ্রের কাটআউট চোখে পড়ে। অথচ বাংলায়; তাঁর নিজের জন্মভূমিতে একটাও দেখি না। এখানে শুধু মুখ্যমন্ত্রীর ছবি।

বিজেপি নেতার কটাক্ষ, বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করার নৈতিক অধিকার তৃণমূলের নেই, যে দল জাতির গৌরবকে ভুলে থাকে, তাঁরা আবার তাঁর নাম নেয় কোন মুখে? তিনি আরও যোগ করেন, দিল্লির রাজপথে রাজা জর্জের মূর্তির জায়গায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি স্থাপন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বঙ্গগৌরবকে সম্মান দিতে এগিয়ে এসেছে বিজেপি; তৃণমূল নয়। সুকান্ত মজুমদারের কথায়, যদি সত্যিই কেউ বাংলার সংস্কৃতি ও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহ্য বোঝে, তা হলে সে বুঝবে বিজেপির ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তুরে হাওয়ায় বাড়ছে ঠান্ডা, শীতের পরশ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তুরে হাওয়া অবাধে ঢুকছে পশ্চিবঙ্গে। ফলে শীতের পথে কোনও বাধা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে মঙ্গলবারও তাপমাত্রার পারদ স্বাভাবিকের চেয়ে নীচে রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। বেশ কয়েকটি জেলায় কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় কুয়াশা থাকতে পারে সকালের দিকে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী সাত দিনে নতুন করে তাপমাত্রায় খুব বড় কোনও পরিবর্তন হবে না। রাতের তাপমাত্রা মোটের উপর একই রকম থাকবে। সামান্য হেরফের হতে পারে দিনের তাপমাত্রায়। সর্বত্র শীতের আমেজ বজায় থাকবে।

বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্ব কলকাতার জলাজমি বুজিয়ে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। সম্প্রতি দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, নতুন কোনও বেআইনি নির্মাণে বিদ্যুৎ বা জলের সংযোগ দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি আদালতের নির্দেশ, ২০০৬ সালের জলাভূমি সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে। সঙ্গে আদালতের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, জলাভূমি এলাকার সংরক্ষিত জমির দাগ নম্বর ওয়েবসাইট ও সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হবে। এর পাশাপাশি নিষিদ্ধ জমির তালিকা পূর্ব কলকাতা জলাভূমি কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, সমগ্র তথ্য ইংরেজি ও আঞ্চলিক সংবাদপত্রে প্রকাশ বাধ্যতামূলক। এছাড়াও বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০০৬ সালের জলাভূমি সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী জলাভূমি এলাকায় কোনও ধরনের অবৈধ নির্মাণ আইনত দণ্ডনীয়। আদালতের নির্দেশে স্পষ্ট হয়েছে যে, কর্তৃপক্ষ এই আইনের আওতায় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, দাগ নম্বর প্রকাশের বাধ্যবাধকতা একপ্রকার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ। জমির দাগ নম্বর প্রকাশ করলে সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝতে পারবেন কোন জমিতে নির্মাণ নিষিদ্ধ। এতে জনসচেতনতা বাড়বে এবং ভবিষ্যতে আইনি জটিলতা এড়ানো সম্ভব হবে।

এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের পক্ষ থেকে অঙ্গদান ও দেহদানে উৎসাহিত করতে সচেতনতার পদযাত্রা।
ছবি: অদিতি সাহা

সম্পাদকীয়

একুশের আগেই লিভ ইন, নষ্ট হবে না তো সামাজিক ভারসাম্য?

সম্প্রতি রাজস্থান হাইকোর্টের একটি রায় নিয়ে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে। যা নিয়ে দ্বিধাবিভক্তরা সমাজবিদরা ।আইনগত দিক থেকে ওই রায় সঠিক ও যুক্তিযুক্ত মেনে নিয়েও তাঁরা বলছেন, এর সামাজিক দিকটাও ভাবা দরকার। এই প্রবণতা যদি বাড়তে থাকে তাহলে পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। ফলে অনেকেই এই রায় নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলছেন। এখন প্রশ্ন হল, কী রায় দিয়েছে রাজস্থান হাইকোর্ট সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক। এক মামলায় হাইকোর্ট বলেছে, বিয়ের জন্য আইন স্বীকৃত বয়সে না পৌঁছেও প্রাপ্তবয়স্ক দু'জন ব্যক্তি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে লিভ-ইন রিলেশন বা একত্রবাস সম্পর্কে থাকতে পারেন, এইরকম এক নির্দেশ দিয়েছে রাজস্থান হাইকোর্ট। আদালত বলেছে, কেবল বিয়ের বয়স হয়নি, এই যুক্তিকে খাঁড়া করে কোনও স্বাধীন নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করা যায় না। এই দেশে ২১ বছরের আগে পুরুষদের বিয়ে বৈধ নয়। তবে বিয়ের বয়সে পৌঁছোনোর আগেই তিনি চাইলে পছন্দের সঙ্গীর সঙ্গে একত্রবাস করতে পারবেন। বিচারপতি অনুপ ধন্দ রাজস্থানের কোটার বাসিন্দা ১৮ বছর বয়সী এক তরুণী এবং ১৯ বছর বয়সী এক তরুণের একত্রবাস সংক্রান্ত আবেদনের মামলায় এই রায় দেন। সরকারি আইনজীবী বিরোধিতা করে ছেলেটির বয়সের যুক্তি দেন। জবাবে তাঁর যুক্তি উড়িয়ে আদালত জানায়, সংবিধানের ২১ নং ধারা অনুসারে, প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে জীবনযাপন এবং বেঁচে থাকার অধিকার আছে। শুধুমাত্র বিয়ের আইনি বয়স হয়নি, এই যুক্তিতে একত্রবাসের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। ভারতীয় আইনে লিভ-ইন সম্পর্ক কোনও অপরাধ নয়। এই ধরনের সম্পর্কে থাকতে কোনও আইনি বাধাও নেই। ফলে ওই জুটির একত্রবাসে বাধা দেওয়ার কোনও কারণই নেই, সাফ জানিয়ে দিয়েছে আদালত। আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, প্রত্যেক মানুষের জীবন এবং স্বাধীনতা রক্ষার দায় রাষ্ট্রের। কোটার ওই তরুণ-তরুণী স্বেচ্ছায় একত্রে থাকতে শুরু করেছেন এবং একসঙ্গে থাকার অঙ্গীকার করেছেন ।তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আদালত শুধু আইনি দিকটিই দেখছে, এর উল্টো পিঠটা দেখেনি। এর ফল ভুগতে হতে পারে আগামীদিনে।

শব্দছক ৯

রবি দাস

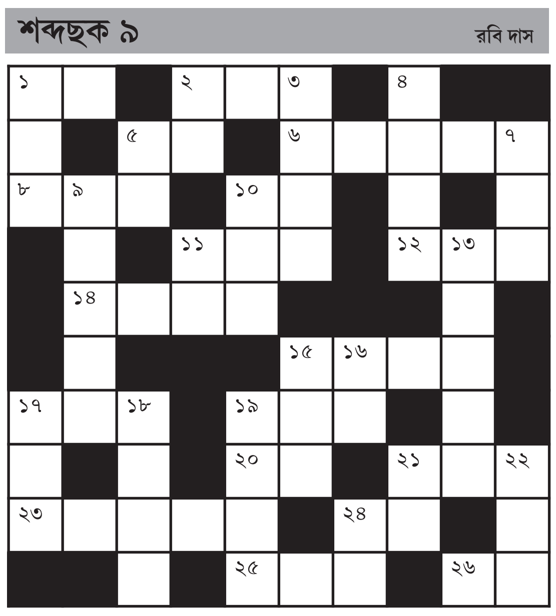

পাশাপাশি: ১. মূল্যবান ২. লেকে বাহাবি নৌকা ৫. নয়ন ৬. চড়মারা ৮. দৃষ্টি ১০. পক্ক ১১. অন্তরে চাওয়া ১২ . বালুময় ভূমি ১৪. শক্তি সমন্বিত ১৫. নাকে পরার গহনা ১৭. পুরুষ মানুষ ১৯. পিতৃ-মাতৃহীন মহিলা ২০. অরণ্য ২১. তরল ধাতু ২৩. পৃথিবীকেন্দ্রিক টান ২৪. মিত্র ২৫. বিদ্যুৎ ২৬. অল্প

ওপর-নিচ: ১. ঋণ ২. পাঞ্জাবী জাতি ৩. রাতে কম দেখা ৪. প্রেমের পথে চলা ৫. তস্কর ৭. বাদ্যযন্ত্র ৯. জনগণের ঢল ১০. নরাধম ১১. কর্দম ১৩. মনের অসুখ ১৫. বিভিন্ন ১৬. বক্তব্য ১৭. মাহাত্ম্য ১৮. আগুন নেভানোর যন্ত্রসাড়ি ১৯. আনত ২১. ডানা ২২. দশের স্থানে ২৪. অসাধু নয়

সমাধান ৮ — পাশাপাশি: ১. অবিচল ৪. রঙ্গরস ৬. বনবিবি ৮. ছিনাল ৯. সায় ১০. দামামা ১২. ভাড়া ১৪. ভারী ১৫. স্তাবক ১৭. গান ১৮. আকার ২১. কাছাকাছি ২২. কাকভোর ২৩. মহারণ

ওপর-নিচ : ২. বিবেচনা ৩. লবঙ্গ ৪. রবি ৫. রমরমা ৭. বিনয় ৮. ছিন্নমস্তা ৯. সাড়া ১১. মান্যবর ১২. ভাগ্নি ১৩. করী ১৪. ভান ১৬. বকবক ১৭. গামছা ১৯. কামচোর ২০ কাছিম ২১. কার

আজকের দিন

- ১৯০১ — সুইডেনের স্টকহোমে প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয় ।
- ১৯০৩ — মেরি এবং পিয়েরে কুরি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- ১৯৯২ — বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার ফলে ভারতে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।
- ২০১৪ — মালালা ইউসুফজাই সর্বকনিষ্ঠ নোবেল বিজয়ী হন।

জন্মদিন

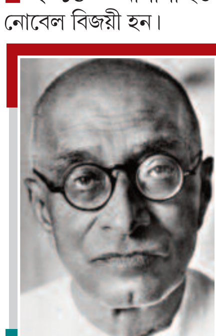

১৮৭৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সি রাজাগোপালাচারির জন্মদিন।

১৮৭০ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের জন্মদিন।

১৯৫২ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

সি রাজাগোপালাচারি

SIR, নির্বাচন বড় কঠিন

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

যেসব বি এল ও- অসুস্থ হচ্ছেন বা মানসিক চাপ আর নিতে সইতে পারছেন না বলে কেঁদে ভাসাচ্ছেন। তৃণমূল কংগ্রেস, রাজ্য সরকার তাদের জন্য দরবার করছে। কিন্তু যারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা আগে ঝটপট কাজ গুছিয়ে করছেন, কোই তাদেরতো রাজ্য সরকার বা তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রশংসিত করার তেমন আওয়াজ কানে আসছে না। তখনতো ওই কর্মনিষ্ঠ বি এল ও - কে মডেল হিসেবে দেখাচ্ছে না তৃণমূল। আধার অথরিটি উল্লেখ করছে মোট ৪৭ লক্ষ নাগরিক মৃত। এর মধ্যে ৩৪ লক্ষ মৃত আধার কার্ড এবং ১৩ লক্ষ মৃত আধার কার্ড বিহীনের নাম নির্বাচন কমিশনের সাথে যুক্ত। এই নাম গুলির কী পরিণতি চাইছে বর্তমান রাজ্য সরকার। অর্থাত নাম গুলো থাক। ভূতে ভোট দিক। ভূততো ঘাসফুসে লুকোচুরি খেলে। সেই সর্ষের (পড়ুন ঘাসফুল)মধ্যে ভূত ধরার কাজ শুরু হতেই আন্দোলন পর্ব শুরু। ভিড় হলেই যেমন ভোট হয়না। তেমনই সব ভিড়েই যথাযথ বৈধ ভোটারও থাকে না। যাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে ভারত সরকার, যারা ধর্মীয় উৎপীড়নে বাংলাদেশের থেকে এদেশে এসে সংশোধিত নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন সবাই কিন্তু এই নিবিড় সংশোধনে তালিকাভুক্ত হবেন। এটাও স্পষ্ট করেছেন নির্বাচন কমিশন।

বিরোধিতার একটা ছন্দ থাকে, তাল থাকে এবং অবশ্যই যুক্তি থাকে। সে যুক্তি যদি প্রস্তাবের সমর্থন বিপরীতেও যায়- তাওতো যুক্তি। এবং সেই যুক্তি আজ অথবা কাল মান্যতা পাবে আশা করা যায়। ধরুন, আমরা যারা ফাঁকিবাজ ছাত্রছাত্রী, হঠাত ঝাঁপিয়ে পড়লাম সিস্টেম বা প্রধান শিক্ষকের উপর। কেন পরীক্ষাতে কড়া গার্ড থাকবে। বা আমার মত অঙ্কে দুর্বল কেউ বোর্ডে আবেদন করল, পরীক্ষার অঙ্ক প্রশ্ন কমন চাই। সহজ চাই। আমার কঠিন উপপাদ্য সয় না। জটিল জ্যামিতিতে মাথা ঝিমঝিম করে। বা গ্রাজুয়েশনের আগে বলে বসলাম- পরীক্ষা একবছর পিছিয়ে দিতে হবে। দাবি গুলো যদি এইরকম হয়? কী মনে হবে? ঠাকুর ঘরে কে আমিতো কলা খাইনি। ফাঁকিবাজ ছাত্র পরীক্ষার আগে এমন পড়ার বহর ধরে, আচমকাই যদি কেউ দেখে- মনে হবে এমন বাধ্য, মনোযোগী ছেলে আর নেইই। স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এস আই আর) বা নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের যেই না শুরু অমনি নভেম্বরের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ইসলামপুর থেকে ১২ জন অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীকে আটক করল। ওইযে! পরীক্ষা আসন্ন এবার একটু কাজ না দেখালেই না। এই কাজটা যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সত্যি সত্যিই প্রথম থেকে করত, যদি সীমান্তের ওপারের অনুপ্রবেশ না দেখার ভান করে না থাকত, যদি কলকাতার কসবার বুকে জেহাদিদের মুক্তাঞ্চল গুলসন কলোনি এবং পশ্চিমবঙ্গের অনেক কোনে শাসকদলের মদতে এমন কলোনি, তাদের জন্য নকল ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরির দালাল চক্রের বাড়বাড়ন্ত না থাকত। তাহলে স্বাভাবিক নিয়মে যখন এস আই আর হচ্ছে তাতে বড়জোর প্রলম্বিত সময় অবস্থার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করাটা যুক্তি ধরত। কিন্তু, ওই যে! পরীক্ষার প্রশ্নপত্রটা মনমত না হলেই ছেলেপুলে অ্যালার্জি রিঅ্যাকশান দেখায়। তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থাটাও ঠিক তেমনই। এস আই আর- টাই যেন না হয় তারজন্য যা যা অপকৌশল মিথ্যাচার ভনিতা রাজনৈতিক হাওয়া গরম করা যায় সব প্রক্রিয়াই যথাযথ ভাবে চলেছে চলছে। কখনও ব্লক লেভেল অফিসারের উপর অতিরিক্ত কাজের চাপ, কখনও এস আই আর আতঙ্কেই নাগরিক মৃত্যু, যেদিকে যত মানুষের শারীরিক মানসিক অস্থিরতা অসুস্থতা বা বিপর্যয় সবকিছুই হচ্ছে এই আপদ এস আই আর - টার জন্য। এটাই হল তৃণমূলের ন্যারেটিভ। আরো আছে অভিযোগ, ভোট চুরির নতুন ফন্দি এই এই আই আর। সেকথা প্রায় অনেক রাজনৈতিক দলই বলে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার একটা বারও বলেনি- ভোটার তালিকাটা ঝারাই মোছাই দরকার, ভুঁয়ো ভোটার যদি বিজেপি বা বামফ্রন্টকে ভোট দেয়। মমতা ব্যানার্জিতো নিশ্চিন্ত ভাবে বলতেই পারতেন- আমি লক্ষ্মীর ভান্ডার দিই। শ্রী- যুক্ত পশ্চিমবঙ্গের কত ভাতা। আমার যা জনভিত্তি জনপ্রিয়তা তা কারোর সমান্তরাল না। ভুঁয়ো ভোটার, মৃত ভোটার, স্থানান্তরিত ভোটার গুলো আছে বলেই বিরোধিতা ভোট কারচুপি করে। একবার তালিকাটা সাফ হোক- সব বিরোধি ভোট কমবে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের আসল সব ভোটারের,২৯৪ টা আসনে আমিই মুখ আমিই প্রার্থী। উনি যে জনপ্রিয় তা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাহলে কিসের দুশ্চিন্তা! আমরা সাধারণ মানুষ ভেবেছিলাম, উনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবেন উল্টে এস আই আর- কে। কিন্তু যে হাস্যকর প্রতিক্রিয়াশীল হল তৃণমূল কংগ্রেস তা কিন্তু তাদের বিধানসভা ভিত্তিক জয়ের ভিত্তি কৌশলে প্রশ্নটা আরো জোরালো করল। ২৫ শে নভেম্বরের পরেই যখন পুলিশ বাংলাদেশী গ্রেফতার করল ঠিক সেই সময়েই নির্বাচন কমিশন বলছে- ৬.৫ লক্ষ মৃত , ৩.৫ লক্ষ ভুঁয়ো ভোটার আপাতত নিশ্চিত। যা বাদ যাচ্ছে ভোটার তালিকার থেকে। ওগুলো তাও ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের নিরীক্ষণ। সীমান্ত সংলগ্ন জেলা গুলিতে কড়া নজর চলেছে। প্রতিদিন হয় এখানে নয় ওখানে ভুঁয়ো পরিচয়পত্র, কখনও ঘর ছাড়া বেপাত্তা ওইযে ওরা, হাজার হাজার বুথ- যেখানে ২০০২ এর পর থেকে মৃত্যু নেই । ভাগ্যিস হল এই এস আই আর- যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার তারা সত্যিই দারুণ সব রসদ পাবে। একটা তথ্য পরিসংখ্যানে অদ্ভুত বৈপরীত্য! সেপ্টেম্বর মাসেই যখন রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া দফতরের রিপোর্ট প্রকাশ পেল, তাতে দেখি পশ্চিমবঙ্গের শহর জন্মহারে সব রাজ্যের চাইতে কম। এবং গ্রামের ক্ষেত্রেও জন্মহার বড় রাজ্য গুলির মধ্যে পঞ্চম সর্বনিম্ন। অথচ সেই মাসেই এস আই আর- যখন হচ্ছে তখনতো ভোটার গ্রোথ দেখলে চোখ কপালে উঠবে। ২০০২ এ শেষ তালিকা সংশোধন, এবং আজ যখন হচ্ছে তখন ৬৬ শতাংশ ভোটার সংখ্যার বৃদ্ধি। সীমান্তের ১০ টির মধ্যে ৯ টি জেলাতেই গ্রাফ যেন তরতর করে ছুটেছে। সীমান্তের ৯ টি জেলার ভোটার সংখ্যার বৃদ্ধিহারের পরিসংখ্যানে যে কোনো সংখ্যাতত্ত্ববিদ বলবেন- সর্বনাশ! এও আমার সিলেবাসের বাইরের অঙ্ক। উত্তর দিনাজপুরের বৃদ্ধি ১০৫.৪৯ শতাংশ, মালদা ৯৪.৫৮ শতাংশ, মুর্শিদাবাদ ৮৭.৬৫ শতাংশ , দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ৮৩.৩০ শতাংশ, কোচবিহার ৭৬.৫২ শতাংশ, উত্তর চব্বিশ পরগনা ৭২.১৮ শতাংশ, নদীয়া ৭১. ৪৬ শতাংশ, দক্ষিণ দিনাজপুর ৭০.৯৪ শতাংশ, বীরভূম ৭৩.৪৪ শতাংশ! বীরভূমের তথ্যটাও বেশ ভাবিয়ে তোলার মত। অসীমান্ত জেলা হওয়া সত্ত্বেও এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি অনেক সন্দেহের জন্ম দেয়। এই তথ্য ব্যাখ্যা করার জন্য এখনও পর্যন্ত কোনো সংখ্যা গবেষক এগিয়ে আসার সাহস করেননি। ভারতের কোনো রাজ্যে এই মাত্রার ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়নি। যেসব রাজ্যে জন্মহার তুলনামূলক ভাবে বেশী, যেমন উত্তরপ্রদেশ। সেখানে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩৯.১ শতাংশ। কর্ণাটকে যা ২৮.৭ শতাংশ। তামিলনাড়ুতে ১৮.৮ , বিহারে ৫০.৩ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে যা ৪৪.৮ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে সেখানে গড় বৃদ্ধিহার ৬৫.৮ শতাংশ! সংখ্যাতত্ত্ব বলছে পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধিহার থাকা উচিত ছিল ৪৮ শতাংশের আশেপাশে। এবার স্বাভাবিক বুদ্ধি যুক্তি কী বলে, এই তথ্য পরিসংখ্যানের পরেও নির্বাচন কমিশন চুপ করে বসে থাকবে! এর পরেও কি, বি এল ও- দের ঝড়েরবেগে কাজ করতে হবে না! বি এল ও- তৃণমূলের দ্বারা আতঙ্কিত, কেউ কেউ আজ্ঞাবাহী, আবার অনেকেই যথাযথ কর্মী। যেসব বি এল ও- অসুস্থ হচ্ছেন বা মানসিক চাপ আর নিতে সইতে পারছেন না বলে কেঁদে ভাসাচ্ছেন। তৃণমূল কংগ্রেস, রাজ্য সরকার তাদের জন্য দরবার করছে। কিন্তু যারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা আগে ঝটপট কাজ গুছিয়ে করছেন, কোই তাদেরতো রাজ্য সরকার বা তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রশংসিত করার তেমন আওয়াজ কানে আসছে না। তখনতো ওই কর্মনিষ্ঠ বি এল ও - কে মডেল হিসেবে দেখাচ্ছে না তৃণমূল।

আধার অথরিটি উল্লেখ করছে মোট ৪৭ লক্ষ নাগরিক মৃত। এর মধ্যে ৩৪ লক্ষ মৃত আধার কার্ড এবং ১৩ লক্ষ মৃত আধার কার্ড বিহীনের নাম নির্বাচন কমিশনের সাথে যুক্ত। এই নাম গুলির কী পরিণতি চাইছে বর্তমান রাজ্য সরকার। অর্থাত নাম গুলো থাক। ভূতে ভোট দিক। ভূততো ঘাসফুসে লুকোচুরি খেলে। সেই সর্ষের (পড়ুন ঘাসফুল) মধ্যে ভূত ধরার কাজ শুরু হতেই আন্দোলন পর্ব শুরু। ভিড় হলেই যেমন ভোট হয়না। তেমনই সব ভিড়েই যথাযথ বৈধ ভোটারও থাকে না।

যাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে ভারত সরকার, যারা ধর্মীয় উৎপীড়নে বাংলাদেশের থেকে এদেশে এসে সংশোধিত নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন সবাই কিন্তু এই নিবিড় সংশোধনে তালিকাভুক্ত হবেন। এটাও স্পষ্ট করেছেন নির্বাচন কমিশন। ভারত বাংলাদেশ স্থলসীমা চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর কত মানুষ ২০১৫ র ৩১ শে জুলাই রাতের থেকে এ রাজ্যের, ভারতের বাসিন্দা হন। দু দেশের মধ্যে ছিটমহল জট কাটে। ১৬২ টি ছিটমহল বিনিময় হয়। হলদিবাড়ি, দিনহাটা, চ্যাংড়াবান্ধা- এখনও পুনর্বাসিত কত পরিবার জীবনযুদ্ধ করছে। পানিশালা শিবির বা যেকোনো শিবিরে মানুষ অবশ্যই ভারতীয়। অভিযোগ অভাব দারিদ্র যন্ত্রনা আর্তি অপেক্ষা সব আছে তাদের। যদি প্রসঙ্গ ২০০২ ভোটার তালিকা হয়। তাহলে এটাই স্বস্তির উদাহরণ- এরা সবাই সরাসরি এই ভোটার সংশোধনে সংযুক্ত হবেন। নেইতো সবার হাতে সব কাগজপত্র। কে বাংলাদেশ ছেড়ে উদ্বিগ্নতায় প্রাণ ধর্ম মান বাঁচানোর আগে কাগজ বাঁচায় ! গোছায়! এরা ইচ্ছাকৃত ভাবে কাগজ হারায়নি। আর ওই যে ১২ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশী বা ওদের মত আরো শ'য়ে শ'য়ে যারা , তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে নকল কাগজ তৈরি করে। যারা ভারতে আশ্রয় নিল, আর যারা ভারতে অনুপ্রবেশের পর প্রশ্রয় নিল- উদ্দেশ্য চরিত্রে তারা একেবারেই বিপরীত। সেই নকল কাগজের মালিক অনেক তাই ভোটার তালিকার এমন অদ্ভুত বাড়বাড়ন্ত সীমান্তের জেলায়। তৃণমূল পরিচালিত সরকার ভীতি প্রদর্শন করছে বাংলাদেশের থেকে আসা শরণার্থীদের, যারা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই সবাই বৈধ ভারতীয়। অনুপ্রবেশীদের ধরা পড়ার ভয়ে পালাতে হচ্ছে বা গা ঢাকা দিয়ে অন্য পাড়ায় সাময়িক থাকবে। তৃণমূল আবারও ধর্মীয় উৎপীড়নে এদেশে আসা বাংলাদেশের সব অ- মুসলিম সংখ্যালঘু এবং ভারতের উপর উৎপীড়ন করতে আসা নকল কাগজধারী বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশীদের একাকার করছে। বিভ্রান্ত করলে আতঙ্ক তৈরির পথটা আরো মসৃণ হয়।

এস আই আর- একনজরে দেখি। দ্বিতীয় পর্ব, ৬ ই ডিসেম্বরের তথ্যানুযায়ী আনুমানিক ৫১ কোটি ভোটারের সাথে সংযুক্ত হয়েছে এই প্রক্রিয়া। ভারতব্যাপী মোট সংযুক্ত বিধানসভার সংখ্যা ১,৮৪৩ টি, জেলা ৩২১ টি, রাজ্য ১২ টি। গত ৩ রা ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৯৯ শতাংশ এনুমিরাশন ফর্ম বিতরণ হয়েছে এবং ৯৩ শতাংশের উপর ডিজিটালি নিবন্ধিত। নির্বাচন কমিশন মোট ৪,৭০০ টি সর্বদলীয় বৈঠক করে মোট ২৮,০০০ রাজনৈতিক প্রতিনিধি এখনও পর্যন্ত সংযুক্ত এই বৈঠক সমূহে। এস আই আর- একাই ভিলেন নাকি। ভোট ভিলেন সেই কবেই এসেছে। রিগিং, তারপর এল সায়েন্সেফিক রিগিং, তারপর শুরু হল ই ভি এম হ্যাকিং। এবার প্রসঙ্গ কংগ্রেস। কংগ্রেস বিহার নির্বাচন ধ্বসের পর আরো জোর দিয়ে বলছে - এস আই আর- টাই ভোট চুরি করেছে। ভোটের আগেই এই হাওয়া বইছিল। এখন তা অজুহাত ঝড়। প্রশ্ন একটাই, ২০০৫ এ বিহার কংগ্রেসের এমন শোচনীয় পরাজয়ের পিছনে কে চোর ছিল! সেদিনতো ভোট চোর ছিল না। ভোট শেয়ার নেমেছিল ৬ শতাংশে, তখনতো বিজেপির ষড়যন্ত্রের মিথ্যা দোষ দেওয়ার উপায়টাও ছিলনা। শুধু তাই না, পশ্চিমবঙ্গের থেকে ১৯৭৭, গুজরাত থেকে ১৯৯০, মহারাষ্ট্র থেকে ১৯৯৫, ওড়িশা থেকে ২০০০, দিল্লির থেকে ২০১৩ উত্তরপ্রদেশ থেকে ১৯৮৯, তামিলনাড়ুর থেকে ১৯৬৭ কংগ্রেসের মোটামুটি খেলা ভেসতে গেছে। তখন কে চুরি করত? প্রশ্ন অনেক। এই প্রশ্নপত্রের সব আনকমন। তাই পরীক্ষা আসতেই উত্তেজনা। এ ওর দিকে , ও তার দিকে মুখ দেখাদেখি করছে। পরীক্ষা ঘরে কড়া গার্ড, এবার নকল বার করবে কিভাবে। নকল কাগজ পরিচয়পত্রের লোকগুলোরও ওই নকল কাগজে পরীক্ষা হলে থাকার মত দশা। নড়া চড়ার উপায় নেই। এস আই আর (স্যার) নির্বাচন বড় কঠিন।

চর্চাবাসর ১৮

এসআইআর-বিতর্ক বিভিন্ন সময় আদালতে গিয়েছে। কেবল জনপ্রতিনিধি আইন নয়, সংবিধানেও (৩২৬ ধারা) এসআইআর-এর অনুমোদন রয়েছে।

— *কলমবীর*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পশ্চিম মেদিনীপুরেই বাদ পড়তে পারেন ২ লক্ষ ভোটার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শুধুমাত্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতেই প্রায় দু' লক্ষ ভোটারের নাম বাদ চলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জেলায় এ পর্যন্ত ৮৪ হাজার ৪২৬ জন মৃত ভোটারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। হদিশ মেলেনি ৪৪ হাজার ভোটারের। সব মিলিয়ে ২ লক্ষ ৪ হাজার ভোটারকে জন শুনানিতে ডাকতে চলেছে জেলা নির্বাচন অধিকরণ।

মঙ্গলবার থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ইভিএম মেশিন পরীক্ষার করে দেখার কাজ ফাস্ট লেবেল চেকিং (এফএলসি) শুরু হয়েছে। জেলা নির্বাচন অধিকারিক তথা জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা জানিয়েছেন, জেলায় এখনও পর্যন্ত মোট ৪৩৩৩ টি বুথ রয়েছে। এবার তা বাড়িয়ে ৫০২১টি করা হবে। মঙ্গলবার থেকে খড়গপুর মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে শুরু হয়েছে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট চেকিংয়ের কাজ। এরপর পর্যায়ক্রমে তা মেদিনীপুর জেলা কালেক্টরেট ও ঘাটাল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে হবে। চেকিংয়ের কাজ চলার সময় নির্বাচন কমিশনের পাঠানো একজন পর্যবেক্ষক থাকবেন। সঙ্গে থাকবেন ৮টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি।

জেলা শাসক জানান, এখনও পর্যন্ত এই জেলায় ৪৪ হাজার ভোটারের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। তার মধ্যে সবথেকে বেশি খ ড়গপুরে। এখানে হদিস পাওয়া যায়নি ২৫ হাজার ভোটারের। জেলায় মোট ২ লক্ষ ৪ হাজার ভোটারকে জন শুনানিতে ডাকা হবে। জেলায় রেকর্ড পরিমাণ অর্থাৎ ৮৪৪২৬ জন মৃত ভোটার পাওয়া গিয়েছে। এরমধ্যে সবথেকে বেশি মৃত ভোটার মেদিনীপুর বিধানসভা এলাকায়। এখানে মৃত ভোটার ১২০৫৭ জন। জেলায় যত জন বিএলও অসুস্থ হয়েছেন তাঁদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। কয়েকজন বিএলও খুবই ভালো কাজ করছেন বলে জেলাশাসক জানান।

নেতার শহিদ দিবসে অনুষ্ঠান ভাগ, বিজেপির কোন্দল ! কটাক্ষ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ২০১৮ সালের ৯ ডিসেম্বর কাঁকসার সরস্বতী গঞ্জে দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হন কাঁকসার রূপগঞ্জের বিজেপির বুথ সভাপতি সন্দীপ ঘোষ। অভিযোগ, ঘটনার সাত বছর পার হলেও এখনও বিচার পায়নি তাঁর পরিবার। এই অভিযোগ তুলে প্রতিবছরই প্রতিবাদে সরব হয় বিজেপি। তবে এই বছর দেখা যায় বিজেপির এইপক্ষ ওইপক্ষের রাজনীতি। রূপগঞ্জে সন্দীপ ঘোষের মূর্তিতে সাত সকালে মাল্যদান করেন বিজেপির কিষান মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ভগিরথ ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপির কর্মীরা। আর বেলা গড়াতেই আবার একই মূর্তিতে মাল্যদান করেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা, পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিজেপির নেতৃত্বরা। হঠাৎ করে বিজেপির দুই ভাগে শহীদ দিবস পালনকে ঘিরে শুরু হয়েছে চরম বিতর্ক। কিষাণ মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ভগিরথ ঘোষ বলেন, যেদিন এই ঘটনা ঘটেছিল সেই দিন তিনি সন্দীপের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁরা সকালে মাল্যদান করেন সন্দীপের মূর্তিতে। মূর্তি পরিষ্কার করেন তাঁরা।

অন্যদিকে পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এইসব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তারা ভাবেন না। তাঁদের একটাই লক্ষ্য, যারা খুন করেছে শেখ সইফুল, শেখ হিরণ মণ্ডল, জহিরুল মিদ্যা ওরফে কাংলা, তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে।

বিজেপির এই ভাগাভাগির রাজনীতিকে নিয়ে কটাক্ষ করে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'একজন কর্মীর শহীদ দিবস পালন হচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করে। এরই নাম বিজেপি। সকালে একবার পালন হচ্ছে, দুপুরে একবার পালন হচ্ছে, আবার রাতেও হয়তো পালন হবে। ২০২৬-এ বিজেপি বাংলা থেকে নির্মূল হয়ে যাবে।'

সংশোধনী

সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত), এর ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ সংশ্লিষ্ট এই সংবাদপত্রে ০৮.১২.২০২৫ তারিখে কিছু ভুল তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, ব্লক -এ, ব্লক - বি, ব্লক -সি এর ই-নিলামের তারিখ সংশোধিত এবং সঠিক হিসেবে নিম্নোক্ত মতে পড়তে হবে :

নিলামের তারিখ এবং সময় :	**ব্লক - এ তারিখ : ০৫.০১.২০২৬ পড়তে হবে** ০৭.০১.২০২৬ এর পরিবর্তে **ব্লক - বি তারিখ : ০৭.০১.২০২৬ পড়তে হবে** ০৮.০১.২০২৬ এর পরিবর্তে **ব্লক - সি তারিখ : ০৮.০১.২০২৬ পড়তে হবে** ০৯.০১.২০২৬ এর পরিবর্তে

অন্যান্য সকল বিবরণ অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

মনীশ জৈন, লিকুইডেটর
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
রুম নং : ৩০৩, ৪র্থ তল, ২বি গ্রান্ট লেন, বজরং ভবন,
লাল বাজার বাটা দোকানের নিকট, কলকাতা : ৭০০০১২, মোবাইল : ০৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১
ইমেল : ibc@sasamusasugar.com, ipcamanishjain@gmail.com
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৯.১২.২০২৫

মানকুণ্ডুতে অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকাকে মুখ বেঁধে লুঠপাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হাড়হিম করা ঘটনা। মহিলার মুখ বেঁধে চলে লুঠপাঠ। মানকুণ্ডুতে অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকার বাড়িতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব। সোমবার সন্ধেয় চন্দননগরের মানকুণ্ডু আশ্রমপাড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এখনও অবধি কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার সন্ধেয় রিষড়া বিদ্যাপীঠ গার্লস হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা বনানী ভট্টাচার্য (৭৫) বাড়িতে একাই ছিলেন। সেই সময়ে দুই দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢোকে। অভিযোগ, বনানীর মুখ চেপে ধরে দুষ্কৃতীরা, বেঁধে দেওয়া হয় হাত। গলা টিপে ধরতে গেলে, তিনি বলেন, 'যা আছে সব নিয়ে যাও, শুধু প্রাণে মেরো না।' এরপরেই মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে চলে লুঠপাঠ। হাতে পরা চুরি, হার ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

বনানীকে উদ্ধার করে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে আতঙ্ক কাটছে না তাঁর। বনানী বলেন, 'আমাকে প্রাণেই মেরে ফেলত। গলা টিপে ধরেছিল। ওদের মুখ ঢাকা ছিল, তাই বুঝতে পারিনি কারা।' পাশেই ভাড়া থাকেন তাঁর বোন জলি চট্টোপাধ্যায়। অন্য দিন দিদিকে দেখতে এলেও, সোমবার আসেননি। অনুষ্ঠান বাড়িতে গিয়েছিলেন। জলি বলেন, ২০১৯ সালে জামাইবাবু মারা যাওয়ার পর থেকে দিদির সঙ্গে এক পরিচারিকা থাকেন। পরিবার নিয়েই থাকেন তিনি। ঘটনার সময়ে তাঁরা কেউ বাড়িতে ছিলেন না।

সুলেখা গাইন নামে ওই পরিচারিকা জানান, ১০ বছর বয়স থেকে তিনি এখানে। বনানীকে মামি বলে ডাকেন। এখান থেকেই তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পরে অন্যত্র ভাড়া থাকতেন। আবারও কয়েক বছর হল পরিবার নিয়ে এখানে থাকছেন। ঘটনার সময়ে অন্য এক বাড়িতে কাজে গিয়েছিলেন তিনি। ফিরে এসে দেখেন এই ঘটনা। তিনি জানান, গয়না নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এক পড়শি চিৎকার শুনে ছুটে এসে দেখেন, বনানীর মুখ বাঁধা। রক্ত বেরচ্ছে। চন্দননগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ফিতে কেটে যাত্রা উৎসবের সূচনা বিধায়ক তাপসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: সোমবার উখ ড়া সার্কাস মাঠে উখড়া যাত্রা কমিটির পরিচালনায় সূচনা হলো দু'দিনের যাত্রা উৎসব। ফিতে কেটে মণ্ডপদ্বারের উন্মোচন করলেন রানিগঞ্জের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন উখড়া পঞ্চায়েতের প্রধান মিনা কোলে, উপপ্রধান শরণ সাইগল, জেলা পরিষদের সদস্যা কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, উখড়া পুলিশ আউট পোস্টের আইসি শিউলি মণ্ডল-সহ অন্যরা। কমিটির পক্ষ থেকে এদিন বিধায়কের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য দশ হাজার টাকা ডেমো চেক তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও দু'জন প্রতিবন্ধীকে ট্রাই সাইকেল ও হুইল চেয়ার উপহার দেওয়া হয়। উখড়া যাত্রা কমিটির সভাপতি অনুরণ লাল সিংহ হান্ডে বলেন, যাত্রা শিল্পের প্রচার ও প্রসারের জন্য কমিটির পক্ষ থেকে প্রতি বছর যাত্রা উৎসব আয়োজন করা হয়। সোম ও মঙ্গলবার দু'দিনে দুটি যাত্রা মঞ্চস্থ হবে বলে জানান তিনি।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ কুমার অরুণ প্রকাশ, ইমেল ঃ clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯১৩৬০৫২১০১

পরিশিষ্ট - IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৯.১২.২০২৫
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** সম্পত্তি নং ১ এবং **কার্যকরী দখলীকৃত** সম্পত্তি নং ২, **২৯.১২.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **১০৭,১৫,৮৮,৩৩০.০০ টাকা (একশ সাত কোটি পনের লাখ অষ্টআশি হাজার তিনশ তিরিশ টাকা) টাকা এবং ০৫.০৫.২০১৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, চার্জ, ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স রিফর্ম ফেরো কাস্ট লিমিটেড** রেজিস্টার্ড অফিস নউপালা, বাগনান - ২, হাওড়া - ৭১১৩০৩ **এবং জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী বসন্ত সাহা,** পিতা প্রয়াত কেশবজি সাহা, ২৬৪, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬ **(খ) শ্রী শক্তি অধিকারী** পিতা বিশ্বনাথ অধিকারী, ২৮/১, ডি রোড, বামনগাছি, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১১০৬ **(গ) শ্রীমতী স্বপ্না ঘোষ,** ২৬৪, বিবেকানন্দ রোড, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০০০৬ **(ঘ) শ্রী জিগনেশ শেঠিয়া** ৫, সুইং বিল্ডিং, মার্ভ রোড, মালাড (প), মুম্বই - ৪০০০৬৪ **(ঙ) ইউ কে সিমেন্ট প্রা. লি.** ৪৩, মতি সিল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৩ **(চ) মেসার্স সৈল্যান্ড ডেভলপার্স প্রা. লি.** ৪৩, মতিসিল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৩ কাছ থেকে।

ক্রম	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৫.৭২ একর এবং তদস্থিত ভবন, শেড এবং নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : বামুনারা, জেএল নং ৫৮, এলআর দাগ নং ১৮৫৮ থেকে ১৮৭৭, ১৮৮৫, ১৮৮৬, ১৮৯৭-১৯৪৬, ১৯৫১, ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫, ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪ থেকে ১৯৯৭, খতিয়ান নং ২৯৬৩, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, বামুনারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, পো : পানাগড় বাজার, থানা : কাঁকসা, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, (পূর্বতন বর্ধমান)। সম্পত্তি মেসার্স ইউকে সিমেন্ট প্রা লি এর নামে, ৪৩, মতিশীল স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০১৩, দলিল নং ১-৫২২৬-২০১০ এবং ১-৭২২৬-২০০৯। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** দুই পুকুর; **দক্ষিণে :** মেসার্স শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; **পূর্বে :** শ্রী ওয়ারিস পিয়া কোম্পানি এবং নভরাজ ইস্পাৎ প্রা লি. **পশ্চিমে :** ১৬ ফুট চওড়া কমপ্লেক্স রোড। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)।**	৭,৮৭,০০,০০০ টাকা (সাত কোটি সাতাশি লাখ টাকা)	৭৮,৭০,০০০ টাকা (আটাত্তর লাখ সত্তর হাজার টাকা)
		ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	
২	জমি অবস্থিত মৌজা : নওপালা, জেএল নং ২৫, বাগনান-২ পঞ্চায়েত সমিতি অধীন, গ্রাম এবং পো : নওপালা, থানা : বাগনান, জেলা : হাওড়া, সম্পত্তি বসন্ত সাহা এর নামে, দলিল নং : ১-২৯৬/২০০৬, প্লট এরিয়া - ৫৩৮.৬১ শতক। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি এর জমি; **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ এবং রিফর্ম ফেরো কাস্ট প্রা লি. এর প্লট; **পশ্চিমে :** বিশ ব্রিক ফিল্ড এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জমি; **পূর্বে :** ইরিগেশন রোড (বাঁধ)। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের কার্যকরী দখলীকৃত)।**	৭,৮৩,০০,০০০ টাকা (সাত কোটি তিরাশি লাখ টাকা)	৭৮,৩০,০০০ টাকা (আটাত্তর লাখ তিরিশ হাজার টাকা)
		ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https://www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ১০.১২.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএএমবি ২, কলকাতা

আবর্জনা ভর্তি লরিকে জরিমানা ট্র্যাফিক গার্ড-দুর্গাপুর নগরনিগমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের বিভিন্ন রাস্তার ওপর বাম্পারের কাছেই জমা হচ্ছে আবর্জনা। দুর্গাপুর নগর নিগম এর কাছে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুর্গাপুর নগর নিগম সূত্রে জানা যায় কিভাবে এত নোংরা আবর্জনা রাস্তার ওপর জমা হচ্ছে তা নিয়েই ধন্দে ছিল নগরনিগম। যার সত্যতা মঙ্গলবার প্রকাশ পেল কোকওভেন থানার পুলিশের সহায়তায়। দুর্গাপুরে রাস্তার মধ্যে ময়লা ফেলতে ফেলতে যাওয়ার সময় এক ময়লা বোঝায় ভারী গাড়িকে জরিমানা করল মুচিপাড়া ট্র্যাফিক গার্ড ও দুর্গাপুর পুরসভা। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকাবাসীরা এ নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন। এদিন ট্র্যাফিক গার্ডের পুলিশ গাড়িটিকে ধাওয়া করে দুর্গাপুর ব্যারেজের পচা খালের কাছে আটকায়। পরে মুচিপাড়া ট্র্যাফিক গার্ড, কোকওভেন থানার পুলিশ ও পুরসভার কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। গাড়িটির বিরুদ্ধে ট্র্যাফিক গার্ড ৫,৫০০ টাকা এবং পুরসভা ২,০০০ টাকা জরিমানা করে। জানা গিয়েছে, গাড়িটি বর্ধমান থেকে পুরুলিয়া হয়ে ওড়িশার দিকে যাচ্ছিল।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড জাতীয় সড়কে, পুড়ে ছাই কয়লাবোঝাই ডাম্পার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শীতের সকালেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই কয়লাবোঝাই ডাম্পার।

মঙ্গলবার ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ লাগে এই আগুন। জানা গিয়েছে, জামুড়িয়ার একটি লৌহ ইস্পাত কারখানায়, তপসি রেলওয়ে সাইডিং থেকে কয়লা বোঝায় করে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ির সামনের, চাকার স্প্রিং ভেঙ্গে যায়, আর তারপরই মুহূর্তে শর্ট-শার্কিটের জেরে আগুন লেগে যায় ডাম্পারের কেবিনে। এই ঘটনায় গাড়ির চালক কোনওক্রমে গাড়ির থেকে নেমে গিয়ে রক্ষা পেলেও গাড়ির কেবিন পুড়ে ছাই হয়ে যায় মুহূর্তে। জাতীয় সড়কের ওপর ঘটা এই ঘটনা, স্থানীয়রা প্রত্যক্ষ করে জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দিলে, দ্রুত কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। খবর দেওয়া হয় রানিগঞ্জের দমকল বিভাগকে। খবর দেওয়ার পরই দমকলের একটি ইঞ্জিন, দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। যদিও তার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় ওই ডাম্পারের কেবিন। তবে দমকল বিভাগ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পরিস্থিতির স্বাভাবিক হয় দ্রুত। ওই ডাম্পারের পেছনে থাকা বিশাল পরিমাণ

কয়লার স্তুপ, আগুন লাগা থেকে রক্ষা পায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধসল মোড়ের কাছে জাতীয় সড়ক থেকে একটু দূরে ঘটে এই ঘটনা। এদিনের এই ঘটনার প্রেক্ষিতে জাতীয় সড়কের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়ে সমস্ত যানবাহন, পরে কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

দুর্গাপুর উৎসবের পাস ব্ল্যাকে অভিযুক্ত দুই স্বেচ্ছাসেবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর উৎসবে পাস,কান্ড! দুই স্বেচ্ছাসেবকের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত দামে পাস বিক্রির অভিযোগ। দুর্গাপুর উৎসবের চতুর্থ দিনে সোমবার রাতে রাজীব গান্ধী মেলা ময়দানে দুই স্বেচ্ছাসেবকের বিরুদ্ধে চড়া দামে পাস বিক্রির অভিযোগ উঠতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। জেরার মুখে দোষীরা দোষ স্বীকার করেছেন বলেই জানান কমিটির সদস্য ইন্দ্রনীল ঘোষ। অভিযোগ, তারা VVIP পাস ১,৫০০ টাকা, VIP পাস ১,০০০ টাকা এবং সাধারণ পাস ৫০০ টাকায় বিক্রি করছিলেন।

পরিকাঠামোর অভাবে পর্যটক কমার দাবি মাইথনের নৌকোচালকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শীতের মরশুমে পর্যটকদের জন্য অন্যতম ডেস্টিনেশন পশ্চিম বর্ধমানের মাইথন। মাইথন জলাধারে এক প্রান্তে ঝাড়খন্ড অপর প্রান্ত পশ্চিম বর্ধমানের সালানপুরের অন্তর্গত। ডিসেম্বরে মাঝামাঝি সময় থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত স্থানীয় মানুষজন ছাড়াও অন্য জেলা এমনকি ভিন রাজ্যের বহু মানুষ এই পর্যটন কেন্দ্রে আসেন। মাইথনের জলাধার সংলগ্ন সিধাবাড়ি, বাথানবাড়ি এইসব এলাকায় বহু পর্যটক চড়ুইভাতি সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণের জন্য আসেন। এখানে পর্যটকদের মুখ্য আকর্ষণ নৌকো করে জলবিহার। মাঝখানে আনন্দ দ্বীপ এবং সবুজ দ্বীপ নামে দু'খানা দ্বীপ আছে। এই দ্বীপগুলিতে যাওয়ার জন্য একমাত্র ভরসা নৌকো। এইখানে প্রায় ৯০টির কাছাকাছি নৌকো আছে। আর এই

নৌকোর মালিক ও কর্মীরা শীতকালের, ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে অর্থ উপার্জনের জন্য আশায় বুক বেঁধে থাকেন। ইতিমধ্যে পর্যটকদের মনোরঞ্জন করার জন্য নৌকোর মেরামতি শুরু করে দিয়েছেন। এমনকি পর্যটকদের জন্য এই নৌকোগুলিকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে।

কিন্তু তাদের আফসোস পরিকাঠামোর দিকে সরকার বা স্থানীয় প্রশাসন নজর না-দেওয়ায় দিন দিন পর্যটকের সংখ্যা কমছে। নৌকোচালক নজরুল আনসারি, নৌকোর মালিক আনন্দ মারান্ডি বলেন, মাইথনের এক প্রান্ত সৌন্দর্যায়ন করা হলেও সিধাবাড়ি ও বাথানবাড়ি যেখানে আগে বহুসংখ্যক পর্যটক আসত কিন্তু এই এলাকায় আসার মত রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে। এর সঙ্গে শৌচালয়ের অভাব এবং বিদ্যুতের কোন ব্যবস্থা নেই। শুধু তাই নয়, স্থানীয় প্রশাসন টোল ট্যাক্স আদায় করায় অনেক পর্যটক এইসব এলাকায় আসছে না এবং পর্যটকদের মূল আকর্ষণ যে দু'টি দ্বীপ, একটা হল আনন্দদ্বীপ অপরটি সবুজ দ্বীপ এই দ্বীপগুলোতে কোনও সুস্থ পরিকাঠামোও নেই, তাই নৌকো করে ওই দ্বীপে যাওয়ার আগ্রহ কমাচ্ছেন পর্যটকরা।

তাঁদের বক্তব্য, শীতের এই দু'টি মাসে তাঁদের সারা বছরের অধিকাংশ রুজি-রুটি জোগাড় করতে হয়। কিন্তু পরিকাঠামো উন্নতি না-হলে দিন দিন তাঁদের আয়ের সংস্থা কমে আসছে।

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.
GIC HOUSING FINANCE LTD.

রেজি. অফিস - ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
(কলকাতা শাখা) - ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বি বি ডি বাগ, রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, পিন - ৭০০০০১ মেল আইডি : kolkata@gichfindia.com
টেলিফোন নং ৯০০৭৯ ৫০৯১৮/৯৮৮৩০১৪০৮৩/৯৬৯৪০১৯৫০০ অনুমোদিত অফিসার : সুভাষ মান্না

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি. (জিআইসিএইচএফএল) এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত তারিখে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীন নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন। যেহেতু ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৪ ধারা এবং ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতার নাম/ লোন ফাইল নং	সম্পত্তির ঠিকানা/সম্পত্তির এরিয়া (সুপার বিল্ট আপ বর্গফুট)	দাবি নোটিশ ইস্যুর তারিখ	স্বত্ব দখলের তারিখ	মোট বকেয়া পরিমাণ (পিওএস, সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ) (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	আশিস চক্রবর্তী এবং সুনন্দা চক্রবর্তী, Wb0070610002046 (কলকাতা শাখা অফিস)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট সমুদয় ৩য়তল পরিমাপ ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত মৌজা : বেহালা, পরগনা : বালিয়া, জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, অংশ আরএস দাগ নং ৬৩৯৪, খতিয়ান নং ১০৮৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং ১৯৫৩, জয়রামপুর জলা রোড, থানা : পর্ণশ্রী, পিন : ৭০০০৬০,ওয়ার্ড নং ১২৯, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি : উত্তরে বহুতল ভবনের কার গ্যারাজ; দক্ষিণে : সম্পত্তিতে যাওয়ার জন্য রাস্তা; পূর্বে : সত্যরঞ্জন রায়ের ভবন; পশ্চিমে : অন্যান্য বসবাসের সম্পত্তি।	২০.০৭.২০২২	১২.১১.২০২৫	২৩,৭৭,৯৮৪/- ০৯.১২.২০২৫ অনুযায়ী	২২,৬৮,০০০/-

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়- ১২.০১.২০২৬ ওয়েব-পোর্টাল (https://www.bankauctions.in) এ বিকাল ৩.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত। প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে টেন্ডার/সিল করা বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হয় অনলাইন মোডের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত জিআইসিএইচএফ অফিসে ০৯.০১.২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০ টার আগে।
উপরে উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তির ই-অকশন বিক্রয়ের জন্য এই পাবলিক নোটিশের পাশাপাশি (সারফায়েসি, আইন ২০০২ এবং এর অধীনে বিধিগুলির শর্তাবলীতে) জিআইসিএইচএফএল **''যেখানে যেমন আছে'' এবং ''যেমন আছে তেমন আছে''** ভিত্তিতে - উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি কেনার জন্য অনলাইন মোডে অথবা সিল করা কভারে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।
নিলামে বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ
১. ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে' রিকোর্স ব্যতীত এবং 'অনলাইনে'** পরিচালিত হবে। ই-অকশন জিআইসিএইচএফ অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ''মেসার্স.৪ ক্লোজার'' এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ।
২. ইচ্ছুক দরদাতাদের পোর্টাল https://bankauctions.in এ তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে/ এবং তাদের ব্যবহারকারী-আইডি এবং পাসওয়ার্ড বিনামূল্যে পাবে। সম্ভাব্য দরদাতা হতে পারে পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স.৪ ক্লোজার থেকে ই-অকশনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারে ৬০৫এ, ৭ম তল মৈত্রীভানম, আমিরপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩৮, তেলিঙ্গানা, অফিস ল্যান্ড লাইন নং- ০৪০-২৩৭৩৬৪০৫; ব্যাকএন্ড টিম- ৮১৪২০০০০৬৪/৬৬, শ্রী প্রকাশ, prakash@bankauctions.in যোগাযোগ বিস্তারিত : ৯৬৯৪০১৯৫০০/৯০০৭৯৫০৯১৮/৯৮৮৩০১৪০৮৩।
৩. ই-অকশন বিক্রয় সারফেইসি অ্যাক্ট/রুল ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এখানে/ওয়েবসাইটের অধীনে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে অফার/বিড নথির শর্তাবলী ইচ্ছুক/অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের জমা দিতে হবে।
৪. অনলাইন ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক দরদাতার নিজস্ব ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে।
৫. ইচ্ছুক দরদাতা জিআইসিএইচএফ-এর অনুমোদিত অফিসারের কাছে একজন যোগ্য দরপত্রদাতা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করলে, নথি জমা দিয়ে ই-অকশন বিডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য তার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে। ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তার লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা দরপত্রদাতার/অনলাইন দরদাতার নিজস্ব দায়িত্ব।
৬. উপরোক্ত সম্পত্তিটি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৭. ইচ্ছুক দরদাতাদের উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ মূল্যের ১০ শতাংশ বায়না জমা (ইএমডি) দিতে হবে, ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি এর মাধ্যমে জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে। ব্যাঙ্কের বিশদ নিম্নরূপ- ব্যাঙ্কের নাম- ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এ/সি নং- ০০৫১১১০১০০০০০৩৯-এ/সি নাম- জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি. ই-অকশন কালেকশন, শাখার নাম- এলসিবি, ফোর্ট ঠিকানা : ইউবিআই, ২৩৯ ব্যাকবে রিক্লেমেশিও নরিম্যান পয়েন্ট মুম্বই মহারাষ্ট্র পিনকোড ৪০০০২১ আইএফএসসি কোড : UBIN0800511।
৮. উল্লিখিত ডিপোজিট/গুলি সফল দরদাতাদের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে, অন্যথায় ফেরত দেওয়া হবে। উল্লিখিত বায়না অর্থ জমা/গুলি কোনো সুদ বহন করবে না।
৯. উপরোক্ত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সহ অফার/গুলি পোর্টাল https://bankauctions.in/ এর মাধ্যমে ''অনলাইনে'' জমা দেওয়া যেতে পারে এবং ইএমডি এবং প্যান কার্ড এবং ঠিকানার প্রমাণ সহ কেওয়াইসি নথির স্ক্যান কপি, পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে বা বিড ফর্ম, ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি সমন্বিত সিল করা কভার জমা দেওয়ার মাধ্যমে এবং ইএমডি জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখে বা তার আগে উপরে উল্লিখিত জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসগুলিতে পৌঁছাতে হবে।
১০. দরপত্র খোলার পর, যে সকল ইচ্ছুক দরদাতারা তাদের দরপত্র সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাখিল করেননি তাদের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হবে বিডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুমোদিত অফিসারের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে।
১১. সফল দরদাতা/গণকে বিক্রয় মূল্যের পরিমাণের ২৫ শতাংশ জমা করতে হবে, ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি সামঞ্জস্য করে, বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তার প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে, এতে ব্যর্থ হলে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসারকে সফল দরদাতাকে বাজেয়াপ্ত করার আর কোন নোটিশ দিতে হবে না।
১২. দরদাতারা ''ক্যাভিয়েট এম্পটর'' (ক্রেতা সাবধান) নীতির দ্বারা আবদ্ধ এবং কোন দায়, সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া অর্থাৎ সম্পত্তি কর, আয়কর, আবগারি শুল্ক, শ্রম বকেয়া, বিদ্যুৎ এবং রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া ইত্যাদি, ফার্ম বা সুরক্ষিত সম্পদের খুঁজে পেতে তাদের নিজস্ব যথাযথ পরিশ্রম করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সফল দরদাতাকে সমস্ত বহির্গামী যেমন, পৌর কর, রক্ষণাবেক্ষণ/সোসাইটি চার্জ, বিদ্যুৎ চার্জ, জলের শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, (যদি প্রযোজ্য), যদি থাকে এবং অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক চার্জ, সমস্ত বহির্গামী খরচ সহ বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য ব্যতীত।
১৩. সফল দরদাতাকে সুরক্ষিত সম্পদ তার নামে স্থানান্তরিত করতে বিক্রয় শংসাপত্রের উপর প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে, যেমন রেজিস্ট্রেশন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স, বা অন্য কোন প্রদেয় শুল্ক ।
১৪. বিক্রয় শংসাপত্রটি সফল দরদাতার নামে এবং শুধুমাত্র সম্পূর্ণ/বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পরেই জারি করা হবে।
১৫. এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধক্দাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ই-অকশন বিক্রয়ের শর্তাবলী অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতা/পারচেসার কে আনতে পারেন।
১৬. অনুরোধের ভিত্তিতে এবং অনুমোদিত অফিসারের সুবিধা অনুযায়ী উল্লিখিত সম্পত্তির পরিদর্শন করা যেতে পারে।
১৭. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ অফার বা যে কোন বা সকল অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোন কারণ না দেখিয়ে যেকোন বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১৮. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির উপর মুলতুবি থাকা কোনও দায়ভারগুলির জন্য জিআইসিএইচএফএল দায়ী নয় । **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে' এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি** ব্যতীত ভিত্তিতে সম্পত্তি নিলাম করা হবে।
১৯. কোনও কারণে ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা বিক্রির পূর্বে চুক্তি মোতাবেক বকেয়া, ব্যয়, সুদ ১৫ শতাংশ হারে বিক্রয় ঘোষণার তারিখ থেকে এবং ৫ শতাংশ ক্রয় মূল্য (বিক্রয়ের পর সফল ডাকদাতাকে প্রদেয়) এবং বিক্রয় বাতিলের জন্য জিআইসিএইচএফএল এর নিকট প্রস্তাব দেয় তবে জিআইসিএইচএফএল প্রস্তাব গ্রহণ পরিমাণ করবে এবং বন্ধকদাতাকে দখল দেবে।
২০. সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে বিক্রয় নোটিশের নিয়ম এবং শর্ত অনুযায়ী ২৫ শতাংশ (বায়না জমা সহ) বিক্রয়ের অব্যবহিতভাবে দাখিল করতে হবে এবং ডাক পরিমাণের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে সম্প্রসারিত সময়ে প্রদান করতে হবে (এ ও এবং সফল ডকদাতা)। যাহোক, অনুমোদিত অফিসার বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩০ দিনের অতিক্রান্তে বিক্রয় শংসাপত্র নিশ্চিত করবেন এবং কোনও কারণেই বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩০ দিন অতিক্রান্তের পূর্বে বিক্রয় নিশ্চিত করা যাবে না। সম্পূর্ণ পরিমাণ আদায়ের পরই বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে এবং বিক্রয় শংসাপত্র ইস্যু করতে হবে।
২১. ন্যূনতম ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০ টাকা।

বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে
সম্পত্তি বিক্রয়ের বিস্তারিত এবং সম্পূর্ণ বিবরণ দেখতে অনুগ্রহ করে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক মেসার্স ৪ ক্লোজার এর অনুমোদিত ওয়েবসাইট এবং ওয়েবসাইট : https://bankauctions.in।

তারিখ : ১০.১২.২০২৫
স্থান : দুর্গাপুর
জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

বাবরি মসজিদ নির্মাণে দানের টাকা গোনা এখনও শেষ নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: বাবরি মসজিদ নির্মাণে দান পেটির টাকা গোনা এখনও শেষ হয়নি। সোমবার রাতে টাকার মেশিন বিকল হয়ে পড়ায় ধীর গতিতেই কাজ হচ্ছে। সোমবার দুপুর পর্যন্ত ১২টি বাক্সের মধ্যে ছটি বাক্সের টাকা গোনা হয়েছে। তার পরিমাণ ৩৭ লক্ষ টাকা। সোমবার রাত পর্যন্ত ১০টি বাক্সে মোট ৬০ লক্ষের বেশি টাকা এসেছে। আরও দু'টি বাক্সের টাকা গোনা বাকি। সোমবার দুপুর পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২ কোটি ১০ লক্ষের কিছু বেশি টাকা ঢুকেছে বলে জামালেন ভরতপুরের বহিস্কৃত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।

তিনি বলেন, 'আমাকে প্রাণে মারার হুমকি আসছে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা না-পাওয়া পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তিন নিরাপত্তারক্ষীর পাশাপাশ আটজন নাউন্সার রাখছি।'

মঙ্গলবার হায়দরাবাদ থেকে আটজন নিরাপত্তারক্ষী কলকাতা এসেছে। বুধবার থেকে তাঁরা কাজে যোগ দেবেন। এছাড়া হুমায়ুন জানালেন, বিধানসভা নির্বাচনে ১৩৫ আসনে তাঁর নতুন দলের প্রার্থী লড়বেন। হেলিকপ্টারে তিনি প্রচার করবেন। ইতিমধ্যে হেলিকপ্টার ভাড়ার জন্য কথাও হয়ে গিয়েছে।

২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাভনের ভরকেন্দ্র হতে চলেছে মুর্শিদাবাদ। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের অঙ্কেই হবে বিধানসভা নির্বাচন। এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। রাজনৈতিক মহলের অনুমান, ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠান থেকেই বিধানসভা নির্বাচনে ধর্মীয় বিভাজনের ট্রাম্প কার্ড খেলে দিয়েছেন হুমায়ুন। রাজনৈতিক মহলের বিশ্লেষণ, হুমায়ুন মুসলিম জন সমর্থন কতটা ভোট বাক্সে টানতে পারবে তড় উপর নির্ভর করছে দুই ফুল শিবিরের ভাগ্য। তবে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক হুমায়ুন টানতে পারলে ভোট ভাগাভাগিতে আখেরে গেরুয়া শিবির লাভবান হবে বলেই অনেকের ধারণা। হুমায়ুনের বক্তব্য তিনি তৃণমূলকে সবক শেখাতে চান। তাতে কোন দল বেশি লাভবান হবেন তাঁর কিছু এসে যায়না। হুমায়ুন দাবি, ৩ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী যে চিত্রনাট্য লিখে ছেন তাতে তৃণমূলের কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা হয়ে গিয়েছে। ২২ ডিসেম্বর নতুন দলের নাম ঘোষনা করছেন।

হুমায়ুনের সঙ্গে আসন সমঝোতায় কে কে আছে এখনও স্পষ্ট নয়। তবে মিম যে রয়েছে অনেকেই সেই অঙ্ক কষছেন। কারণ মঙ্গলবার হায়দ্রাবাদ থেকে হুমায়ুমের আটজন নিরাপত্তারক্ষী এসেছেন। অনেকেরই ধারণা ওয়েসিস নিজেই এই নিরাপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সময় গড়ালে এই বিষয় আরও স্পষ্ট হবে। তবে হুমায়ুন কবীর নতুন দল ঘোষনা করে ১৩৫ আসনে লড়ছেন। রাজ্যে মুসলিম অধ্যুষিত বিধানসভা এলাকাগুলিই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি নিজে সব আসনের প্রার্থীর হয়ে প্রচারে বের হবেন। তারও ব্লু-প্রিন্ট তৈরি। একদিনে হেলিকপ্টারে তিন বিধানিসভা কেন্দ্রে প্রচার করবেন। সব মিলিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে হুমায়ুন কবীর এখন অন্যতম ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ভরকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ জেলা। ৩০ বিঘা জায়গার উপর নির্মীয়মান বাবরি মসজিদ।

রিলস্ বানানোর সময় মৃত্যু-কাণ্ডে নয়া মোড়, পরকীয়া-ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রিলস্ বানানোর সময় গলায় ফাঁস লেগে মৃত্যু হয়েছিল দুর্লভ সাহা (৩১) নামে হরিশ্চন্দ্রপুরের এক কনটেন্ট ক্রিয়েটারের। কিন্তু এই ঘটনার পিছনে ঘনিষ্ঠ মূহুর্তের ছবি দেখিয়ে এক মহিলা ১৫ লক্ষ টাকার ব্ল্যাকমেল করছিল বলে অভিযোগ। যার ফলে আত্মঘাতী হতে হয় ওই যুবককে। মঙ্গলবার এমনই অভিযোগ তুলে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন মৃতের স্ত্রী মৌসুমী সাহা। গত ৬ ডিসেম্বর শনিবার ঘটনাটি ঘটেছিল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বোরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোবারকপুর এলাকায়। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ওই মহিলাও একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করার পাশাপাশি কনটেন্ট ক্রিয়েটার। দুর্লভ এবং ওই মহিলা একসঙ্গেই বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করতেন। সেই থেকে ওদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়। আর এটা জানতে পেরেই দুর্লভের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী মৌসুমীর সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে। দু'জনেই আলাদা থাকতেন আর তারপরেই দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে পরকীয়া সম্পর্কের পর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি দেখিয়ে দুর্লভকে ব্ল্যাকমেল করছিলেন ওই মহিলা কনটেন্ট ক্রিয়েটার সালমা সরকার বলে মৃতের স্ত্রী মৌসুমী সাহার অভিযোগ। এদিন বিষয়টি সামনে আসতেই ওই যুবকের মৃত্যুর ঘটনার কাণ্ডের নতুন মোড় নিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৬ ডিসেম্বর শনিবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বোরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোবারকপুর এলাকার বাসিন্দা দুর্লভ সাহা (৩১) নিজের শোওয়ার ঘরে রিলস্ বানানোর সময় গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী হয়। সেই ঘটনা লাইভ ফুটেজ মোবাইলে রেকর্ডিং হয়ে যায়। পরে পরিবারের লোকেরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে রীতিমতো আঁতকে ওঠেন। প্রথমদিকে এই ঘটনার সঙ্গে দুর্লভের স্ত্রী মৌসুমীকেই দোষারোপের কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল। যেহেতু দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের বিচ্ছেদ প্রায় একবছর আগেই ঘটে যায়। মৌসুমী চাঁচলে তার দুই নাবালিকা কন্যাসন্তানকে নিয়ে থাকেন। কিন্তু মঙ্গলবার এই মৃত্যুর ঘটনার নতুন মোড় নেয় ।

মৃতের স্ত্রী মৌসুমী সাহার অভিযোগ , গত কয়েক বছর ধরেই দুর্লভ এবং সালমা সরকার একটি বেসরকারি কোম্পানিতে একসঙ্গে কাজ করতো। দুজনেই রিলস্ বানাতো। সেই থেকে ওদের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয়। এটি জানার পরই স্বামীর সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়, অবশেষে দুজনেই আলাদা থাকতে শুরু করেন। এরই মধ্যে ওরা পরকীয়ায় জড়িয়ে যায় । এমন কি দুর্লভের সঙ্গে সালমার ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের কিছু ভিডিও নিয়ে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল। ওই মহিলা কনটেন্ট ক্রিয়েটার রীতিমতো দুর্লভকে ১৫ লক্ষ টাকার দাবি করে ব্ল্যাকমেইল করছিল । নইলে পুলিশে অভিযোগ জানানোর কথা বলা হয়েছিল। এই চাপ সহ্য করতে না পেরে এই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয় দুর্লভকে এরপরই পুরো বিষয়টি নিয়ে সালমা সরকারের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই মহিলা।

যদিও এই অভিযোগের পর হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দা ওই কনটেন্ট ক্রিয়েটার সালমা সরকারের সঙ্গে কোনও রকম ভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে ওই মহিলার খোঁজ চালানো হচ্ছে।

কৃষকদের উৎপাদিত ধান সম্পূর্ণ কেনার দাবি বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কৃষকদের কাছ থেকে কম পরিমাণে ধান কেনা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সরব আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ। এই নিয়ে তিনি সাংবাদিক সম্মেলনও করেন। তাঁর মূলত অভিযোগ কৃষকদের কাছ থেকে উৎপাদিত ধান সম্পুর্ন কেনা হচ্ছে না। সমবায়গুলি তাদের কাছ থেকে মাত্র ১৫ কুইন্ট্যাল ধান কিনছে। অথচ তাদের কাছে আরও বেশ কয়েক কুন্তল ধান থাকা সত্ত্বেও সমবায়গুলি ফিরিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ। সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে সীমিত পরিমাণে ধান ক্রয় ও সারের কালোবাজারির অভিযোগ তুলে হুগলি জেলাশাসককে ই-মেল পাঠান আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ। দৌলতপুরে বিজেপির সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বিষয়গুলি প্রকাশ্যে আনেন।

বিধায়কের অভিযোগ, সমবায় সমিতি কৃষকদের কাছ থেকে মাত্র ১৫ কুইন্ট্যাল ধান নিচ্ছে। ফলে যেসব কৃষকের উৎপাদন ৯০ কুইন্টাল, তাঁদের বারবার যেতে হচ্ছে এবং প্রতিবারই অতিরিক্ত খ রচ গুনতে হচ্ছে। যে কৃষকের ১৮ কুইন্ট্যাল ধান, তাঁকেও আলাদা দিনে অতিরিক্ত ৩ কুইন্ট্যালের ধান নিয়ে যেতে হচ্ছে। এই নিয়মের মান নিয়েই প্রশ্ন তোলেন তিনি। এছাড়া সারের কালোবাজারি ও আরামবাগ বিধানসভা এলাকায় অবৈধভাবে গাছ কাটার অভিযোগও তিনি প্রশাসনের নজরে আনতে চান। তাঁর দাবি, গত বছরের নিয়ম অনুযায়ী এবারও কৃষকদের ধান সম্পূর্ণ কেনার ব্যবস্থা করা হোক। যাঁদের ধান বিক্রির রেজিস্ট্রেশন আছে, তাঁদের ধান একদিনেই গ্রহণ করতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

বিধায়ক জানান, প্রথমে অভিযোগ আসে আরামবাগ পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের চাঁদুর সংলগ্ন সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি থেকে। পরে খোঁজ নিয়ে দেখেন, একই ঘটনা একাধিক জায়গায় ঘটছে। কৃষকদের স্বস্তি দিতেই তিনি এই সব অভিযোগ জেলাশাসকের কাছে তুলে ধরেছেন বলে জানান আরামবাগের বিজেপি মধুসূদন বাগ।

বীরভূম জেলা স্কুল ১৭৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: বীরভূম জেলা স্কুলের গৌরবময় ১৭৫ বর্ষ উদযাপিত হল মহাসমারোহে। মঙ্গলবার সকালে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীদের উপস্থিতিতে স্কুলের বর্তমান ছাত্র, প্রাক্তনী এবং শিক্ষকদের বর্ণাঢ্য এক শোভাযাত্রা বের হয়। এরপর জেলা স্কুল প্রাঙ্গনে উৎসব মঞ্চে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রদীপ প্রজ্জলন করে সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বিনোদ কুমার, উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক ধবল জৈন,বীরভূম জেলা স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বর্তমান প্রধান শিক্ষক চন্দন সাহা, সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার সায়েন্সের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ সংগ্রাম বাগ-সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। চার দিন ধরে স্কুলে চলবে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জেলা স্কুলের ১৭৫বছর উপলক্ষে ছাত্রদের দ্বারা এআই চ্যাট মাধ্যমে স্কুলে সমস্ত তথ্য জানার সুবিধা চালু করা হয়েছে।

সোনালি বিবির সঙ্গে দেখা ফায়েজুল হকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রামপুরহাট: বিকাশ রায় চৌধুরী, অনুব্রত মণ্ডলের পর এবার জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল জুল হক দেখা করলেন সোনালি বিবির সঙ্গে। তুলে দিলেন ফল, দিলেন দু' লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা।

এসআইআরের জেরে রাজ্যে চলছে সরকার বনাম বিরোধীদের দড়ি টানাটানি। এই আবহে বাংলাদেশে আটকে ছিলেন বীরভূমের নলহাটির সোনালি বিবি ও তাঁর পরিবার। সোনালি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বাংলাদেশে আটকে থাকার খবরে দু' দেশের শীর্ষ পর্যায়ের আলাপ আলোচনার পর রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় অবশেষে মালদহ হয়ে বীরভূমে আসেন তিনি। এখনো তার পরিবারের সকল সদস্য ফিরতে না পারলেও রাজ্য সরকারের তদারকিতে চিকিৎসার সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন সোনালি বিবি। রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে পরেরটা সুস্থ রয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই সমস্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করা হয়েছে। তৃণমূলের বীরভূম জেলার কোর কমিটির কনভেনার অনুব্রত মণ্ডল সোনালী বিবির সঙ্গে দেখা করে আসার পর মঙ্গলবার সোনালি বিবির সঙ্গে দেখা করলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক। তাঁর হাতে পুষ্পস্তবক, ফল ও শহিদ সাজু মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে দু'লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার চেক হাতে তুলে দেন সভাধিপতি। সভাধিপতি ফায়েজুল হক বলেন, সোনালি বিবির কেমন আছেন সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার খোঁজখবর নিচ্ছেন। দলীয় নির্দেশে সোনালি বিবির খোঁজখবর নিতে এসেছেন বলেও জানান তিনি।

দাঁতালের করাল থাবায় সাঁকরাইলে প্রাণ গেল প্রবীণার, আতঙ্কে কুলটিকরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল। লালমাটির নিঃশব্দ প্রভাত, দূরে সাঁঝবনের গন্ধ, কুয়াশা ভেজা গ্রামপথ, এমন শান্ত ভোর হঠাৎই ছিঁড়ে গেল প্রচণ্ড শুঁড়ের ঝাপটায়। বালিগেড়িয়া লোধা পাড়ার মানুষের ঘুম ভাঙল আতঙ্কের চিৎকারে। ঠিক তখনই ঢুকে পড়ল দু'টি দাঁতাল। চোখের সামনে মৃত্যুর অবধারিত ছায়া, আর সেই ছায়ার নিচেই হারিয়ে গেল এক মানুষের জীবন। বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়েছিলেন জয়া আড়ি (বয়স আনুমানিক ৭০)।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দাঁতালের প্রচণ্ড ধাক্কায় মাটিতে পড়ে যান তিনি। পরক্ষণেই পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু। পালানোর সময় পর্যন্ত পাননি, সময়ও যেন থেমে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে। কিছুক্ষণ পর ওই দুই হাতি এগিয়ে যায় কুলটিকরী বাজারের দিকে। ভোরে হাঁটতে বেরনো আরও এক গ্রামবাসী অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কেশিয়াড়ি ব্লকের কুলবনি এলাকার মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গত কয়েক দিন ধরেই লোকালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাতি দু'টি। আপাতত তারা রয়েছে দুর্গাহুড়ি জঙ্গলে।

মৃতদেহ উদ্ধার করে সাঁকরাইল থানার পুলিশ প্রথমে ভাঙড় গ্রামীণ হাসপাতালে ও পরে ঝাড়গ্রাম মর্গে পাঠায়। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া এই মৃত্যুর অভিঘাতে জয়া আড়ির পরিবার সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দিতে হবে। গ্রামজুড়ে এখন টর্চ হাতে টহল, বাঁশজঙ্গলে কান পাতলে পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে উদ্বেগের নিঃশ্বাস।

দাঁতালের দাপটে ফের সামনে এল জঙ্গলসীমান্তের মানুষের অরক্ষিত জীবনযাপনের কঠিন বাস্তব, জঙ্গল যত কাছে, তত অনিশ্চয়তা, দাঁতালের পদধ্বনি যেন জীবনসংকটের নতুন ঘোষণা।

সমবায় ব্যাঙ্কের লুঠ হওয়া টাকা ফেরানোর দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক-সহ বিভিন্ন সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে লুঠ হয়ে যাওয়া কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্কে ফেরানো-সহ মোট ১০ দফা দাবিতে বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালো পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চ। মঙ্গলবার বাঁকুড়া পুরসভা থেকে মিছিল করে জেলাশাসকের দপ্তরে যান সমবায় বাঁচাও মঞ্চের কর্মীরা। জেলাশাসকের দপ্তরে প্রবেশের আগেই মিছিলের পথ রোধ করে পুলিশ। সেখানেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বাঁচাও মঞ্চের সদস্যরা।

বছর কয়েক আগে বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে প্রায় ১৫ কোটি টাকা বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ ওঠে শাসক দল পরিচালিত ওই ব্যাঙ্কের পরিচালন সমিতির নেতৃত্বেই ওই বেনিয়মের ঘটনা ঘটে। তবে শুধু কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কেই নয় কোটি কোটি টাকা বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে বড়জোড়া, কোতুলপুর ও সারেঙ্গা ব্লকের সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতেও। সমবায় বাঁচাও মঞ্চের দাবি প্রতিটি বেনিয়মের ঘটনায় শাসক যোগ থাকায় ঘটনাগুলির তদন্ত শুরু হলেও তার বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। এমতাবস্থায় কার্যত ধুঁকছে ওই সমবায় ব্যাঙ্কগুলি। অবিলম্বে সেই ঘটনাগুলির তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি প্রদানের দাবি তোলে সমবায় বাঁচাও মঞ্চ।

এছাড়াও মনোনীত পরিচালন সমিতি দিয়ে পরিচালনার বদলে সমবায় গুলিতে নির্বাচন করে নির্বাচিত পরিচালন সমিতি গঠন, কৃষি ঋণের সুদের হার হ্রাস, সরকার নির্ধারিত মূল্যে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু-সহ ১০ দফা দাবিতে এদিন বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সমবায় বাঁচাও মঞ্চের কর্মীরা। অবিলম্বে দাবি পূরণ না-হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে সমবায় বাঁচাও মঞ্চ।

নিজের হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ উগরালেন নির্মল মাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: সম্প্রতি আমতা এক ব্লকের বিএম ও এইচের সঙ্গে স্থানীয় বিধায়ক তথা বিধানসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ড. নির্মল মাজির সঙ্গে ইগোর লড়াই নিয়ে সরগরম রাজ্য। আর আমতা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হয়ে ও বি এম ও এইচের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন ডাঃ নির্মল মাজি। মঙ্গলবার আমতায় দুয়ারে চিকিৎসা পরিষেবার উদ্বোধন করে ড. মাজি জানান, বিএম ও এইচ কোনও কাজ করেন না। চিকিৎসা পরিষেবা লাঠে উঠেছে। বাইরে থেকে গ্যাসের

ইনজেকশন ও কিনতে হচ্ছে। এর প্রতিবাদ করায় গায়ে কালি লাগানো হয়েছেক্ষ্ম। দ্রুত এই বি এম ও এইচের অপসারণের দাবী জানান তিনি।

উল্লেখ্য, হাওড়ার আমতা একটি পাঁচশো বছরের প্রাচীন জনপদ। দামোদর নদের তীরে আমতা বন্দরকে ঘিরে কৃষিপ্রধান এই জনপদের অন্যতম সমস্যা ছিল স্বাস্থ্য পরিষেবা। আমতা এক ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা গ্রামীণ। এই গ্রামীণ পরিমণ্ডলের প্রান্তিক মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে আমতা ব্লকের চালু হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন বিধানসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান তথা উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ড. নির্মল মাজি। এই পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে আমতা হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবার ওপর চাপ কমবে বলেই মনে করছে এলাকার মানুষ।

মেদিনীপুরে হাতির হানায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুরে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল দু'জনের। সোমবার রাতে মৃত্যু হয় একজনের, মঙ্গলবার সকালে মৃত্যু হয় আরও একজনের। সোমবার রাতে নয়াবসত রেঞ্জের বাগাখুলিয়া গ্রামে আত্মীয় বাড়ি থেকে ফেরার পথে হাতির আক্রমণে মোহন সরেনের মৃত্যু হয়। গ্রামের ফুটবল মাঠের কাছে হাতি তাকে আক্রমণ করে।

মঙ্গলবার ভোরে খড়গপুরের কলাইকুন্ডা রেঞ্জের কুলটিকরিতে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। পরপর দু'জনের মৃত্যুতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ মামলার দ্রুত তদন্ত শেষ, পুলিশের বড় সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: গুরুত্বপূর্ণ মামলার দ্রুত তদন্ত শেষ করে পুলিশের বড় সাফল্য। ২৯ নভেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে নয়জন অপরাধীর সাজা ঘোষণা সম্ভব হয়েছে।দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের বিষয়টি নিয়ে এদের সাংবাদিক সম্মেলন করেন জেলা পুলিশ সুপার। জানা গিয়েছে, এই মামলা গুলি দীর্ঘদিন ধরে আদালতে বিচারাধীন ছিল। তবে জেলা পুলিশ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কৌশলগত পদক্ষেপের ফলে বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। এর ফলে এসেছে সাফল্য। মঙ্গলবার বিকেলে বালুরঘাটে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এবিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, পাবলিক প্রসিকিউটর ঋতব্রত চক্রবর্তী এবং সংশ্লিষ্ট মামলা গুলির তদন্তকারী কর্মকর্তারা। মূলত, ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অভিযুক্ত ও সাক্ষীদের হাজির করানোর সুযোগকে কাজে লাগানোর ফলে সাক্ষ্যগ্রহণের প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়েছে। শুধু তাই নয়, জেলা পুলিশের বিশেষ তৎপরতা, নজরদারি, ও গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলেই এই সাফল্য এসেছে বলেই জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, এই গতি অব্যাহত রাখার এবং অন্যান্য বিচারাধীন মামলাগুলিতেও দ্রুত সাজা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চলবে। এ বিষয়ে পাবলিক প্রসিকিউটর ঋতব্রত চক্রবর্তী বলেন, বর্তমানে তদন্তকারী সংস্থা অন্তত দ্রুততার এবং দক্ষতার সঙ্গে তদন্ত করে চার্জশিট জমা দিচ্ছে।পাশাপাশি অন্যান্য সকলের সহযোগিতায় দ্রুত মামলাগুলি নিস্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে।

আমতা রামসদয় কলেজে বিশ্বনবী দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আমতায় রামসদয় কলেজের মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বনবী দিবস। কলেজের ছাত্র সংসদ এই সভা পরিচালনা করে। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা দরবার শরিফের পীরজাদা মাওলানা সওবান সিদ্দিকি, পীরজাদা মাওলানা সানাউল্লাহ সিদ্দিকি ও পীরজাদা মাওলানা আবু হোরায়রা সিদ্দিকি প্রমুখ।

উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রামসদয় কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি ড. নির্মল মাজি ও কলেজের অধ্যক্ষ ড. দেবকুমার মুখার্জি সভায় উপস্থিত ছিলেন। মসজিদের পেশ ইমাম নিজামুদ্দিন ও ইমাম আনারুল ইসলাম সাহেব, কলেজের অধ্যাপক -অধ্যাপিকারা এদিন শামিল ছিলেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি রুহুল আমিন খান, ছাত্র ছাত্রী বৃন্দ, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ও হাওড়া জেলা পরিষদ কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাদক্ষ বিমল কুমার দাস, তৃণমূল সংখ্যালঘু সেল সভাপতি সেখ ইলিয়াস ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পিন্টু মণ্ডলদের উপস্থিত সভাকে আলাদা মাত্রা দিয়েছিল।

বাড়িতেই হাতে তৈরি শিল্পের মিউজিয়াম অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের

সৈয়দ মফিজুল হোদা

সোনামুখী: বয়সকে হার মানিয়ে শিল্পী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বিকাশ রায়ের হাত চলেছে শিল্পকর্ম তৈরিতে, তাঁর বাড়ি হয়ে উঠেছে এক টুকরো মিউজিয়াম।

বয়স একটা সংখ্যা মাত্র তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন পুরশহর সোনামুখীর ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নীলবাড়ি এলাকায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বিকাশ রায়ের বাড়িতে এলে। তাঁর শিক্ষকতা জীবনের অবসর ঘটেছে আজ থেকে প্রায় ১৩ বছর আগে। বর্তমান বয়স ৭৫ ছুঁইছুঁই। এই বয়সও তাঁকে হার মানাতে পারেনি শিল্পকর্ম তৈরিতে। তিনি অবসর সময়ে শিল্পকর্ম তৈরি করে চলেছেন। সকাল থেকেই ছেনি হাতুড়ি বাটালি ও কাঠের টুকরো নিয়ে বসে পড়েন নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টি করতে। প্রায় ৫০ বছর ধরে মাটির পুতুল গড়া থেকে শুরু করে কাঠ ও স্লেট পাথরের নানান শিল্পকর্ম তৈরি করে জেলার সোনামুখী শহরের নাম উজ্জ্বল করেছেন।

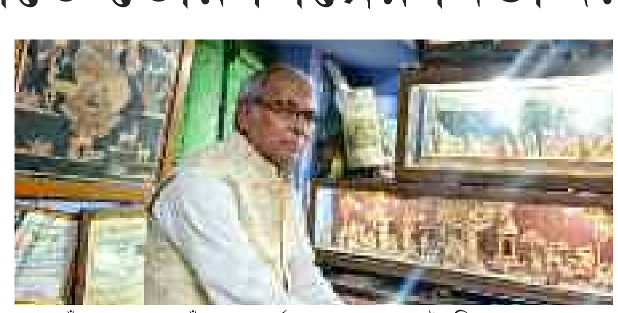

তাঁর হাতের ছোঁয়ায় মাদুর্গা, কালী, শিব, লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী থেকে শুরু করে গ্রামীণ চালচিত্র, হাটবাজার, ধান চাষ, ঐতিহাসিক যুদ্ধের প্রস্তুতি সৈন্য সামন্ত নিয়ে চলেছেন রাজ রাজারা কি নেই তার মিউজিয়ামে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি একটু একটু করে শিল্পকর্ম তৈরি করে সোনামুখীর নীলবাড়ি এলাকায় তার নিজস্ব বাড়িতে বানিয়ে তুলেছেন একটি শিল্পকর্মের মিউজিয়াম। তাঁর এই মিউজিয়াম দেখতে এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্প-প্রেমীরা ভিড় জমান।

এই মিউজিয়াম গড়ে তোলার পিছনে তিনি বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই যখন দেখতাম শিল্পীরা মাটির নানান পুতুল তৈরি করতেন, তাছাড়া কুমোরটুলিতে মূর্তি তৈরি করতে দেখে নিজের মধ্যে এই শিল্পকর্ম তৈরি করার উৎসাহ জাগে সেই থেকে শুরু আজও সে কাজ করে চলেছি। দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার কারণে কাজে কিছুটা ভাটা ছিল অবসর সময়ে করতাম বাকি সময় শিক্ষকতার কাজে প্রাণ দিয়েছি। ছোট ছোট শিশুদের হাতে খাতা কলমে শিল্পকর্ম তুলে ধরেছি- অ এ অজগর আসছে তেড়ে, আবার একে চন্দ্র দুইয়ে পক্ষ, বাংলা ও ইংরেজি অক্ষরগুলিকে নিয়ে বিভিন্ন ছবি ফুটিয়ে তুলেছি শিশুরা আনন্দে আটখানা হয়ে বাড়ি ফিরত। আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে সরকারের শিক্ষাবিভাগ যখন টিএলএম নিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন তার অনেক আগে থেকেই আমি নিজে নিজেই টিএলএম তৈরি করেছি এবং তা শিশুদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছি। তিনি বলেন আমৃত্যু আমি এই শিল্পকর্ম তৈরি করে যাব। তবে আমার তৈরি করা জিনিসগুলো কখনোই বিক্রি করব না। যদি সুযোগ পাই তা হলে আমার মিউজিয়ামকে আরও বড় করে তুলব তা সকলের দেখার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা থাকবে।'

তাঁর এই কাঠের কাজগুলি বেশির ভাগ গামার কাঠের তৈরি। তাছাড়া রয়েছে স্লেট পাথরের কাজ। বিকাশবাবুর হাতে তৈরি দুর্গার সপরিবারের একটি ছবি তৎকালীন রাজ্যপাল নুরুল হাসান সোনামুখী বিজে হাইস্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে এসে সেই মূর্তি দেখে খুশি হয়ে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। নিজের বাড়ির একটি ঘরে দীর্ঘ ৪৫ বছর এর চেষ্টায় গড়ে তুলেছেন শিল্প নৈপুণ্যের এক আশ্চর্য নিদর্শন। কাঠের মূর্তি গড়া তাঁর দীর্ঘদিনের নেশা শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়ে আজও তিনি সেই নেশাতেই মজে রয়েছেন আর নীলবাড়ি এলাকার বাড়িতে।

এই শিল্পকর্মর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আরও একটি নেশা হল সঙ্গীত চর্চা। তিনি গিটার, বেহালা, মাউথ অরগান ও অন্যান্য যন্ত্র নিয়ে বাকি অবসর সময় কাটান এবং এই সমস্ত যন্ত্র নিয়ে এলাকার উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের যন্ত্রচর্যা করতে শেখান। তবে তাঁর আক্ষেপ, কাঠের শিল্পকর্ম তৈরিতে বর্তমান যুবসমাজের সেরকম কোনও আগ্রহ নেই। হারিয়ে যেতে বসেছে এই সমস্ত শিল্পকর্ম ও শ্রদ্ধাবোধ। 'শিক্ষক হিসেবে খুব দুঃখ পাই যখন দেখি গুরুজনদের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের শ্রদ্ধা বোধ হারিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত মা-বাবাদের বলব, তাঁরা যেন পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করেন।' এখন এই যুবসমাজ মোবাইলে ব্যস্ত। বিকাশবাবুর বাড়ির অন্দরমহলের শিল্পকলা সোনামুখীর মানুষের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তবে তাঁর এই শিল্পকলা বিভিন্ন জায়গাতেও প্রশংসিত হয়েছে।

দিল্লি বিস্ফোরণে জড়িত ডাক্তারের ষড়যন্ত্র ফাঁসে তল্লাশি এনআইএ-র

শ্রীনগর, ৯ ডিসেম্বর: দিল্লিতে বিস্ফোরণের আগে জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগের জঙ্গলে বোমা পরীক্ষা করেন অভিযুক্ত চিকিৎসক উমর মহম্মদ। পরীক্ষা সফল হওয়ার পর দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয় সেই বোমা। তদন্ত সূত্রে উঠে এসেছে এমনই তথ্য।

উল্লেখ্য, দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) দেশজুড়ে একাধিক জায়গায় তল্লাশি ও ধরপাকড় শুরু করেছে। তদন্তে নেমে শ্রীনগর-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একাধিক চিকিৎসককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যারা বেশিরভাগই কাশ্মীরের। জানা গিয়েছে, ওই 'জিহাদি' চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগ ছিল দিল্লি বিস্ফোরণের।

দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল দুই চকিৎসক আদিল রাথর এবং জসির বিলাল ওয়ানিকে। মঙ্গলবার তাদের সঙ্গে নিয়ে অনন্তনাগের জঙ্গলে যায় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, সিআরপিএফ এবং এনআইএ-র তদন্তকারীরা। বোমার পরীক্ষা করার জায়গাটি চিহ্নিত করা হয়। তদন্তকারীরা বোমা পরীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু উপাদান উদ্ধার করেছেন। যার মধ্যে একটি ক্ষতিগ্রস্ত গ্যাস সিলিন্ডারও রয়েছে। এই জঙ্গলেই বেশ কিছু দিন ধরে চিকিৎসক উমর আশ্রয় নিয়েছিলেন বলেও জানা গিয়েছে।

এর আগে দিল্লি বিস্ফোরণের উপকরণ কোথা থেকে সরবরাহ হয়েছিল, তা জানতে কাশ্মীরের গান্দেরবাল, শ্রীনগরের বাতামালুতে চলছে চিরুনি তল্লাশি হয়। এছাড়াও দিল্লি বিস্ফোরণে ধৃত তুফায়েল নিয়াজ ভাটের বাড়িতেও চালানো হয়েছে তল্লাশি। তবে সেখান থেকে সন্দেহজনক কিছু উদ্ধার হয়েছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি। প্রসঙ্গত, এই তুফায়েলের সঙ্গে যোগ ছিল জঙ্গি চিকিৎসক আদিল আহমেদ রাথরের। অভিযোগ, তুফায়েলই তার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল একটি রাইফেল। অন্যদিকে, ওয়াকুরা এলাকায় আরও এক অভিযুক্ত জমির আহাঙ্গারের বাড়িতেও এদিন তল্লাশি চালিয়েছেন তদন্তকারীরা। শুধু বিস্ফোরণের উপকরণ নয়, 'হোয়াইট কলার' জঙ্গি মডিউলটির অস্ত্রভাণ্ডারের খোঁজেও উপত্যকায় চলছে তল্লাশি।

জাকার্তায় বহুতল অফিসে অগ্নিকাণ্ডে মৃত অন্তত ২০

জাকার্তা, ৯ ডিসেম্বর: সাততলা অফিসে আগুন লেগে অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হল ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। অনেকে এখনও ভিতরে আটকে রয়েছেন। তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

সংবাদসংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন সূত্রে খবর, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার দুপুরে জাকার্তায় একটি সাততলা অফিস ভবনে আগুন লেগে যায়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম কম্পাস টিভি-র সম্প্রচারিত একটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, ওই বহুতল থেকে একের পর এক দেহ বার করে আনছেন দমকলকর্মীরা। কোনও ভিডিয়োয় আবার দেখা যাচ্ছে, মইয়ের সাহায্যে বহুতলের উপরের তলাগুলি থেকে কর্মচারীদের নামানোর চেষ্টা চলছে। রয়টার্স জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ২০। তবে ভিতরে ঠিক কত জন আটকে রয়েছেন, সে সম্পর্কে বিশদে জানা যায়নি।

জানা গিয়েছে, আগুন লাগার সময় অফিসে মধ্যাহ্নভোজের বিরতি চলছিল। কর্মচারীরা কেউ কেউ ভিতরেই খাবার খাচ্ছিলেন। কয়েক জন আবার বাইরে বেরিয়েছিলেন। দুপুরে প্রথমে বহুতলের একতলায় আগুন লাগে। কিছু ক্ষণের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা বহুতলে। সঙ্গে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারদিক। সেন্ট্রাল জাকার্তার পুলিশ প্রধান সুসাতিও পুরনোমো কনড্রো জানিয়েছেন, বেশ কিছু ক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে অনেকে এখনও বহুতলের ভিতরেই আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা।

গত মাসের শেষে হংকঙে আগুন লেগে যায় সাতটি বহুতল আবাসনে। ওই ঘটনায় ১২৮ জনের মৃত্যু হয়। আটটি ব্লক নিয়ে তৈরি 'ওয়াং ফুক কোর্ট' নামের ওই কমপ্লেক্সে সব মিলিয়ে প্রায় ৪৮০০ লোকের থাকার ব্যবস্থা ছিল। এক দিকে চলছিল নির্মাণকাজ। সেখানেই হঠাৎ আগুন ধরে যায় এবং দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে। সেই ঘটনার দু'সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই এ বার ইন্দোনেশিয়ার এক বহুতলে অগ্নিকাণ্ড ঘটল।

ইন্ডিগো পরিস্থিতিতে ১৩,৯৮৯ পাইলট নিয়োগ ছয় বিমানসংস্থার!

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: ইন্ডিগোর বিমান বিভ্রাটের নেপথ্য কারণ পাইলটদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম দেওয়ার জন্য ডিজিসিএ নয়া নিয়ম আনল। আমদাবাদে ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনার পর যে প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছিল সর্বস্তরে। কর্মী সংখ্যা না বাড়ালে যা কখনই সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত শুভবুদ্ধি উৎপন্ন হল বিমানসংস্থাগুলির। ইন্ডিগার বেহাল অবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে তড়িঘড়ি প্রায় ১৪ হাজার পাইলট নিয়োগ করেছে ছ'টি বিমানসংস্থা। পাইলট নিয়োগের বিষয়টি সোমবার সংসদে জানিয়েছেন কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহল। এদিকে মঙ্গলবার সকালেও বাতিল হয়েছে অন্তত ২০০ উড়ান। প্রসঙ্গত, সোমবার রাত পর্যন্ত যাত্রীদের ৪,৫০০ মালপত্র এবং টিকিটের ভাড়া-বাবদ ৮২৭ কোটি টাকা ফেরত দিয়েছে ইন্ডিগো। বাকি যাত্রীদের টাকাও শীঘ্রই ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে বিমানসংস্থার তরফে।

রাজনৈতিক দলগুলিকে দলীয় সংবিধান জমা দেওয়ার নির্দেশ কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: দেশের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকে দলীয় সংবিধানের কপি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ৩০ দিনের মধ্যে ওই কপি জমা দিতে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির নথিভুক্তকরণ এবং কর্মপদ্ধতি নিয়ে সুনির্দিষ্ট বিধিপ্রণয়ণ করতে চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। সেই আবহে কমিশনের এই নির্দেশকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

কমিশনে সূত্রে খবর, কয়েকটি রাজনৈতিক দল দীর্ঘ দিন ধরে দলীয় সংবিধানের বিষয়ে কমিশনকে অবহিত করেনি। ওই সূত্রের দাবি, দলগুলির সংবিধান নিজেদের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে চাইছে কমিশন। সে ক্ষেত্রে যে কেউ ওয়েবসাইটে গিয়ে দলগুলির সংবিধান দেখতে পারবে।

সোমবার কমিশনের তরফে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির প্রধানকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠিতেই বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট দলের সংবিধান, তাতে যদি কোনও বদল বা পরিবর্তন হয়ে থাকে, তবে তার উল্লেখ-সহ কমিশনের কাছে জমা দিতে হবে। কমিশনের তরফে বিষয়টির গুরুত্ব উল্লেখ করে বলা হয়েছে, দলীয় সংবিধান একটি দলের লক্ষ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে থাকে। তাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ চালানোর জন্যই দলীয় সংবিধান জরুরি বলে জানিয়েছে কমিশন।

জন্মদিনেই সোনিয়াকে আদালতের নোটিস

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: জন্মদিনেই আইনি নোটিস পেলেন কংগ্রেসের সংসদীয় দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধি। বহু বিতর্কিত নাগরিকত্ব ও ভোটার তালিকায় নাম ওঠা নিয়ে সোনিয়াকে নোটিস পাঠাল দিল্লির রাউস অ্যাভেনিউ কোর্ট। নাগরিকত্ব বিতর্কে সোনিয়ার অবস্থান জানতে চেয়েছে ওই বিশেষ আদালত। একই সঙ্গে নোটিস পাঠানো হয়েছে আদালতের তরফে।

সোনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১৯৮০ সালে ভোটার তালিকায় নাম তোলা হয়েছিল তাঁর। যদিও তিনি আরও তিন বছর পরে ভারতের নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন। কিছুদিন আগে এক্স হ্যান্ডলে ১৯৮০ সালের দিল্লির একটি বুথের তালিকার ছবি পোস্ট করেন বিজেপি আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। সেই তালিকায় দেখা গিয়েছে সোনিয়া গান্ধির নাম। মালব্য দাবি করেন, ১৯৮০ সালের ভোটার তালিকা সংশোধন করার সময় সোনিয়ার নাম যুক্ত করা হয়। এই অভিযোগে সোনিয়ার বিরুদ্ধে আগেই মামলা দায়ের হয়েছিল দিল্লির এক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে।

ময়দান

জগন্নাথের ভূমিতে হার্দিকের মহাতাণ্ডব

প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১০১ রানে দুরন্ত জয় ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কটকে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে নাটকীয় প্রত্যাবর্তন করলেন শুভমন গিল ও হার্দিক পান্ডিয়া। দু'জনেই চোট সারিয়ে দলে ফিরেছিলেন। তবে প্রত্যাবর্তনের দিনে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি দেখা গেল দুই ক্রিকেটারের ব্যাটিংয়ে। টেস্ট ও ওয়ানডে দলের অধিনায়ক শুভমনকে ঘিরে ভক্তদের উৎসাহ থাকলেও টি-টোয়েন্টিতে তিনি হতাশ করলেন। মাত্র ২ বল খেলেই ৪ রান করে আউট হয়ে যান তিনি। অন্যদিকে নেতৃত্ব হারানোর পর চাপমুক্ত হার্দিক পান্ডিয়া ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন। তিনি ২৮ বলে অপরাজিত ৫৯ রান করে ভারতের ইনিংসকে টেনে তোলেন। ভারত প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৭৫ রান তুলেছিল। হার্দিক ছাড়া আর কারও ইনিংস উল্লেখযোগ্য ছিল না। অক্ষর পটেল (২১ বলে ২৩) এবং শিবম দুবে (৯ বলে ১১) তাঁকে সামান্য সঙ্গ দেন। তিলক বর্মা ৩২ বলে ২৬ রান করলেও তাঁর স্ট্রাইক রেট আশানুরূপ ছিল না। তবু আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিলক। অপরদিকে অভিষেক শর্মা (১৭) ভাল শুরু করেও ছক্কা মারতে গিয়ে উইকেট ছুড়ে দেন। সূর্যকুমার যাদবও (১২) চলতি বছরে ফর্মে নেই, আবারও হতাশ করলেন। ফলে মনে হচ্ছিল ভারত অন্তত ১৫,২০ রান কম করল। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের মধ্যে লুঙ্গি এনগিডি ৩১ রানে ৩ উইকেট তুলে নেন। সিপামলা ও ফেরেইরা নেন যথাক্রমে ২ ও ১ উইকেট।

তবে ব্যাটসম্যানরা যতটা ব্যর্থ, তার বহু গুণ ভালো পারফর্ম করলেন ভারতীয় বোলাররা। শিশির পড়ার কারণে বোলিংয়ে সমস্যা হতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু বারবাটি স্টেডিয়ামে বোলারদের তাণ্ডবই দেখা গেল। ১৭৬ রান তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় বলেই আউট হন কুইন্টন ডি কক। অর্শদীপ সিংহ তাঁর প্রথম স্পেলেই দুই উইকেট শিকার করেন;ডি কক ও ট্রিস্টান স্টাবস। অক্ষর পটেল প্রথম ওভারেই তুলে নেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক এডেন মার্করামকে। শুরুতেই ৪০ রানে ৩ উইকেট পড়ে যায় সফরকারীদের। এরপর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকে। মিলার, ফেরেইরা, জানসেন, ব্রেভিস;কেউই ভারতীয় বোলারদের সামনে টিকতে পারেননি। ৫০ রানে ৫ উইকেট পড়ে গেলে ম্যাচের ফলাফল প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়। ১২.৩ ওভারেই অলআউট হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা মাত্র ৭৪ রানে। শেষ ১৮ বলে তারা হারায় শেষ ৫ উইকেট। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে অক্ষর ৭ রানে ২ উইকেট নিয়ে সবচেয়ে কিফায়তি বোলিং করেন। অর্শদীপ নেন ২ উইকেট ১৪ রানে। বুমরাহ নেন ২ উইকেট ১৭ রানে এবং আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তাঁর ১০০ উইকেট পূর্ণ হয়। বরুণ চক্রবর্তীও নেন ২ উইকেট ১৯ রানে। হার্দিক ও শিবম দুবে নেন ১টি করে উইকেট।

আইপিএল ২০২৬ নিলাম: ২ কোটি টাকার বেস প্রাইস ক্যাটাগরিতে খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ তালিকা

মুম্বই, ৯ ডিসেম্বর: ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে দিনব্যাপী আইপিএল ২০২৬ নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিদের তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা জমা দেওয়ার জন্য ৫ ডিসেম্বরের শেষ তারিখ নির্ধারণ করেছিল।

আইপিএল ২০২৬ নিলামের আগে, আন্তর্জাতিক এবং ভারতীয় তারকাদের একটি শক্তিশালী দল সর্বোচ্চ সম্ভাব্য বেস প্রাইস বিভাগ ২ কোটি টাকা বেছে নিয়েছে। ডেভিড মিলার এবং ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার মতো প্রমাণিত টি-২০ ম্যাচ-বিজয়ী থেকে শুরু করে আনরিচ নর্টজে, আলজারি জোসেফ এবং জেরাল্ড কোয়েটজির মতো ফাস্ট বোলিং ফায়ারপাওয়ার, অভিজাত শ্রেণিতে মার্কি নাম রয়েছে। আসন্ন আইপিএল মেগা নিলামের জন্য ২ কোটি টাকা প্রিমিয়াম বেস প্রাইসের জন্য নিবন্ধিত খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ তালিকা এখানে দেওয়া হল। সর্বোচ্চ ভিত্তি মূল্যের খেলোয়াড়রা হলেন ডেভন কনওয়ে, জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, ক্যামেরন গ্রিন, ডেভিড মিলার, স্টিভ স্মিথ, গাস অ্যাটকিনসন, ওয়ানিন্দু হাসরাঙ্গা, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, লিয়াম লিভিংস্টোন, রাচিন রবীন্দ্র, শন অ্যাবট, মাইকেল ব্রেসওয়েল, জেসন হোল্ডার, ড্যারিল মিচেল, কুপার কনলি, টম বেন লেন, ফিনন্স, টম লেন্স, অল লিভিংস্টোন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE
Tender is invited through offline Bid System with The vide **NIQ No:-11/HPGP/2025-26** With Vide Memo **No 506/1(08)/HPGP/2025-26 Dated:- 09/12/2025,**
***The Last date for submission of Bids **17/12/2025 upto 02.00 P.M.** For details please visit The Notice Board of Hariharpara G.P.
Sd/-, Prodhan
Hariharpara Gram Panchayat

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II PS/Enit-09/2025-26 dated 04/12/2025 & WBBIR/SURI-II PS/Enit-10/2025-26 dated 08/12/2025.
E-Tender is hereby invited by the Executive Officer, Suri-II PS, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Panchayat Samiti. Last date for bid submission is **06.01.2026 & 08.01.2026** respectively.
Details are available on www.wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer, Suri-II Panchayat Samiti, Birbhum

OFFICE OF THE
SAINTHIA MUNICIPALITY
P.O.: SAINTHIA,DIST.:BIRBHUM
NOTICE INVITING TENDER NO-
e-NIT NO:
WBMAD/SM/Engg.Sec/APAS/16 of 2025-26
The Chairman of Sainthia Municipality invited tenders for the work of -
Supply and Erection Tubular Pole with LED street lights, Supply and installation with GI octagonal pole with LED Light in different ward under Sainthia Municipality.
Tenders Submission closing date: -
1) 10.01.2026 at 11.00 A.M
For further details please contact the mentioned office.
Sd/-Chairman
Sainthia Municipality
Sainthia,Birbhum

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Tender Notice
Chakdaha Municipality invites e tender vide **tender reference number:- WBMAD/CM/ELE/APAS/NIT-11/25-26, Tender Id:- 2025_MAD_5000780_1 & WBMAD/CM/ELE/APAS/NIT-12/25-26, Tender Id:- 2025_MAD_5000871_1** for electrical works under Chakdaha Municipal area under the APAS scheme. For further information, please visit **https://tenders.wb.gov.in/**
Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
3rd Call
N.I.E. ET. No. 60, 59, 57, 58, 55 & 54/PW/Eng/APAS/25 Dt. 01-09-25, 08-09-25, 10-09-25, 12-09-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:-27/EN/SB/2025-2026, (APAS-2025-26) (Sl No 01 to 23) Dated:-06/12/2025. The last date of online submission of tender is 15/12/2025 upto 14:00 hours. For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-
Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:-26/EN/SB/2025-2026, (APAS-2025-26) (Sl No 01 to 20) Dated:-06/12/2025. The last date of online submission of tender is 13/12/2025 upto 14:00 hours. For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-
Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

Notice Inviting e-Tender
NIT NO-JOY2/16 of 2025-26 Dt.-08.12.2025. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-tender of 1 no. of Work vide **Tender Id: 2025_ZPHD_970291_1** and last date of bid submission is **02.01.2026.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
3rd Call
N.I.E. ET. No. 56 & 63/PW/Eng/APAS/25 Dt. 20-09-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০৮.১২.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৫৬-২৫-২৬। কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনের রানাঘাট-বনগাঁ শাখায় ব্রিজ নং ১৯ভি (সিঙ্গল লাইন) এবং রানাঘাট-গেদে-তে ব্রিজ নং ১১৭-র (আপ লাইন) পিএসসি স্ল্যাব রূপান্তরণ এবং আরসিসি জ্যাকেটিং কাজের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্যমান:** ৪,৯১,৯৬,২৩৬.১২ টাকা। **ইএমডি:** ৯৬,৬০০ টাকা। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নংঃ টিএন-১৫৭-২৫-২৬। কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনের বনগাঁ-পেট্রাপোল শাখায় ব্রিজ নং ৭৭টী (সিঙ্গল লাইন) এবং রানাঘাট-গেদে-তে ব্রিজ নং ১১১-র (আপ লাইন) পিএসসি স্ল্যাব রূপান্তরণ এবং আরসিসি জ্যাকেটিং কাজের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্যমান:** ৩,৪০,৭৪,৮৩০.৪৪ টাকা। **ইএমডি:** ৩,২০,৪০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১২ মাস প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০১.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ০১.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে। (SDAH-292/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of various works in different booths, in ward no.-05, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference: WBMAD/NIeT/229/BM/2025-26/APAS Date: 09.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_5000904_1, 2025_MAD_5000904_2
1. Bid Submission Start date- **09.12.2025 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **13.12.2025 at 14.00.** 3. End date- **18.12.2025 at 17.00.** 4. Bid opening date- **20.12.2025 at 17.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman/ Executive Officer**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Surface drain in different booths, in ward no.-15, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference: WBMAD/NIeT/230/BM/2025-26/APAS Date: 09.12.2025
Tender ID: TENDER ID – 2025_MAD_5000912_1, 2025_MAD_5000912_2.
1. Bid Submission Start date- **09.12.2025 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **13.12.2025 at 14.00.** 3. End date- **18.12.2025 at 17.00.** 4. Bid opening date- **20.12.2025 at 17.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman/ Executive Officer**
Bongaon Municipality.

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিইএন/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, ১৮৫_২০২৫-২৬, তারিখ ০৮.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ:** সিনিয়র ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে এইএন/ডিকেএই-র অধীনে বিটিএনজি, কেকিউইউ ও ডিকেএই-তে (ইআই-৩টি) এবং জিআরএই-তে (পিআই) - ১টি ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করা। **আনুমানিক ব্যয়:** ২,৭৯,৩০,৬৯৬.০৭ টাকা। **বায়না মূল্য:** ২,৮৯,৭০০ টাকা। **ক্র.নং ২, ১৮৬_২০২৫-২৬, তারিখ ০৮.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ:** সিনিয়র ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে বিডব্লুএন, কেজেআরএ, বিজিএনএ, এসকেজি-তে (ইআই-৪টি) এবং এমএসএই ও কেএএন-তে (পিআই) - ২টি ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করা। **আনুমানিক ব্যয়:** ৪,১৮,১৯,০১০.৯৩ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৩,৫৯,১০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, ১৮৭_২০২৫-২৬, তারিখ ০৮.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ:** সিনিয়র ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে হাওড়া ডিভিসনে এমইএ শর্টফলের (জলের কল, ইউরিনাল, ল্যাট্রিন, পিএফ শেড ও ওয়েটিং হল) অবসান করার প্রস্তাব। **আনুমানিক ব্যয়:** ৮৮,১৫,২৮৫.২৫ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১,৭৬,৩০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য:** শূন্য প্রতিটির জন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১২ মাস (ক্র.নং ১ ও ২-এর জন্য) এবং ৬ মাস (ক্র.নং ৩-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-439/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-52/25-26 Dated 04.12.2025
Exe. Engr.(Elect), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the work: **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_970319_1 **(2)** Tender ID No. 2025_ADDA_970375_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in
Sd/-
Exe. Engr. (Elect.), ADDA

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-53/25-26 Dated 04.12.2025
Exe. Engr.(Elect), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the work: **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_970108_1 **(2)** Tender ID No. 2025_ADDA_970136_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in
Sd/-
Exe. Engr. (Elect.), ADDA

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2003/25-26 Dated 04.12.2025	Upgradation of Covered Drain & Culvert from H/O Karna to H/O Bhaskar Dutta at Ward No.-34 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 9,01,513.00

Bid Submission end date: **10.01.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2004/25-26 Dated 09.12.2025	Repairing of Dumping yard within dumping ground at Ward No-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 12,76,791.00

Bid Submission end date: **12.01.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Kautala Gram Panchayat
Vill- Rajuakhaki, P.O Pakurtala, P.S- Raidighi, Dist.-South 24 Parganas
On behalf of Kautala Gram Panchayat under Mathurapur II Block of South 24 Parganas district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No. 225/ KGP/2025 (Roads), 226/KGP/2025** (SWM) within the GP area. For more details visit to our GP office Notice Board or visit **wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan,
Kautala GP

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Jagadishpurhat, Howrah
E-TENDER INVITING NOTICE
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/JGP-315/NIT-31(Sl No. 1-22)/2025-26, ii) WB/HOW/BJPS/JGP-316/NIT-32(1-2)/2025-26, iii) WB/HOW/BJPS/JGP-329/NIT-33(1-3)/2025-26, iv) WB/HOW/BJPS/JGP-330/NIT-34(1-10)/2025-26 Dated- 02.12.2025, 08.12.2025, Fund: APAS and 15th FC.** Bid Submission Start Date: **03.12.2025 at 09.00 AM., 09.12.2025 at 04.00 PM.** Last Date of Bid Submission: **01.01.2026 up to 11.00 AM, 17.12.2025 at 04.00 PM.** Date of Opening: **19.12.2025 at 05.00 PM, 03.01.2026 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Jagadishpur Gram Panchayat

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Sl. No.	Name of work	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1.	Repairing Of C.C Road Near Manik Shikder House To Bimal Roy House At Bilpara Of Ward No - 02, Within Birnagar Municipality Under Apas Scheme. Group-A.	WBMAD/BM/NIT 31e/2025-26 Memo. No.: 800/PWD Dated: 02.12.2025	03.12.2025 at 06.00PM	02.01.2026 at 14.55 PM
2.	Contruction Of New C.C Road Near Haru Durlabh House To Sukanta Bhadhuri House At Bilpara Of Ward No - 02, Within Birnagar Municipality Under Apas Scheme. Group-B.			
3.	Contruction Of New C.C Road Near Mahadeb Durlov House To Rakhal Durlav House At Bilpara Of Ward No - 02, Within Birnagar Municipality Under Apas Scheme. Group-C.			
4.	Repairing Of C.C Road Near Sudhir Halder House To Nirmal Mullick House At Bilpara Of Ward No - 02, Within Birnagar Municipality Under Apas Scheme. Group-D.			
5.	Construction Of C.C.Road Beside Subhash Durlav House At Madhugachipara Of Ward No - 02 Within Birnagar Municipality Under Amader Para Amader Samadhan Scheme. Group-E.			
6.	Construction Of C.C.Road Near Sagar Biswass House At Madhugachipara Of Ward No - 02 Within Birnagar Municipality Under Amader Para Amader Samadhan Scheme. Group-F.			
7.	Construction Of New Surface Drain From Mamoni Biswass House To Baromese Canal At Billpara Of Ward No - 02 Within Birnagar Municipality Under Amader Para Amader Samadhan. Group-G.			
8.	Estimate For Construction Of The Proposed Boundary Wall Of Play Ground At Niranjan Nagar Apurba Smriti G.S.F.P School Of Ward No-03 Within Birnagar Municipality Under Amader Para Amader Samadhan. Group-H.			
9.	Estimate For Construction Of The Proposed Roof Shade At Niranjan Nagar Apurba Smriti G.S.F.P School Near Mata Shitala Mandir Of Ward No-03 Within Birnagar Municipality Under Amader Para Amader Samadhan. Group-I.			
10.	Estimate For Development Of Play Ground By Filling Earth Work At Niranjan Nagar Apurba Smriti G.S.F.P School Near Mata Shitala Mandir Of Ward No-03 Within Birnagar Municipality Under Amader Para Amader Samadhan. Group-J.			

For details please visit **www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org**
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

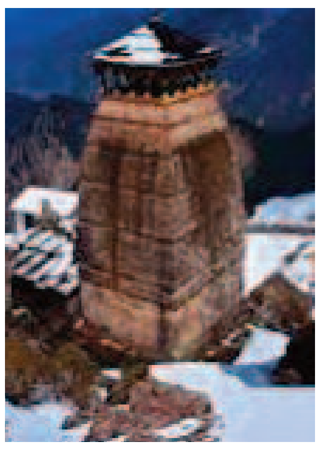

একদিন
ঘুরে ট্যুরে

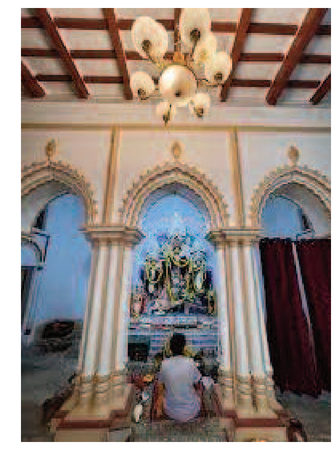

অপরূপ কুমায়ুনমণ্ডলে কয়েকদিন

সুদর্শন নন্দী

দেবভূমি উত্তরাখন্ড। প্রাচীন ঋষিদের বাসভুমি ও সাধনক্ষেত্র থেকে সাধুদের তপস্যাভূমি অধ্যাত্ম্য-পরিপূর্ণ হিমালয়কে প্রকৃতি পরিবর্তিত করেছে একেবারে স্বর্গভূমিতে। বেড়াতে যাওয়া মানে প্রকৃতি দর্শন শুধু নয়, পূণ্যলোক দর্শনও। উত্তরাখণ্ড হল পাহাড়-পর্বত-অরণ্য ঘেরা হিমালয়ের কোল ; ঝর্না, নদী প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ও নয়নাভিরাম দৃশ্য। দুটি ভাগে উত্তরাখণ্ড পর্যটনে যান পর্যটকরা। কুমায়ন অঞ্চল ও গাড়োয়াল অঞ্চল। আর বলাই বাহুল্য সর্ষে পায়ে বাঙালির ভ্রমণের অন্যতম আদর্শ স্থান হল তুষারশুভ্র হিমালয় । উত্তরাখণ্ডে যারা ভ্রমণে যান তাঁরা গাড়োয়ালমণ্ডল বা কুমায়ুনমণ্ডল আলাদা আলাদা ভাবেই সচরাচর যান। কারণ দীর্ঘদিন পাহাড় ভ্রমণে যাতায়ত অনেকের কাছে ক্লান্তিকর। তাই ট্যুর সংস্থাগুলিও হিমালয় ভ্রমণে দশ- এগারদিনের বেশি রাখে না। যারা কুমায়ুন বেড়াতে যান তারা নৈনিতাল, ভীমতাল, মুন্সিয়ারি, কৌসানি, রানিখেত, চৌকরি প্রভৃতি স্থান ঘুরে নেন। অনেকে যান আলমোড়াও। কিন্তু অনেকে মায়াবতী যেতে না পারলেও আলমোড়ায় দুটি দিন কাটান। বিভিন্ন নামীদামী পর্যটন সংস্থাও কুমায়ুন মণ্ডল ভ্রমণে আলমোড়া বা আলমোড়া ও মায়াবতী দুটি স্থান রাখেন । তবে অনেক পর্যটক পছন্দ করেন আলমোড়া আর মায়াবতী আলাদা করে যান কিছুদিন কাটাতে। আমাদের এই প্যাকেজ ট্যুরে স্বামীজির স্বপ্নভূমি অদ্বৈত আশ্রম মায়াবতী না থাকায় আমরা নিজেই নিজেদের খরচে সে জায়গা আগে ঘুরে পুরো টিমের সাথে মিলিত হই নৈনিতালে। আমরা দুই নবীন প্রবীণ নাগরিক সস্ত্রীক চারজন আলাদাভাবে গিয়েছিলাম বাঘ এক্সপ্রেসে কাঠগোদাম পর্যন্ত। বেশ কষ্টকর যাত্রা । প্রায় সত্তরটি স্টপেজ, চল্লিশ ঘণ্টার জার্নি আর প্যানট্রি কার নেই। যাইহোক আমরা কাঠগোদামে চার ঘণ্টা লেটে পৌঁছলাম, নেমে কারে করে রওনা হলাম মায়াবতীর উদ্দেশ্যে। থাকার ব্যবস্থা ব্যবস্থা করেছিলাম মায়াবতীর নয় কিলোমিটার আগে লোহাঘাটে । ছ-সাত ঘণ্টার যাত্রা কাঠগোদাম থেকে মায়াবতী। পাশাপাশি কোন গ্রাম নেই, শুধুই নির্জনতা। স্বামীজী এরকম একটি নির্জন স্থান চেয়েছিলেন যেখানে তিনি ও অন্যান্য সন্ন্যাসীরা ধ্যান করবেন ও অদ্বৈততত্ব সাধনা করবেন। সে এক অন্য ইতিহাস। ছোট পরিসরে সেই আশ্রম এবং পাশাপাশি হাসপাতাল, স্বামীজীর প্রিয় ইংরেজি ম্যাগাজিন প্রবুদ্ধ ভারতের অফিস, ধ্যান কেন্দ্র, গোশালা, স্বামীজী যে সরবোরে হাঁটতেন সেই সরোবর ঘুরে ঘুরে দেখলাম। গেলাম স্বামী স্বরূপানন্দ যেখানে ধ্যান করতেন সেই কেন্দ্রেও। চারিদিকে ঘন গাছ-গাছালি, দূরে অপূর্ব পাহাড়ি সৌন্দর্য দেখলে এমনিতেই আধ্যাত্মিক ভাবনা মন ও হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়।

আশ্রমের মহারাজ দুপুরে আহারের যে ব্যবস্থা করেছিলেন তা গ্রহণ করে এবার বেরিয়ে পড়লাম নৈনিতালের উদ্দেশ্যে। নৈনিতাল থেকে শুরু হবে আমাদের গ্রুপ বা প্যাকেজ ট্যুর। অরণ্য, পাহাড় নদী ছোট ছোট জনপদ পেরিয়ে আমরা বিকেলে পৌঁছলাম নৈনিতাল। হোটেলে মিললাম বাকি পর্যটকদের সঙ্গে। পরের দিন থেকে শুরু হবে টানা কুমায়ুন দর্শন। বরাদ্দ তিনটি গাড়ি। সাথে রাঁধুনি থাকায় খাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল। দুদিন ছিলাম নৈনিতালে। পর্যটকদের বেশির ভাগই বাঙালি। হিমালয়ের কোলে জনপ্রিয় শৈলশহর নৈনিতাল। দুহাজার মিটার উঁচু। প্রধান আকর্ষণ পাহাড় ঘেরা নৈনিলেক। শুধু লেকের পাশে বসে প্রকৃতির দান দেখলেই একটি দিন নিমেষে কেটে যায়। লেকে রয়েছে বোটিং ,এর সুবিধা। লেকের উত্তর দিকে নয়না দেবীর মন্দির। এখানে সতীর চোখ অর্থাৎ নয়ন পড়েছিল। দক্ষিণে হনুমান মন্দির। লেকের ধারে রয়েছে গুরুদ্বার, বড় মসজিদ, বিশাল মাঠ এবং বাজার। অনেকে পাহাড় ঘেরা স্নো-ভিউ পিক পয়েন্টে আসেন ঘোড়া বা রোপ ওয়েতে। আবার নয়না পিক থেকে দেখা যায় সূর্যোদয়। ঘুরে আসা যায় জি বি পন্থ চিড়িয়াখানাটিও। এখানে তুষার চিতা, হিমালয়ের কালো ভালুক, সাইবেরিয়ান বাঘ প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। পরের দিন ঘুরলাম নৈনিতাল থেকে বাইশ থেকে ছাব্বিশ কিলোমিটার দূরে ভীমতাল, সাততাল, নউকুচিতাল। দেখার মতো হ্রদ সাততাল। ভীমতাল ২২ কিলোমিটার দূরে। কথিত আছে মহাভারতের ভীমের নামেই এই হ্রদ। পাশেই রয়েছে ভীমেশ্বর মহাদেব মন্দির। হ্রদের মাঝে রয়েছে হোটেল ।স্বল্প দূরে সাতটি হ্রদ বা তাল নিয়ে নয়নাভিরাম স্থান সাততাল। আছে বোটিং এর ব্যবস্থা। নউকুচিতাল নৈনিতাল থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে। নয়টি কোণ বিশিষ্ট এই হ্রদটিতে বিভিন্ন পাখি ও প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায় ।

দুদিন এসব স্থান দেখা হলে আমরা তৃতীয় দিনে নৈনিতাল থেকে রওনা দিলাম কৌশানির দিকে সেখানে এক রাত থাকা হবে। যেতে যেতে দেখলাম রাণীখেত । এখানে রয়েছে ক্যান্টনমেন্ট, নাগা রেজিমেন্টের সংগ্রহশালাটি দেখার মতো। এছাড়া দেখলাম ঝুলা দেবী মন্দির, মনকামেশ্বর মন্দির, কালি মন্দির, গলফ গ্রাউন্ড প্রভৃতি। সেখানেই লাঞ্চ সারা হল। রাণীখেত নৈনিতাল থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে। থাকার প্রোগ্রাম নেই আমাদের। ছিলাম কৌশানিতে। সেখানে দেখলাম গান্ধীজীর স্মৃতি বিজড়িত অনাসক্তি আশ্রম, গেলাম চা বাগানে। কৌশানি থেকে সূর্যোদয় দেখা এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এখান থেকে দেখা যায় কামেট , ত্রিশুল, নন্দা দেবি, নন্দা কোট, নন্দা খাত, পঞ্চচুল্লির পঞ্চ শিখর। তবে আকাশ পরিষ্কার না থাকায় আমরা বঞ্চিত ছিলাম সে দৃশ্য থেকে।

এবার কৌশানি থেকে রওনা দিলাম ৯৬ কিলোমিটার দূরে পিথরোগড় জেলার প্রাচীন মহকুমা শহর মুন্সিয়ারিতে। ২৩০০ মিটার উঁচু মুন্সিয়ারি থেকে হিমালয়ের শৃঙ্গ দর্শন পর্যটকদের কাছে এক অমুল্য প্রাপ্তি বলা যায়। দেখলাম গোমতি নদীর ধারে বিখ্যাত বৈজনাথ মন্দির। পাশের জলাশয়ে কিলবিল করা অসংখ্য মাছের সমাবেশ পর্যটকদের দৃষ্টি এড়ায় না।

আমাদের পথচলার সাথেই উপভোগ করলাম পাশে থাকা গৌরিগঙ্গা নদীর অবর্ণনীয় সৌন্দর্য । সূর্য ওঠার পর এখান থেকে তুষারশুভ্র পঞ্চচুল্লির চুড়োগুলি সময়ে সময়ে রং বদলায় যা দেখার মতো। এখানে দেখলাম বিখ্যাত নন্দাদেবীর মন্দির, মিউজিয়াম প্রভৃতি। নন্দাদেবী মন্দির প্রাঙ্গনের সবুজ চত্বর এবং সেখান থেকে হিমালয়ের শৃঙ্গ দর্শন পর্যটকদের কাছে বাড়তি পাওনা। এখান থেকে পর্যটকরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ৩৬০ ডিগ্রি দৃশ্যই উপভোগ করতে পারেন।

এবার মুন্সিয়ারি থেকে গেলাম চকৌরি । আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা আর ছোট ছোট জনপদ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। দেখলাম নয়নাভিরাম বিরথি ফলস। চকৌরিতে সকালে দেখলাম কমলারঙের বর্ণচ্ছটাময় আকাশে সূর্যোদয়। ঘুরলাম চা বাগানে। বাগানটি এখন পরিত্যক্ত হলেও এক সময় বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল চা বাগান। এরপর আমাদের গন্তব্য আলমোড়া। এই পথে আমরা দেখলাম পাতালভুবনেশ্বর মন্দির। সুড়ঙ্গের ভিতর নেমে এই মহাদেবকে দর্শন করতে হয়। মন্দির থেকে গাছ গাছালির প্রাকৃতিক সম্ভার দেখার মতো। এছাড়া দেখলাম দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গ-এর অষ্টম লিঙ্গ জাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির। প্রাঙ্গনে রয়েছে ছোট বড় অসংখ্য মন্দির। মন্দির দর্শন করে দেখে নিলাম পুরাতত্ব বিভাগের সংগ্রহশালাটি। প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তিতে ঋদ্ধ এই সংগ্রহশালাটি। এবার পৌঁছে গেলাম জনবহুল প্রাচীন শহর আলমোড়া। শহরটি স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত। এখানে দুদিন ছিলাম। একদিন বিনসর। গভীর অরণ্যের স্বাদ নিলাম বিনসরে। আরেকদিন ঘুরলাম কুমায়নের জাগ্রত দেবী নন্দাদেবী মন্দির। দেখলাম রামকৃষ্ণ কুটির, কাসারদেবীর মন্দির । সেখানে স্বামীজী ধ্যান করেছিলেন , উদ্ভাসিত হয়েছিলেন আধ্যাত্মিক আলোয় । দেখলাম শ্রী সারদা মঠ, ঘুরলাম রঘুনাথ মন্দির চত্বর যেখানে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। সুযোগ হয়েছিল লালা বদ্রি শাহ-র সেই ঘরটি দেখার যেখানে স্বামীজী ছিলেন দুবার। প্রসঙ্গত জানাই, এই আলমোড়ায় রয়েছে বাঙালি কৃষি বিজ্ঞানী , ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর ভক্ত ডঃ বশীশ্বর সেনের হাতে তৈরি ভারতের গর্ব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টি (বিবেকানন্দ পার্বত্য কৃষি অনুসন্ধান সংস্থান) যার সূচনা হয়েছিল বাগবাজারের এক ছোট কক্ষে। ডঃ বশীশ্বর সেনের বাড়ি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে। বশীশ্বরের বাড়িতে জয়রামবাটি থেকে ট্রেনে কলকাতা যাবার পথে মা সারদা বিশ্রাম নিতেন। তাই আলমোড়ার সাথে বাঙালির একটা আলাদা টান ও আবেগ রয়ে গেছে। যাই হোক আমরা আলমোড়ার প্রায় সমস্ত কিছু দেখে চলে এলাম কাঠগোদামে। সেখান থেকে আবার আতঙ্কের বাঘ এক্সপ্রেস ধরে রওনা দিলাম গৃহাভিমুখে।

আসা যাওয়া থাকা

হাওড়া থেকে লালকুয়া, হলদিয়ানি বা কাঠগোদাম গিয়ে কারে করে নৈনিতালে পৌঁছন। প্রতিদিন ট্রেন রয়েছে হাওড়া থেকে বাঘ এক্সপ্রেস (১৩০১৯)। অনেক সময় নেয় ট্রেনটি। প্যানট্রি কার নেই। কম সময়ে সাপ্তাহিক লালকুয়া এক্সপ্রেসে (১২৩৫৩) যেতে পারেন । অন্যভাবে, একটু খরচ হলেও দিল্লী ফ্লাইটে বা রাজধানীতে গিয়ে সেখান থেকে শতাব্দী, সম্পর্কক্রান্তি বা রানিখেত এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে এলে সুবিধার । সেখান থেকে বাস , শেয়ার গাড়ি, কার সব পাবেন নৈনিতাল পর্যন্ত। আবার লখনউ হয়ে টনকপুর গিয়ে সেখান থেকে উল্টোদিক ধরে মায়াবতী, লোহাঘাট , আলমোড়া , চকৌরি, মুন্সিয়ারি, কৌশানি, নৈনিতাল হয়ে দেখে কাঠগোদাম হয়ে ফিরতে পারেন।

তবে এতো ঘোরার ট্যুর কোন ট্যুর সংস্থার প্যাকেজে এলেই সুবিধা। আসা যাওয়া, থাকা খাওয়া, ঘোরা কোন টেনশেন নিতে হয় না।

এখানে গাড়ি ভাড়া প্রতিদিন চার হাজার টাকার মতো। থাকার জন্য রয়েছে কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের থাকার জায়গা। কোলকাতা অফিস- ৭/২ সি, চক্রবেড়িয়া রোড, পদ্মপুকুর, কোলকাতা , ২৫, ফোন-০৩৩-২৪৮৬৮২৯৫ । নিগমের নৈনিতালের হোটেল: সুখতাল-০৫৯৪২-২৩৫৪০০, স্নো ভিউ-০৫৯৪২-২৩৮৫৭০, প্রাইভেট হোটেল: প্রিন্স-০৯৮৩০০৩৭১৭৪৪, রিজেন্সি-০৯৮৯৭২০৯৯৩৩, ওয়েলকাম পার্ক-০৫৯৪২-২২০৪০২।

ঘুরে আসুন আমাদপুর চৌধুরী বাড়ি

ডাঃ শামসুল হক

একটা সময় ছিল যখন এই গ্রামবাংলার প্রান্তে প্রান্তে জোতদার এবং জমিদারদের দাপটে তটস্থ হয়ে থাকতে হত নিরীহ মানুষজনকে । অবশ্য সেইসময় তাঁদের সেই যে অত দস্যিপনা, তার একমাত্র কারণ ছিল তাঁদেরই মাথার উপরে ছাদ হয়ে থাকা ইংরেজদের একরাশ প্রশয় ও।

সেইসময় সহায় সম্বলহীন গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচারী জোতদার এবং জমিদারদের জোর জুলুম এবং নির্যাতন দেখে মনে মনে খুব ই খুশি হতেন ইংরেজ শাসকরা। আর সেইসব উপভোগ করতে করতেই তাঁরা আরও বেশি উস্কে দিতেন তাঁদের চামচাদের এবং উপভোগ করতেন নতুন অনেক আনন্দও।

অবশ্য সেইসময়ের সব জমিদারই যে তেমনই মন বা মানসিকতার অধিকারী ছিলেন, সেটাও নয়। অনেকেই আবার দয়া, মায়া, মমতার মূর্ত এক প্রতিবিম্ব হিসেবেও সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েও উঠেছিলেন। আর তারই ফলস্বরূপ গ্রামের সব শ্রেণীর মানুষের কাছে তাঁরা যেমন পেতেন সহযোগিতা , শ্রদ্ধাও পেতেন ঠিক তেমনই।

পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারী এক নম্বর ব্লকের অন্তর্ভুক্ত আমাদপুর গ্রামের জমিদার ছিলেন ঠিক তেমনই একজন মানুষ । তিনি যেমন নিজের কথা ভাবতেন, তেমনই ভাবতেন নিজের জমিদারীর মধ্যে অবস্থানরত সব শ্রেণীর মানুষ জনদের কথাও। বলাই বাহুল্য, তখন ইংরেজ শাসকদের চোখ রাঙানিকে তিনি কোনরকম গ্রাহ্যও করতেন না । তাই নিজেদের প্রাসাদ নির্মাণের পাশাপাশি গ্রামের সকলেও যাতে সুখী সংসারের মানুষ হয়ে উঠতে পারেন সেজন্য ও সদা তৎপর থাকতেন তিনি। নিজের খরচে তিনি বানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের ঘর বাড়ি সহ আরও অনেক কিছুই।

চৌধুরী বাড়ির সেই মহৎ জমিদার বাড়ির ঐতিহ্য এখনও সমানভাবেই দৃশ্যমান আমাদপুর গ্রামের অভ্যন্তরে। চারশো বছরের পুরাতন ঐতিহ্যবাহী সেই বাড়ি দেখলে এখনও দেখতে ইচ্ছে করবে বারবারই। এখন সেই বাড়ি পরিচিত হয়ে উঠেছে হেরিটেজ হোমেষ্ট হিসেবেই । সেখানে দৃশ্যমান পুরাতন বাংলার অনেক স্থাপত্য ও। দেখার মতো সেইসময়ের সমস্ত ঐতিহ্য, তৎসহ সংস্কৃতির অনেক নিদর্শনও।

জমিদার বাড়ির কাছাকাছি আছে বিশাল একটা দিঘি। তাঁর চারপাশ ঘিরে থাকা সবুজ বনস্পতির ছোঁয়া আবার মায়াময় করে রেখেছে বিশাল সেই এলাকাকেও। কাছেই আছে টেরাকোটা খোদাই করা মন্দির। আছে আটচলা মন্দির এবং আছে দোলমঞ্চও। নজর কাড়ে দেবী কালীর থানও। সেখানে চলে বছরভর পুজোও।

কলকাতার একেবারে কাছাকাছিই অতি দর্শনীয় সেই স্থান। হাওড়া স্টেশন থেকে মোটামুটি আশি কিলোমিটার দূরে তার অবস্থিতি। বর্ধমান থেকে দুরত্ব মাত্র কুড়ি কিলোমিটার। তাই হাতে একটু সময় থাকলে অতি সহজেই ঘুরে আসা যেতে পারে সেখানে। আছে থাকা খাওয়ার খুব ভালো ব্যবস্থাও। কারণ শুধুমাত্র পর্যটকদের সুবিধার্থেই সেই জমিদার বাড়িতেই রাখা হয়েছে রাত্রিতে থাকা এবং খাওয়ার সুব্যবস্থাও।

সুড়ঙ্গের ভিতর নেমে এই মহাদেবকে দর্শন করতে হয়। মন্দির থেকে গাছ গাছালির প্রাকৃতিক সম্ভার দেখার মতো। এছাড়া দেখলাম দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গ-এর অষ্টম লিঙ্গ জাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির। প্রাঙ্গনে রয়েছে ছোট বড় অসংখ্য মন্দির। মন্দির দর্শন করে দেখে নিলাম পুরাতত্ব বিভাগের সংগ্রহশালাটি। প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তিতে ঋদ্ধ এই সংগ্রহশালাটি। এবার পৌঁছে গেলাম জনবহুল প্রাচীন শহর আলমোড়া। শহরটি স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত। এখানে দুদিন ছিলাম। একদিন বিনসর। গভীর অরণ্যের স্বাদ নিলাম বিনসরে। আরেকদিন ঘুরলাম কুমায়নের জাগ্রত দেবী নন্দাদেবী মন্দির। দেখলাম রামকৃষ্ণ কুটির, কাসারদেবীর মন্দির । সেখানে স্বামীজী ধ্যান করেছিলেন , উদ্ভাসিত হয়েছিলেন আধ্যাত্মিক আলোয় । দেখলাম শ্রী সারদা মঠ, ঘুরলাম রঘুনাথ মন্দির চত্বর যেখানে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। সুযোগ হয়েছিল লালা বদ্রি শাহ-র সেই ঘরটি দেখার যেখানে স্বামীজী ছিলেন দুবার।